পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1692, Saturday, August 08, 2026 *FREE* www.parichoy.com

শুধু বিমান হামলা চালিয়ে ইরানকে হারানো যাবে না জানিয়ে দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ জেনারেল

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- ওমানের সঙ্গে চুক্তি হলেও হরমুজ প্রণালি পুরোপুরি খুলবে না জানালো ইরান - ৫ম পাতায়
- ২ইরানের আপসহীন নেতৃত্বকে বুঝতে হিমশিম খাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প - ৫ম পাতায়
- শেভরন-এক্সন অনেক মুনাফা করছে, আমি এটা পছন্দ করছি না, তেলের দাম কমাও বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প- ৬ষ্ঠ পাতায়
- শিশুদের বিপদ সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক না করায় মেটাকে ৫৬৭ মিলিয়ন ডলার জরিমানা- ৬ষ্ঠ পাতায়
- ট্রাম্পের ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের আর্থিক নথি চায় বিবিসি, ঠেকাতে ট্রাম্পের জরুরি আবেদন -৭ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন সুবিধা প্রদানে কঠোর যাচাই শুরু, উচ্চ ঝুঁকির দেশগুলোর আবেদন আরও কড়াভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে -৮ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ড থাকলেই নিশ্চিন্ত নন, যে ৭ ভুলে ঝুঁকিতে পড়তে পারেন স্থায়ী বাসিন্দারা -১১৩ম পাতায়

হরমুজ প্রণালী খুলে দিলে পারমাণবিক চুক্তি ছাড়াই ইরান যুদ্ধ শেষ করার কথা ভাবছেন ট্রাম্প জানালো ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন সুবিধা প্রদানে কঠোর যাচাই শুরু

উচ্চ ঝুঁকির দেশগুলোর আবেদন আরও কড়াভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি

Aasha Home Care LHCSA

(718) 776-2717

(646) 744-5934

আলাদীন

Aladdin

Tel: 718-784-2554

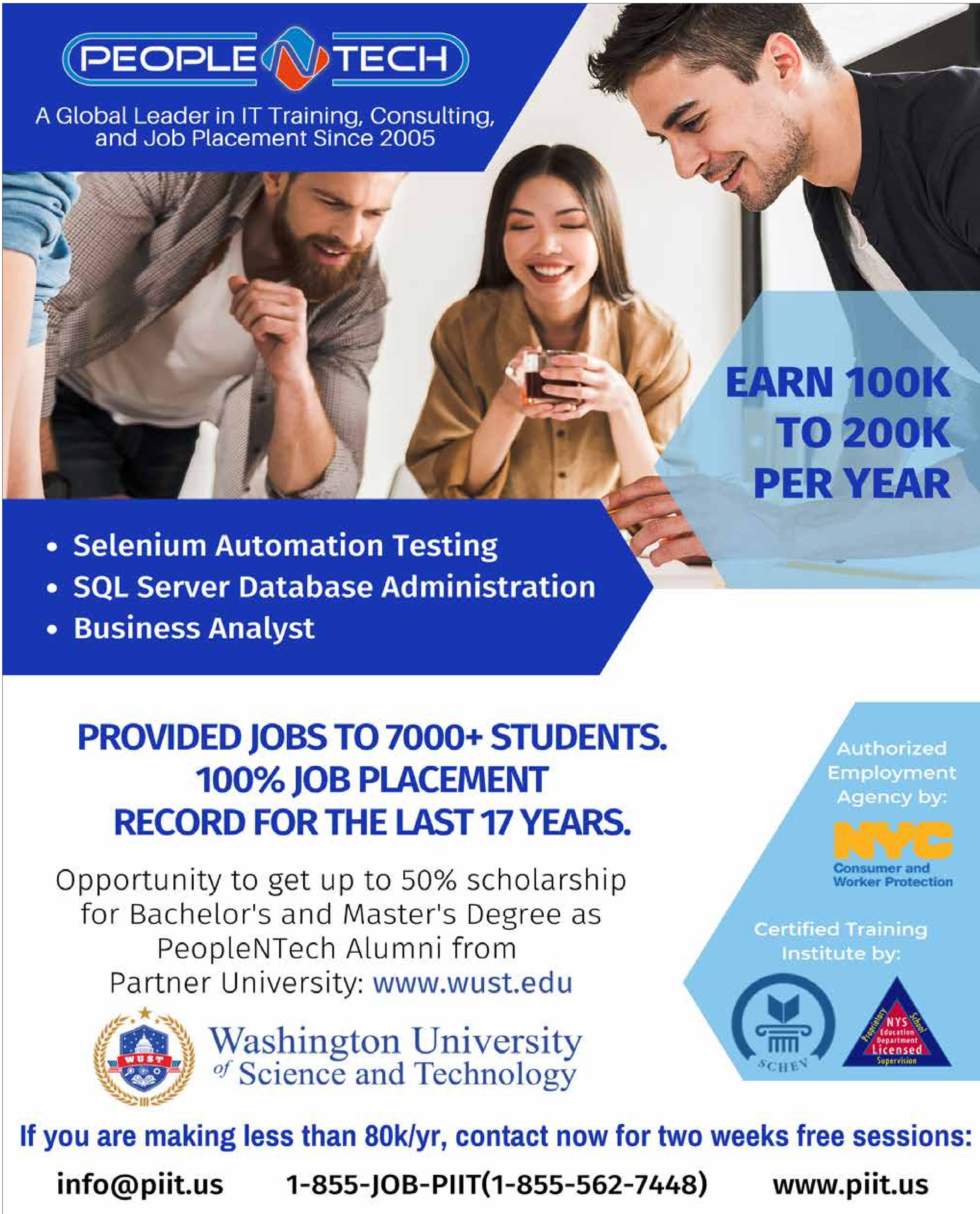
PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Proprietary School Education Department Licensed Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-8834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

কে কি বললেন

● আমার মনে হয়, এটা খুব শিগগিরই শেষ হবে। আমার মনে হয় না, তারা আর খুব বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে।'- ইরান যুদ্ধ প্রসঙ্গে **প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প**

● শুধু বিমান হামলা চালিয়ে ইরানকে হারানো যাবে না - যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের প্রধান জেনারেল **ড্যান কেইন**

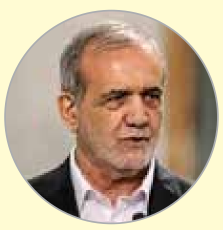

● ইরান এর এখন 'না যুদ্ধ, না শান্তি' অবস্থার বাইরে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। এ পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য বর্তমান সময়ই সবচেয়ে উপযুক্ত। - ইরানের প্রেসিডেন্ট **মাসুদ পেজেশকিয়ান**

● 'নদীপথে লঞ্চে করে অপরূপ জলপথের এই জনপদ ঘুরে দেখছি। বরিশালে এসে ভালো লাগছে!'- নদীপথে লঞ্চে করে বরিশাল গিয়ে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত **ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসন**

● কিসের হাসিনা, তার চেহারা কি দেখা গেছে? মাঝেমধ্যে শুধু আওয়াজ শোনা যায় - বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **সালাউদ্দিন আহমেদ**

● বাংলাদেশে২৪ এর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের কৃতিত্ব কোনো ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর নয়, বরং দেশের জনগণের - বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী **জহির উদ্দিন স্বপন**

● গত ৬ মাস অনেক খেয়েছেন, এখন মনে হয় দলটা খেয়ে ফেলবেন- নেতাকর্মীদের ঝালকাঠি-১ আসনের বিএনপিদলীয় সংসদ সদস্য **রফিকুল ইসলাম জামাল**

● "আওয়ামী লীগ আমাদের শত্রু নয়, তারা আমাদের মিত্র। আমরা তাদেরকে নিয়ে একসঙ্গে যুদ্ধ করেছি। অচিরেই আওয়ামী লীগ বিএনপির সঙ্গে মিশে যাবে্- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সুনামগঞ্জ-২ (দিরাই-শাল্লা) আসনের সংসদ **সদস্য নাছির চৌধুরী**

হরমুজ প্রণালী খুলে দিলে পারমাণবিক চুক্তি ছাড়াই ইরান যুদ্ধ শেষ করার কথা ভাবছেন ট্রাম্প জানালো ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের সিনিয়র কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে দূরে রাখা এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক করা সম্ভব হলে, বর্তমান যুদ্ধবিরতির মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়াতে প্রস্তুত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

কোনো আনুষ্ঠানিক পারমাণবিক চুক্তি ছাড়াই নিজেদের বিজয়ী ঘোষণা করে ইরান যুদ্ধ শেষ করার কথা ভাবছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের একাধিক সিনিয়র কর্মকর্তার বরাতে রোববার এক প্রতিবেদনে এমনটাই জানিয়েছে দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। এক প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ওমানের সঙ্গে চুক্তি হলেও হরমুজ প্রণালি পুরোপুরি খুলবে না জানালো ইরান

পরিচয় ডেস্ক: ইরান জানিয়েছে, হরমুজে প্রবেশকারী জাহাজগুলো ইরানের আঞ্চলিক জলসীমা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বের হয়ে যাওয়া জাহাজগুলো ওমানের জলসীমা ব্যবহার করবে।

ইরান ওমানের সঙ্গে হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল পরিচালনার বিষয়ে একটি সমঝোতার কাছাকাছি পৌঁছেছে বলে মনে হলেও, ইরানের কর্মকর্তারা সতর্ক করে বলছেন, এই চুক্তির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ পুরোপুরি পুনরায় খুলে দেওয়া হবে না।

আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আলোচনার বিষয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করলেও এ খবরের ফলে আলোচনা নিয়ে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।

ইরানের মন্তব্যের পর তেলের দাম বেড়ে যায়। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম প্রায় ৪ শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ৮২ ডলারের বেশি হয়। এর আগে ট্রাম্প *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

শুধু বিমান হামলা চালিয়ে ইরানকে হারানো যাবে না জানিয়ে দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ জেনারেল

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের যুদ্ধ ছয় মাসে পড়েছে। এখন এ যুদ্ধ থেকে বের হওয়ার পথ খোঁজার কথা বলছেন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের প্রধান জেনারেল ড্যান কেইন। তাঁর মতে, যুদ্ধ আরও জোরদার করতে যেসব সামরিক পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্র বিবেচনায় রেখেছে, সেগুলো উল্টো ফল দিতে পারে। আর শুধু বিমান বা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে এ যুদ্ধে লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা কম।

বিষয়টি সম্পর্কে জানাশোনা আছেড় এমন তিনটি সূত্র সিএনএনকে এ তথ্য জানিয়েছে। যদিও ড্যান কেইনের এ ভাষ্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বয়ানের ভিন্ন। কয়েক দিন আগেও ট্রাম্প হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, হরমুজ প্রণালি নিয়ে চুক্তি না করলে ইরানে আবার কঠোর হামলা চালানো হবে। তবে এ কথাও ঠিক, নানামুখী চাপের কারণে তিনিও এ যুদ্ধ শেষ করতে চাইছেন।

সূত্র জানিয়েছে, যুদ্ধ শেষ করতে হামলা চালানোর বাইরে বিকল্প পথ খুঁজতে কয়েক সপ্তাহ ধরেই তৎপরতা চালাচ্ছেন জেনারেল কেইন। এরই মধ্যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ট্রাম্প প্রশাসনের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, পররাষ্ট্র সচিব মার্কো রুবিও ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর পরিচালক জন র্যাটক্লিফ।

জেনারেল কেইনের সঙ্গে তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল যুদ্ধ নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের আগে নিজেদের মধ্যে একটি ঐকমত্যে পৌঁছানো। এর মাধ্যমে ইরানে যেসব সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে, এর সীমাবদ্ধতা ও ঝুঁকিগুলো স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। কেইনসহ ট্রাম্প প্রশাসনের *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ওরা শুধু আমাকে রাগিয়ে দেয়

ইরানের আপসহীন নেতৃত্বকে বুঝতে হিমশিম খাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইরানকে "অবিশ্বাস্য রকমের প্রতারক" বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তেহরানের নেতৃত্বকে বুঝতে এবং তাদের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছাতে গিয়ে তিনি যে হতাশ হয়ে যাচ্ছেন, এমন মন্তব্য তারই বহিঃপ্রকাশ।

প্রতিপক্ষকে বুঝতে ও মোকাবিলার ক্ষেত্রে নিজেকে দক্ষ হিসেবে জাহির করলেও, ইরানের নেতাদের ক্ষেত্রে উল্টোটি ঘটায় বারবার হতাশ হয়েছেন ট্রাম্প। গত সপ্তাহে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "ওরা যা করে, তাতে আমি শুধু রেগে হই। ওরা শুধু আমাকে রাগিয়ে দেয়।"

ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়ার বিষয়ে নতুন একটি চুক্তি কাছাকাছি পর্যায়ে। তবে ইরান সেখানে জাহাজ চলাচলের জন্য ফি আদায়ে অনড় রয়েছে এবং ট্রাম্প সেটি মেনে নিতে রাজি নন।

ইরানের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে না পারায় ট্রাম্প রাজনৈতিকভাবেও চাপে পড়েছেন। একই সঙ্গে হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে উত্তেজনা অব্যাহত থাকায় তেলের দাম অস্থির হয়ে উঠেছে। এর প্রভাব পড়ছে মার্কিন ভোক্তা ও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে।

১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর থেকে প্রায় সব মার্কিন প্রেসিডেন্টই ইরানের জটিল ক্ষমতা কাঠামো ও নেতৃত্বকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। ব্যতিক্রম ছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তিনি ২০ মাসের আলোচনার পর ২০১৫ সালে ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি করেন।

দীর্ঘদিন ইরান নিয়ে গবেষণা করা সাবেক সিআইএ বিশ্লেষক ও জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কর্মকর্তা কেনেথ পোলাকের মতে, "অনেক দিক থেকেই ট্রাম্প ইরানকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের হতাশার প্রতিচ্ছবি। তিনি যেমন ইরানের সঙ্গে চুক্তি করতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন, তেমনি দেশটির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি শক্তিও প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু কোনো পথেই তিনি নিজের কাঙ্ক্ষিত ফল পাননি।"

ট্রাম্প প্রায়ই এমনভাবে কথা বলেন, যেন ব্যাপক সামরিক শক্তি *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

শেভরন-এক্সন অনেক মুনাফা করছে, আমি এটা পছন্দ করছি না, তেলের দাম কমাও বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: জ্বালানি তেলের চড়া মূল্যের সুযোগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের তেলের জায়ান্ট কোম্পানিগুলো “অত্যধিক মুনাফা” করছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

গত ৩রা আগস্ট সোমবার হোয়াইট হাউজে সাংবাদিকদের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, “আমি বিষয়টি মোটেও পছন্দ করছি না। শেভরন অনেক বেশি টাকা কামাচ্ছে, এক্সনমোবিলেরও একই অবস্থা। তারা বড্ড বেশি মুনাফা করছে”।

তিনি সরাসরি এক্সনমোবিল ও শেভরনের নাম উল্লেখ করে বলেন, এই কোম্পানিগুলোর উচিত তাদের বিশাল মুনাফার একটি অংশ সাধারণ জনগণকে ফিরিয়ে দেওয়া।

ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে তেলের দাম যখন আকাশচুম্বী, ঠিক তখনই কোম্পানি দুটির দ্বিতীয় প্রান্তিকে রেকর্ড মুনাফার তথ্য সামনে আসার পর ট্রাম্প এই মন্তব্য করলেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই কঠোর সমালোচনার বিষয়ে এক্সন এবং শেভরনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এর আগে সোমবার (৩ আগস্ট) সকালে ট্রাম্প শেভরনের প্রধান নির্বাহী (সিইও) মাইক ওয়ার্থের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ফক্স নিউজ চ্যানেলের এক অনুষ্ঠানে ওয়ার্থ উপস্থিত হলেও তেল শিল্পের উন্নয়নে ট্রাম্প প্রশাসনের অবদানের কথা স্বীকার না করায় ট্রাম্প চটে যান। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম “ট্রুথ সোশ্যাল”-এ তিনি লেখেন, “তিনি (ওয়ার্থ) বলতে ভুলে গেছেন যে, ট্রাম্প প্রশাসনের দূরদর্শিতা, শক্তি এবং স্থিতিশীলতা ছাড়া তেল শিল্প এবং আমাদের দেশ আজ মৃতপ্রায় থাকতো”।

উদাহরণ টেনে ট্রাম্প বলেন, ভেনেজুয়েলা থেকে একসময় শেভরনকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন তারা সেখানে আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ফিরেছে এবং মুনাফার আশা করছে।

উল্লেখ্য, এক দশকেরও বেশি সময় আগে হুগো শ্যাভেজ তেল প্রকল্পগুলো জাতীয়করণ করার সময় এক্সনমোবিল ভেনেজুয়েলা ছেড়ে চলে গেলেও শেভরন সেখানে অবস্থান করেছিল।

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

ভোটাররা রিপাবলিকানদের ওপর ক্ষুব্ধ, আমার ওপর নয়

নিজের জনপ্রিয়তায় ধাক্কার ব্যাপার এড়িয়ে গেলেন ট্রাম্প

পরিচয় দেব: যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, রিপাবলিকানদের জন্য পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠছে বলে স্বীকার করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে দলের প্রতি ভোটারদের ক্ষোভ থাকলেও সেই ক্ষোভ তার বিরুদ্ধে নয় বলে দাবি করেছেন তিনি।

আসন্ন মধ্যবর্তী বা মিডটার্ম নির্বাচনের আর প্রায় তিন মাস বাকি। কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে ট্রাম্প ও তার মিত্ররা দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন। একই সঙ্গে ডেমোক্র্যাটদের নীতির সমালোচনাও করছেন।

তবে সাম্প্রতিক বিভিন্ন জরিপে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার চিত্র উঠে এসেছে। রয়টার্স/ইপসোসের এক জরিপে তার অনুমোদন ৩৫ শতাংশ, এপি/নরকের জুলাইয়ের জরিপে ৩৩ শতাংশ এবং কুইনিপিয়াক বিশ্ববিদ্যালয়ের জরিপে ৩২ শতাংশে নেমে এসেছে। এরপরও চঁহপযনড়ঁষি ঘবং-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, “ভোটাররা রিপাবলিকানদের ওপর খুবই ক্ষুব্ধ। কিন্তু তারা আমার ওপর ক্ষুব্ধ নয়।”

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দাবি, মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের বিরুদ্ধে ভোটারদের অসন্তোষ থাকলেও তিনি নিজে সেই ক্ষোভের বাইরে রয়েছেন।

তবে রাজনৈতিক বাস্তবতা বলছে, ক্ষমতাসীন দলের জন্য মিডটার্ম নির্বাচন ঐতিহাসিকভাবেই কঠিন। গত ৮০ বছরে মাত্র দুইবার প্রেসিডেন্টের দল মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসে আসন বাড়াতে পেরেছে।

ইরানের সঙ্গে চলমান সামরিক সংঘাতও রিপাবলিকানদের জন্য বাড়তি চাপ তৈরি করেছে। যুদ্ধের কারণে জ্বালানি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে বলে সমালোচনা রয়েছে। একই সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পের অবস্থান নিয়েও দলের ভেতরে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

এর মধ্যেই রিপাবলিকান প্রার্থীদের পক্ষে মাঠে নেমেছেন ট্রাম্প। তার লক্ষ্য, কংগ্রেসে দলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা।

শিশুদের বিপদ সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক না করায় মেটাকে ৫৬৭ মিলিয়ন ডলার জরিমানা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকোর একজন বিচারক বৃহস্পতিবার মেটাকে আরও ৫৬৭ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করেছেন। শিশুদের জন্য প্ল্যাটফর্মগুলোর বিপদ সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক না করায় এই জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হযয়। এটি শিশু সুরক্ষা ইস্যুতে মেটার বিরুদ্ধে এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় রায়। বিচারক ব্রায়ান বিডশেইড এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জায়ান্টকে বায়ুদূষণের মতো একটি জনদুর্ভোগ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, ভবিষ্যতে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে একটি তহবিলে এই অর্থ জমা দিতে হবে।

এই মামলায় মেটাকে এর আগে আরও ৩৭৫ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করা হয়েছিল। ফলে মোট জরিমানার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৪২ মিলিয়ন ডলার। বিচারক বিডশেইড বলেন, মেটা হলো একটি কারখানা, যার পণ্য বিজ্ঞাপন ও কনটেন্ট। আর “শিশুদের মানসিক ক্ষতি ও যৌন নিপীড়ন হলো সেই কারখানার দূষণ, যা অবশ্যই

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

স্পিকার হিসেবে জেফ্রিসের সঙ্গে সম্ভবত আমার ভালোই বনিবনা হবে- প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আগামী বছর ডেমোক্র্যাটরা যদি হাউস অফ রিপ্রজেন্টেটিভস বা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং হাকিম জেফ্রিসকে (ডেমোক্র্যাট-নিউ ইয়র্ক) স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত করে, তবে তাঁর সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্কটি আশ্চর্যজনকভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে।

পাঞ্চবোল নিউজকে ট্রাম্প বলেন, “সম্ভবত তাঁর সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠবে।”

রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত এই কক্ষটির নিয়ন্ত্রণ ডেমোক্র্যাটরা যদি নিজেদের দখলে নিতে পারে এবং জানুয়ারি মাসে জেফ্রিসকে স্পিকার পদে নির্বাচিত করে, তবে তিনি প্রতিনিধি পরিষদের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ স্পিকার হবেন বলে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

এই পরিস্থিতি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং জেফ্রিস—যাঁরা নিয়মিতভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ চালিয়ে আসছেন—তাঁদের ওয়াশিংটনে আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় নিয়ে আসবে।

তাঁরা দুজন আনুষ্ঠানিকভাবে সশরীরে মাত্র একবারই সাক্ষাৎ করেছেন—২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে ওভাল অফিসে আয়োজিত এক বৈঠকে। যুক্তরাষ্ট্রে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং ইরানের সাথে চলমান যুদ্ধের বিষয়ে জেফ্রিস প্রায়ই ট্রাম্পের সমালোচনা করেছেন; অন্যদিকে ট্রাম্পও স্বীকার করেছেন যে তিনিও নিউ ইয়র্কের এই ডেমোক্র্যাট নেতার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

ক্ষেপণাস্ত্র ফুরিয়ে যাওয়ার তথ্য লুকানোয় প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথের ওপর ক্ষোভ ঝাড়লেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইরান যুদ্ধ নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ গত সপ্তাহে ক্যাম্প ডেভিডে বিস্ফোরিত হয়েছে। সেখানে তিনি প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথের কাছে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে জানতে চানড়অস্ত্র ও গোলাবারুদের এই চরম ঘাটতি নিয়ে কেন তাকে অন্ধকারে রাখা হলো? এই ঘাটতির কারণে এখন ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক বিকল্পগুলো সংকুচিত হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবগত দুটি সূত্রদ্য ওয়াশিংটন পোস্টু-কে এই তথ্য জানিয়েছে।

গত শুক্রবার ১ আগস্ট ক্যাম্প ডেভিডে মন্ত্রিসভার বৈঠকের ফাঁকে ট্রাম্প ও হেগসেথের মধ্যে এই উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। আলোচনার বিষয়ে অবগত ব্যক্তিরা প্রতিশোধের ভয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, ট্রাম্প হেগসেথের ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন যে তিনি ভেবেছিলেন গোলাবারুদ ও অস্ত্রের সংকটুসমাধান করা হয়েছে।

একটি সূত্র জানিয়েছে, বিশেষ করে দূরপাল্লার গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্রের (ইন্টারসেপ্টর) চরম ঘাটতির কারণেই মূলত ট্রাম্প সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইরানের ওপর অতিরিক্ত কোনো বড় হামলা চালানো থেকে বিরত রয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত সোমবার ৩ আগস্ট বলেছিলেন যে তিনিওদ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং পরে হরমুজ প্রণালি নিয়ে নতুন আলোচনার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তা বাতিল করেন।

যদিও যুক্তরাষ্ট্র প্যাট্রিয়ট আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্রের মতো কিছু ওয়ান-স্টপ বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিপ বা যুদ্ধাস্ত্রের জন্য নতুন উৎপাদন চুক্তি ঘোষণা করেছে, তবে এই গোলাবারুদগুলো তৈরি করতে প্রায় দুই বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। ফলে এই চরম সংকটের কোনো তাৎক্ষণিক সমাধান দৃশ্যমান নয়।

ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত আগের প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুদ্ধের প্রথম মাসেই মার্কিন বাহিনী ৮৫০টিরও বেশি টমাহক ক্রুজ *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

আমাদের 'প্রচুর' পরিমাণে গোলাবারুদ রয়েছে, তথ্য 'ফাঁসকারীদের' খুঁজে জেলে ভরা হবে ঘোষণা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পর্যাপ্ত গোলাবারুদ ও অস্ত্রের মজুত রয়েছে দাবি করে অস্ত্র সংকটের খবর সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। একই সাথে এই ধরনের তথ্য ফাঁসের সাথে জড়িতদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মওট্রুথ সোশ্যালু-এ দেওয়া এক পোস্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প লিখেছেনওযুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রচুর পরিমাণে ‘গোলাবারুদচ রয়েছে, বিশেষ করে নির্দিষ্ট কিছু ক্যাটাগরির। তিনি আরও লেখেনওএ ছাড়া চাহিদা অনুযায়ী বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হচ্ছে। প্রতিরক্ষা কোম্পানিগুলো আমাদের দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্ল্যান্ট ও কারখানা তৈরি করছে।

তথ্যওফাঁসের সাথে জড়িতদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি আরও যোগ করেন, ওএই দেশদ্রোহী বক্তব্য যারা ‘ফাঁসচ করেছে, তাদের খুঁজে বের করা হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড চাওয়া হবে। ইন্টারসেপ্টর বা আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত ফুরিয়ে আসার আশঙ্কায় ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের ওপর অতিরিক্ত কোনো সামরিক হামলা চালানো থেকে পিছিয়ে এসেছেড়বেশ কয়েকটি মার্কিন সংবাদমাধ্যমে এমন প্রতিবেদন প্রকাশের পর ট্রাম্পের এই কড়া *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের আর্থিক নথি চায় বিবিসি, ঠেকাতে ট্রাম্পের জরুরি আবেদন

পরিচয় ডেস্ক: ব্রিটিশ সম্প্রচারমাধ্যম বিবিসির বিরুদ্ধে করা বিলিয়ন ডলারের মানহানি মামলায় নতুন আইনি লড়াই শুরু করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মামলার অংশ হিসেবে নিজের ব্যবসা ও সম্পদের আর্থিক নথি বিবিসির হাতে তুলে দেওয়ার আদালতের নির্দেশ স্থগিত করতে তিনি জরুরি আবেদন করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের নথি অনুযায়ী, ট্রাম্পের আইনজীবীরা দাবি করেছেন, বিবিসি মামলাটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে এবং প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি আর্থিক তথ্য চাচ্ছে। তাদের ভাষ্য, এসব নথি প্রকাশ পেলে ট্রাম্প ও তার পারিবারিক ব্যবসার অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে।

বিতর্কের সূত্রপাত ২০২৪ সালে প্রচারিত বিবিসির একটি তথ্যচিত্রকে ঘিরে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিযোগ, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির বক্তব্য সম্পাদনার মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল, যাতে মনে হয় তিনি ক্যাপিটল ভবনে হামলাকে উসকে দিয়েছেন। এ কারণে তার ব্যক্তিগত সুনাম ও ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়েছে দাবি করে তিনি এক বিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করেন। বিবিসি সম্পাদনায় ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেও মানহানির অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

গত জুলাইয়ে ফ্লোরিডার এক বিচারক রায় দেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেহেতু ব্যবসায়িক ক্ষতির দাবি তুলেছেন, তাই সেই দাবির সত্যতা যাচাই করতে তার আর্থিক নথি বিবিসির দেখার অধিকার রয়েছে। ওই আদেশ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পারিবারিক ট্রাস্টের অধীন শত শত প্রতিষ্ঠানের আয়, সম্পদ ও আর্থিক তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

তবে নতুন আবেদনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আইনজীবীরা মামলার কৌশল পরিবর্তনেরও অনুরোধ জানিয়েছেন। তারা আদালতকে বলেছেন, মামলাটি মূলত আর্থিক ক্ষতির নয়, বরং ব্যক্তিগত সুনামের ক্ষতির ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে নেওয়া হবে। তাদের যুক্তি, এতে এত বিস্তৃত আর্থিক নথি চাওয়ার প্রয়োজন থাকবে না।

অন্যদিকে বিবিসির আইনজীবীরা আদালতে বলেছেন, ট্রাম্প নিজেই যখন বিপুল আর্থিক ক্ষতির অভিযোগ তুলে ক্ষতিপূরণ দাবি *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৮ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

প্রকাশ্যে রুবিওকে সমর্থন দিলেও 'গোপনে' ভ্যান্সকে চাইছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ২০২৮ সালের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সকে গোপনে সমর্থন দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তবে প্রকাশ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এমন একটি অবস্থান নিয়েছেন, যাতে মনে হচ্ছে তিনি দুই বছর *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

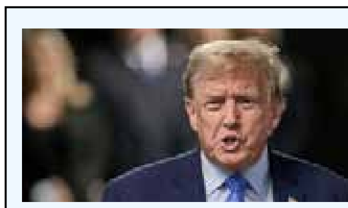

ইরান যুদ্ধ 'খুব শিগগিরই' শেষ হবে, ওরা বেশি দিন টিকতে পারবে না

বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ খুব শিগগিরই শেষ হয়ে যাবে বলে মনে করেন তিনি। একইসঙ্গে তিনি স্বীকার করেন, কিছু অস্ত্রের সরবরাহের ক্ষেত্রে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনী সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে।

গত ৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার ওভাল অফিসে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

জুলাইয়ে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে আইসিইর হাতে রেকর্ড গ্রেপ্তার, আটক ৪৩ হাজারের বেশি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করেছে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বা আইসিই। সদ্য শেষ হওয়া চলতি বছরের জুলাই মাসে সংস্থাটি ৪৩ হাজারের বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করে ডিটেনশন ফ্যাসিলিটিতে পাঠিয়েছে, যা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে এক মাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক গ্রেফতার। কংগ্রেসে দেওয়া আইসিইর পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে এ তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট।

গত জুনে রেকর্ড সংখ্যক গ্রেপ্তারের পর জুলাইয়ে অভিযান আরও বেড়েছে। জুলাইয়ের প্রথম ১২ দিনে প্রতিদিন গড়ে ১ হাজার ৪৩২ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও মাসের বাকি সময়ে দৈনিক গড় বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১ হাজার ৪৫০ জনে।

এই সময়েই ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বা আইসিই কর্মকর্তাদের গুলিতে টেক্সাস ও মেইনে দুজন নিহত হওয়ার ঘটনা ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়।

গত ৭ জুলাই টেক্সাসের হিউস্টনে ৫২ বছর বয়সী লরেঞ্জো সালগাদো আরাউহোকে গুলি করে হত্যা করা হয়। আইসিইর দাবি, তাকে আটক করার সময় তিনি গাড়ি দিয়ে এক কর্মকর্তাকে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এবং আত্মরক্ষার্থে গুলি চালানো হয়। তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য ও পরবর্তী বিভিন্ন প্রতিবেদনে ঘটনাটির বিবরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

হ্যারিস কাউন্টির মেডিকেল এক্সামিনার পরে আরাউহোর মৃত্যুর

ধরনকে ‘হোমিসাইড’ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেন। এ ঘটনায় স্বাধীন তদন্তের দাবিও জোরালো হয়েছে।

এর মাত্র ছয় দিন পর, ১৩ জুলাই মেইন স্টেটের বিডেফোর্ডে আইসিই কর্মকর্তার গুলিতে ২৬ বছর বয়সী জোহান সেবাস্তিয়ান দুরান গেরেরো নিহত হন। পরপর দুটি প্রাণঘাতী ঘটনার পর আইসিই সাময়িকভাবে গাড়ি থামিয়ে অভিযান পরিচালনা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল। তবে পরে নির্দিষ্ট ধরনের টার্গেটেড অভিযানে এ ধরনের পদক্ষেপ আবার চালু করা হয়।

টেক্সাস এর হিউস্টনের ঘটনায় ফেডারেল কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য নিয়েও তদন্তকারীদের কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন এখনো অনিষ্পন্ন রয়েছে। স্থানীয় ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং আইসিইর কাছ থেকে প্রমাণ প্রকাশের দাবি জানিয়েছে।

জুলাইয়ের এই রেকর্ড গ্রেপ্তার এর মাধ্যমে জানা যাচ্ছে, প্রাণঘাতী অভিযান নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনা সত্ত্বেও ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতির বাস্তবায়ন থেমে নেই। বছরের প্রথম সাত মাসেই আইসিই ২ লাখ ৩৮ হাজারের বেশি মানুষকে ডিটেনশন ফ্যাসিলিটিতে পাঠিয়েছে।

ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বা আইসিই এখন বিমানবন্দরসহ বিভিন্ন স্থানে গ্রেপ্তার অভিযান জোরদার করছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অভিবাসী ও তাদের পরিবারের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগ, আতঙ্ক তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে যাদের ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস এখনো অনিশ্চিত।

যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন সুবিধা প্রদানে কঠোর যাচাই শুরু, উচ্চ ঝুঁকির দেশগুলোর আবেদন আরও কড়াভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে

পরিচয় ডেস্ক: ইউএসসিআইএস বা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থা জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী বিদেশি নাগরিকদের ইমিগ্রেশন -সংক্রান্ত সুবিধা প্রাপ্তির আবেদন যাচাই প্রক্রিয়া ও নিরাপত্তা পরীক্ষা আরও কঠোর করা হয়েছে। সংস্থাটির দাবি, আগের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় বড় ধরনের ঘাটতি ছিল, যার ফলে যথাযথ নিরাপত্তা যাচাই ছাড়াই কিছু আবেদন অনুমোদিত হয়েছিল।

ইউএসসিআইএসের প্রকাশিত সবশেষ তথ্যে বলা হয়েছে, এক্সিকিউটিভ অর্ডার ১৪১৬১ এবং সাম্প্রতিক দুটি প্রেসিডেন্সিয়াল প্রোক্লেমেশনের আওতায় নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত ৩৯টি দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। এসব দেশের অনেক আবেদন সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে পুনরায় যাচাই করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন বিষয়ক সুবিধা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, আশ্রয়, স্থায়ী বাসিন্দা, ডাইভার্সিটি ভিসা এবং অন্যান্য অভিবাসন সুবিধার আবেদন নতুন করে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে আবেদনকারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কার্যক্রম, আর্থিক তথ্য, বায়োমেট্রিক তথ্য, অপরাধমূলক রেকর্ড এবং অতিরিক্ত নিরাপত্তা তথ্য যাচাই করা হচ্ছে। প্রয়োজনে পুনরায় সাক্ষাৎকারও নেওয়া হচ্ছে।

ইউএসসিআইএস আরও জানায়, “অপারেশন প্যারিস” নামে একটি বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে শরণার্থী ও উচ্চ ঝুঁকির দেশের আবেদনকারীদের অতিরিক্ত ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই করা হচ্ছে। একই সঙ্গে পরিচয় নিশ্চিত করতে বায়োমেট্রিক যাচাই জোরদার করা হয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নতুন তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত করার ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে।

সংস্থাটির দাবি, নতুন এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো অভিবাসন ব্যবস্থায় জালিয়াতি রোধ, জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং শুধুমাত্র যোগ্য ও নিরাপত্তা যাচাইয়ে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদেরই অভিবাসন সুবিধা প্রদান করা।

তবে ইউএসসিআইএস জানিয়েছে, সব আবেদন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত নয়। যেসব আবেদন নিরাপত্তা যাচাই সম্পন্ন করেছে বা কম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, সেগুলো ধাপে ধাপে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া আবারও শুরু করা হচ্ছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের ভাষ্য, যুক্তরাষ্ট্রকে বিদেশি সন্ত্রাসবাদ, জালিয়াতি এবং জাতীয় নিরাপত্তার সম্ভাব্য হুমকি থেকে সুরক্ষিত রাখতেই এই কঠোর যাচাই-বাছাই কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

ডিপোর্টেশনের তথ্য গোপন, ২৪ জনের সঙ্গে নাগরিকত্ব হারাতে পারেন নিউ জার্সির এক ব্যক্তি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব পাওয়া ২৫ জনের বিরুদ্ধে নাগরিকত্ব বাতিলের উদ্যোগ নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। এঁদের মধ্যে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতও আছেন। উক্ত ২৫ জনের মধ্যে নিউ জার্সির এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি অতীতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডিপোর্টেড হওয়ার তথ্য গোপন রেখে প্রতারণার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও পাসপোর্ট অর্জন করেছেন। ফিঙ্গার প্রিন্ট ম্যাচ ও অন্যান্য যাচাই প্রক্রিয়ায় বিষয়টি সামনে আসার পর অভিবাসী মহলে নতুন করে উদ্বেগ, আলোচনা ও আতঙ্ক শুরু হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসের তথ্য অনুযায়ী, অভিযুক্ত ব্যক্তি ডোমিনিকান রিপাবলিকের নাগরিক। ২০১৩ সালে মাদক-সংক্রান্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। পরে তিনি ভিন্ন পরিচয় ব্যবহার করে আবার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন এবং আগের বহিষ্কারের তথ্য গোপন রেখে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও পাসপোর্ট সংগ্রহ করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের ফেডারেল প্রসিকিউটররা তার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে নাগরিকত্ব অর্জন এবং পাসপোর্ট জালিয়াতির অভিযোগে মামলা করেছেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বাতিল হওয়ার পাশাপাশি কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে পারেন। তবে আদালতের রায় না হওয়া পর্যন্ত তিনি আইনগতভাবে নির্দোষ হিসেবে বিবেচিত হবেন।

একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস আরও জানায়, বিভিন্ন স্টেটে মোট ২৫ জনের বিরুদ্ধে নাগরিকত্ব বাতিলের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এসব মামলার অভিযোগের মধ্যে রয়েছে অভিবাসন জালিয়াতি, নাগরিকত্ব আবেদনের সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করা, শিশু যৌন নির্যাতন, মাদক পাচার, স্বাস্থ্যসেবা জালিয়াতি ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধ।

জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জনের বিষয়টি লক্ষ্য করে নতুন নির্বাহী আদেশ জারি করেছেন প্রেসিডেন্ট

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত বৃহস্পতিবার ৬ আগস্ট জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের বিষয়টি লক্ষ্য করে নতুন নির্বাহী আদেশ জারি করেছেন।

যার লক্ষ্য হলো নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ সীমিত করা এবং বাণিজ্যিক 'বার্থ ট্যুরিজম' বা সন্তান জন্মদানের উদ্দেশ্যে বিদেশিদের ভ্রমণ ও অবস্থানের বিরুদ্ধে ফেডারেল কঠোর ব্যবস্থা জোরদার করা।

এছাড়া ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রেড়এবং ভবিষ্যতে সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলেড়নিযুক্ত কিছু বিদেশি কূটনীতিকের ঘরে জন্ম নেওয়া শিশুদের জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকারও বাতিল করতে চাইছেন।"

যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার বাতিলের লক্ষ্যে নেওয়া তাঁর আগের একটি নির্বাহী আদেশ সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করার পর,

যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া কিছু শিশুকে নাগরিকত্ব দেওয়া থেকে বিরত রাখার সর্বশেষ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আজ বৃহস্পতিবার ঐ দুটি নতুন নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন।

গত বৃহস্পতিবার ৬ আগস্ট ওভাল অফিসে আদেশে স্বাক্ষর করার সময় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

বলেন, এটি বহু বছর আগেই হওয়া উচিত ছিল, তবে আমরা এখন এর সুরাহা করছি,চ ওভাল অফিস থেকে ট্রাম্প এ কথা বলেন।

এ সময় তিনি দেড়শ বছরের পুরনো একটি নীতি বাতিলের বিষয়ে তাঁর আগের উদ্যোগ সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক খারিজ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা করেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন আমাদের দেশের উদারতার সুযোগ নিয়ে যেসব ক্ষতিকর বিদেশি পক্ষ আমেরিকান নাগরিকদের প্রতারিত করার চেষ্টা চালায়, তাদের সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলায় আমার প্রশাসন সতর্ক ও তৎপর রয়েছে।চ

যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়টি ছিল অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক; যদিও ব্যবধানটি ছিল সামান্য। তবে রায়টি ছিল খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তাই আমরা পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে কিছু পরিবর্তন আনছি।চ

গত বৃহস্পতিবার ৬ আগস্ট স্বাক্ষরিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী এমন শিশুদের স্বয়ংক্রিয় নাগরিকত্ব পাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে,

যাদের বাবা-মায়ের কেউই *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত আদালত শুনানিতে বাড়ছে অভিবাসীদের বহিষ্কারের আদেশ

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তাঁর প্রশাসনের যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন আইন এর কঠোর প্রয়োগ এর অংশ হিসেবে ইমিগ্রেশন আদালতের দ্রুত শুনানি প্রক্রিয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডিপোর্টেশন আদেশ প্রাপ্তদের সংখ্যা বাড়ছে।সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, আদালতের শুনানির সময় কমে যাওয়া এবং একসঙ্গে অনেক মামলা পরিচালনা ও আগের তুলনায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে অনেক অভিবাসী নির্ধারিত শুনানিতে উপস্থিত হতে অপারগ হচ্ছেন বলে ইমিগ্রেশন আইনজীবীদের সুত্রে জানা গেছে। । ফলে তাদের বিরুদ্ধে অনুপস্থিতির কারণে দ্রুত ডিপোটেশন বা বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হচ্ছে।

ট্রাম্প প্রশাসন দীর্ঘদিনের অভিবাসন আদালতের মামলার জট কমাতে আদালত কক্ষে শুনানির সংখ্যা বাড়িয়েছে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে অনেক আদালতে একেকজন বিচারকের সামনে একই দিনে কয়েক ডজন থেকে শতাধিক মামলা নির্ধারণ করা হচ্ছে। এসব শুনানিকে 'মেগা' মাস্টার হিয়ারিং বলা হচ্ছে।

তথ্য বিশ্লেষণকারী সংস্থা মোবাইল পাথওয়েজের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জুনে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে এক হাজার ৩০০টির বেশি এ ধরনের শুনানি হয়েছে। যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশি। একই সঙ্গে অনেক অভিবাসী তাদের মামলা প্রস্তুতির জন্য আগের তুলনায় অনেক কম সময় পাচ্ছেন।

আগে অনেক ক্ষেত্রে শুনানির প্রস্তুতির জন্য প্রায় ছয় মাস সময় পাওয়া গেলেও বর্তমানে অনেক অভিবাসী এক মাসের কিছু বেশি সময় পাচ্ছেন। এর ফলে অনেকে নির্ধারিত তারিখে আদালতে হাজির হতে পারছেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হচ্ছে।

মোবাইল পাথওয়েজের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রায় ২০ শতাংশ অভিবাসী আদালতের শুনানিতে *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

আমেরিকার সেনাদের পরিবারেও ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসনবিরোধী অভিযান, আটক ৫০ জনের বেশি

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন তাদের ব্যাপক অভিবাসনবিরোধী ও নির্বাসন (ডিপোর্টেশন) নীতির অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পরিবারকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে জানা গেছে , প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয় সামরিক সদস্যদের অন্তত ৫০ জন পিতা-মাতা এবং স্বামী বা স্ত্রীকে আটক করা হয়েছে। এদের মধ্যে অন্তত ছয়জনকে এরই মধ্যে নিজ দেশে ফেরত (ডিপোর্ট) পাঠানো হয়েছে। সরকারিভাবে এই ধরপাকড়ের কোনো নির্দিষ্ট হিসাব না থাকলেও, এপির মতে প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়েও অনেক বেশি হতে পারে। কয়েক দশক ধরে আমেরিকান সেনাদের পরিবারের সদস্যদের নির্বাসনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একটি দ্বিদলীয় ঐকমত্য ছিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে যখন এসব পরিবারের সদস্যরা নিজেদের আইনি বৈধতা পাওয়ার চেষ্টা করছেন, তখনই তাদের মাসের পর মাস আটকে রাখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন আমেরিকার সামরিক বাহিনীর প্রস্তুতি ও মনোবলকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। প্রিয়জনদের হারিয়ে অনেক সেনাসদস্য মানসিক সহায়তাহীন হয়ে পড়েছেন, সন্তানদের দেখাশোনার কেউ নেই, এমনকি অনেকের বদলি বা মোতায়েনও (ডিপ্লয়মেন্ট) পিছিয়ে যাচ্ছে। ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত

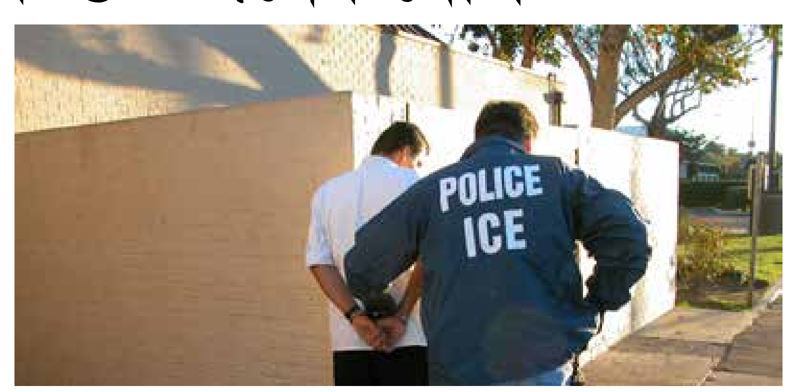

হৃদয়বিদারক। টেক্সাসের ফোর্ট ব্লিসে কর্মরত আর্মি সার্জেন্ট হেদার লিওনেল তুরসিওস জুয়ারেজের স্ত্রীকে গত জুলাই মাসে তাদের ছয় বছরের মেয়ের সামনেই আটক করা হয়। অন্যদিকে, এয়ার ফোর্স টেকনিক্যাল সার্জেন্ট ওয়েন্ডি গ্বেভের বাবাকে আইনি বৈধতা সংক্রান্ত একটি সাধারণ সাক্ষাৎকারের সময় আটক করে মেক্সিকোতে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। একই রকম পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন আর্মি স্টাফ সার্জেন্ট অ্যালেক্সিস জারামিলো। তার ব্রাজিলিয়ান স্ত্রীকে একটি সাধারণ অ্যাপয়েন্টমেন্ট থেকে আটক করার পর, তিনি এখন ছুটিতে থেকে একাই তার পাঁচ বছর বয়সী সৎ ছেলেকে দেখাশোনা করছেন। গত ২০২৫ সালের এপ্রিলে বাস্তবায়িত নতুন অভিবাসন নীতিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, কেবল সামরিক বাহিনীতে চাকরি করলেই অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের পরিণতি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (উঐঝ) জানিয়েছে, আমেরিকার সামরিক বাহিনীতে কাজের মূল্যায়ন তারা করলেও, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাউকে আইনি মর্যাদা দেয় না। অথচ, আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, সেনাবাহিনী এবং ন্যাশনাল গার্ডের মতো বাহিনীগুলো এখনো নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের অভিবাসন সুবিধা পাওয়ার বিষয়টি বিজ্ঞাপনে প্রচার করছে।

এই কঠোর নীতির কারণে খোদ সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যেই অপরাধবোধ ও হতাশা তৈরি হচ্ছে। ইউএস আর্মি স্পেশালিস্ট রোমেরো রালিওস, যিনি এর আগে মেক্সিকো সীমান্তে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তার নিজের বাবাকেই সম্প্রতি আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় চরম অনুতপ্ত রালিওস জানান, এটি হয়তো তার কর্মফল। যে বর্ডার প্যাট্রলে কাজ করে তিনি অন্য পরিবারগুলোকে ভেঙেছেন, আজ নিজের পরিবার ভাঙার পর সেই যন্ত্রণাই তিনি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

আমেরিকায় চাকরি হারালেই বিপদ! H1B-সহ বিদেশি কর্মীদের ৬০ দিনের সুযোগ বাতিলের ভাবনা

পরিচয় ডেস্ক: আমেরিকায় চাকরি হারালেই বিপদ! H1B-সহ বিদেশি কর্মীদের ৬০ দিনের সুযোগ বাতিলের ভাবনা। চাকরি হারানোর পর নতুন কাজ খোঁজার জন্য বিদেশি কর্মীদের যে ৬০ দিনের সময় দেওয়া হয়, তা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনা করছে মার্কিন সরকার। প্রস্তাবটি বর্তমানে হোয়াইট হাউসের Office of Management and Budget ev OMB-র পর্যালোচনায় রয়েছে। তবে এখনও এটি চূড়ান্ত নিয়মে পরিণত হয়নি।

আমেরিকায় কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের জন্য বড় পরিবর্তনের কথা ভাবছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন। চাকরি হারানোর পর নতুন কাজ খোঁজার জন্য বিদেশি কর্মীদের যে ৬০ দিনের সময় দেওয়া হয়, তা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনা করছে মার্কিন সরকার। প্রস্তাবটি বর্তমানে হোয়াইট হাউসের Office of Management and Budget বা OMB-র পর্যালোচনায় রয়েছে। তবে এখনও এটি চূড়ান্ত নিয়মে পরিণত হয়নি। এমনকী প্রস্তাবিত পরিবর্তনের সম্পূর্ণ বিবরণও প্রকাশ্যে আসেনি।

এই নিয়ম কার্যকর হলে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়তে পারে দক্ষ বিদেশি কর্মীদের উপর। বিশেষ করে H-1B ভিসাধারীদের ক্ষেত্রে তৈরি হতে পারে বড় অনিশ্চয়তা। কারণ, কোনও কর্মীর চাকরি চলে গেলে বর্তমানে তাঁকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নতুন চাকরি খোঁজা, ভিসার ধরন পরিবর্তন করা অথবা আমেরিকায় বৈধভাবে থাকার অন্য পথ খুঁজে নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ ৬০ দিন সময় দেওয়া হয়।

প্রস্তাবিত পরিবর্তন কার্যকর হলে সেই সুযোগ আর থাকবে না। অর্থাৎ, যে চাকরির ভিত্তিতে কোনও বিদেশি কর্মী আমেরিকায় থাকার অনুমতি পেয়েছেন, সেই চাকরি অনুমোদিত থাকার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই চলে গেলে তাঁকে দ্রুত নতুন ব্যবস্থা করতে হতে পারে। পরিস্থিতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মী এবং তাঁর উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের আমেরিকা ছাড়ার প্রয়োজনও হতে পারে।

তবে বিশেষ করে ভারতীয় H1B ভিসাধারী ভারতীয়দের টজন্য এই প্রস্তাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ H-1B দক্ষ কর্মী ভিসার সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগীদের মধ্যে ভারতীয়রা রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের Citizenship and Immigration Services বা USCIS-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ অর্থবর্ষে অনুমোদিত ঐ-১ই আবেদনের ৭১ শতাংশের সুবিধাভোগী ছিলেন ভারতে জন্মগ্রহণকারী নাগরিক। ফলে চাকরি হারানোর পর নতুন কাজ খোঁজার সময়সীমা কমে গেলে ভারতীয় পেশাদারদের উপর তার বড় প্রভাব পড়তে পারে।

বর্তমানে এই H-1B ভিসা নিয়ে আমেরিকায় তথ্যপ্রযুক্তি, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, গবেষণা এবং বিভিন্ন পেশাদার ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক বিদেশি যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করেন। ফলে অভিবাসন সংক্রান্ত নিয়মে বড় পরিবর্তন হলে ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তার সরাসরি প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমান ৬০ দিনের গ্রেস পিরিয়ডের নিয়মটি চালু হয়েছিল ২০১৭ সালে। উদ্দেশ্য ছিল, উচ্চ দক্ষতার বিদেশি কর্মীরা চাকরি হারালে যাতে হঠাৎ করে বৈধ অভিবাসন পরিস্থিতির বাইরে চলে না যান। এই সময়ের মধ্যে তাঁরা নতুন নিয়োগকর্তা খুঁজতে, প্রয়োজনীয় ভিসা সংক্রান্ত আবেদন করতে অথবা আমেরিকায় থাকার বিকল্প আইনি ব্যবস্থা নিতে পারেন।

এই সুবিধা শুধু ঐ-১ই কর্মীদের জন্য নয়। E-1, E-2, E-3, H-1B1, L-1, O-1 এবং ঞঘ-এর মতো একাধিক ভিসা শ্রেণির কর্মীরাও এর আওতায় পড়েন। তাঁদের নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রেও এই সুবিধা প্রযোজ্য।

নতুন প্রস্তাব কার্যকর হলে চাকরি হারানোর পর বিদেশি কর্মীদের হাতে থাকা বিকল্প অনেকটাই সীমিত হয়ে যেতে পারে। নতুন নিয়োগকর্তার কাছে যাওয়ার আগে অথবা অভিবাসন পরিস্থিতি পরিবর্তনের আবেদন করার আগে তাঁদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে মার্কিন Citizenship and Immigration Services বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করে হস্তক্ষেপ করতে পারে বলে প্রস্তাব সংক্রান্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে।

তবে এই মুহূর্তে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। প্রস্তাবটি এখনও OMB-র পর্যালোচনাধীন এবং পরবর্তী প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই জানা যাবে, আদৌ এই পরিবর্তন কার্যকর হবে কি না। কিন্তু নিয়মটি চূড়ান্ত হলে আমেরিকায় কর্মরত বাংলাদেশি, ভারতীয় H-1B-সহ বহু বিদেশি কর্মীর চাকরি হারানোর পর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বড় পরিবর্তন আসতে পারে। ফলে ওয়াশিংটনের এই প্রস্তাবের দিকে নজর রাখছেন আমেরিকায় কর্মরত বিভিন্ন দেশের পেশাজীবী এবং তাঁদের পরিবার।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি
- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

info@basharlaw.com
OPEN 6 Days (M-S) +1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ইমিগ্রেশন আইন কার্যকর অভিযান জোরদার

জর্জিয়ার আটলান্টায় ১,২০০-এর বেশি অভিবাসী গ্রেপ্তার

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ইমিগ্রেশন আইন কার্যকর অভিযান জোরদার করার চলমান প্রক্রিয়ায় জর্জিয়া স্টেটের আটলান্টা এলাকায় পরিচালিত একটি বড় অভিবাসন অভিযানে ১ হাজার ২০০-এর বেশি অবৈধ অভিবাসীকে আটক করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টবা আইসিই। যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ (ডিএইচএস) জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ৭২০ জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের অভিযোগ রয়েছে অথবা তারা আগে দণ্ডিত হয়েছেন।

ডিএইচএসের তথ্য অনুযায়ী, অপারেশন সেফ কমিউনিটি, আটলান্টাচ নামে পরিচালিত এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবৈধ অভিবাসীদের শনাক্ত ও আটক করা।

আইসিইর এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড রিমুভাল অপারেশন্স বিভাগের নির্বাহী সহযোগী পরিচালক মার্কোস চার্লস ফক্স নিউজের ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস অনুষ্ঠানে বলেন, অভিযানে আটক হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে যৌন অপরাধ, হামলা, পারিবারিক সহিংসতা, মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোসহ বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত বা দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি রয়েছেন।

তার ভাষায়, আমরা জর্জিয়ার আটলান্টা এলাকায় ১ হাজার ২০০-এর বেশি অবৈধ অভিবাসীকে আটক করেছি। তাদের অর্ধেকেরও বেশি ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধমূলক রেকর্ড রয়েছে।

চার্লস আরও বলেন, এদের মধ্যে যৌন অপরাধ, হামলা, পারিবারিক সহিংসতা এবং মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর মতো অপরাধ রয়েছে। তারা শুধু অপরাধের সঙ্গেই জড়িত নন, একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থান করছিলেন।চ

ডিএইচএস আরও জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে একজন মেক্সিকান নাগরিক রয়েছেন, যিনি অন্তত ৫০০ গ্রাম মেথামফেটামিন বিতরণের ষড়যন্ত্রে দণ্ডপ্রাপ্ত ছিলেন। এছাড়া মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগও ছিল তার বিরুদ্ধে।আরেকজন এল সালভাদরের নাগরিকের বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতা, শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ, বিশৃঙ্খল আচরণ এবং মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ড থাকলেই নিশ্চিন্ত নন, যে ৭ ভুলে ঝুঁকিতে পড়তে পারেন স্থায়ী বাসিন্দারা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ড পাওয়া মানেই স্থায়ীভাবে নিশ্চিন্ত জীবন, এমন ধারণা অনেকের মধ্যে রয়েছে এবং তা স্বাভাবিক ছিল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত । তবে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সংস্থা (USCIS) পরিচালিত ইমিগ্রেশন বিধি অনুযায়ী, কিছু ভুল বা নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে স্থায়ী বাসিন্দার (Permanent Resident) মর্যাদা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

ইমিগ্রেশন-সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ম মেনে চলা, সঠিকভাবে কর পরিশোধ এবং আইন অনুসরণ করা গ্রিন কার্ডধারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

নিচে এমন সাতটি বিষয় তুলে ধরা হলো, যেগুলো সম্পর্কে গ্রিন কার্ডধারীদের সচেতন থাকা প্রয়োজন।

১. দীর্ঘ সময় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকা

গ্রিন কার্ডধারীরা দীর্ঘ সময় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করলে তাদের স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের অভিপ্রায় নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। একটানা ছয় মাসের (১৮০ দিন) বেশি বিদেশে থাকলে যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার সময় অতিরিক্ত প্রশ্ন ও যাচাইয়ের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এক বছরের বেশি সময় বাইরে থাকার পরিকল্পনা থাকলে আগে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

WWW.MOINLAW.COM
LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট
• কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
• স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল
• হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
• লেড পয়জনিং
• IMMIGRATION
(Consultation fee applies)
ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

ড. ইউনূসকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান করার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন সেনাপ্রধান ওয়াকার? কী ছিল কারণ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রাক্তন আইন উপদেষ্টা জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের ৬ অগস্ট সকালে ঢাকায় সেনার সদর দফতরে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন সেনা প্রধান ওয়াকার। জানিয়েছিলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান কে হবেন, সেই নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানের পদে মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রথমে মানতে চাননি সে দেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। সংবাদমাধ্যম প্রথম আলোকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করলেন ইউনূস সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তাঁর কথায়, দু'টি কারণ দেখিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন ওয়াকার। কিন্তু আন্দোলনকারী ছাত্রেরা অনড় থাকায় শেষপর্যন্ত তাঁকে রাজি হতে হয় বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন, বিচার এবং জাতীয় সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ।

গত ২০২৪ সালের ৫ অগস্ট পড়ুয়াদের আন্দোলনের চাপে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের অনেকেই ছিলেন আসিফের ছাত্র। ওই ঘটনার পরে বাংলাদেশের সেনা এবং আন্দোলনকারী ছাত্রদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক। প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুসারে, ৬ অগস্ট বঙ্গভবনে অন্তর্বর্তী সরকার নিয়ে বৈঠক, নোবেলজয়ী ইউনূসকে সেই সরকারের প্রধান পদে বসানো থেকে উপদেষ্টাদের তালিকা তৈরিড় অনেক ঘটনারই সাক্ষী ছিলেন আসিফ। সেই তিনিই সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন, ইউনূসকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানের পদে বসানো নিয়ে আপত্তি করেছিলেন সেনাপ্রধান।

আসিফ জানান, ৫ অগস্ট আন্দোলনকারী ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে ইউনূসকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান করার প্রস্তাব দেন ছাত্রেরা। তিনি বলেন, ''সরকার গঠনের প্রসঙ্গটা তারা তুলল। নাহিদ ইসলাম (অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন) বলল, ...স্যার, আমাদের যে অন্তর্বর্তিকালীন সরকার হবে, এই সরকারের প্রধান কে হবেন? আমি সালেহউদ্দিন আহমেদ স্যার আর ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ স্যারের (যথাক্রমে বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদড় দু'জনেই পরে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা) কথা বললাম। তখন নাহিদ বলল, স্যার, ইউনূস স্যার হলে কেমন হয়? '' আসিফ জানান, তিনি সে সময় বলেছিলেন, পড়ুয়াদের প্রস্তাবে ইউনূস রাজি হবেন না। ছাত্রনেতারা তাঁকে জানান, ইউনূসের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা হয়েছে তাঁদের। তিনি রাজি হয়েছেন।

আসিফ জানিয়েছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান কে হবেন, তা নিয়ে কথা বলার জন্য ৬ অগস্ট সকালে ঢাকায় বাংলাদেশ সেনার সদর দফতরে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন সেনা প্রধান ওয়াকার। তিনি ওয়াকারকে বলেন, ''ছাত্রদের সিদ্ধান্ত ইউনূস স্যার হবেন, আমি মনে করি এটাই সবচেয়ে ভাল পছন্দ।'' আসিফ *বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়*

নিরাপত্তার পেলে দেশে ফিরে আদালতে দাঁড়াতে ও খেলতে আমি প্রস্তুত - শ্রীলঙ্কা থেকে টেলিফোনে রয়টার্সকে সাকিব আল হাসান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক ও অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান বলেছেন, সরকার যদি তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়, তাহলে তিনি দেশে ফিরে আদালতে বিচার মোকাবিলা করতে এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিদায়ী সিরিজ খেলতে প্রস্তুত।

রয়টার্সকে শ্রীলঙ্কা থেকে টেলিফোনে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সাকিব বলেন, 'সরকার যদি আমাকে এই ছাড়পত্র দেয় যে আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে, তাহলে আমি দেশে ফিরতে, আদালতে বিচার মোকাবিলা করতে এবং যা যা করার প্রয়োজন, সবই করতে প্রস্তুত। আমি জানি, আমি কোনো অন্যায় করিনি।'

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে দেশ ছেড়ে পালানো সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসান। ২০২৪ সালের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন তিনি। বর্তমানে তার বয়স ৩৯ বছর। তিনি এখনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেননি এবং দেশে বিদায়ী সিরিজ খেলে ক্যারিয়ারের ইতি টানার আশা প্রকাশ করেছেন।

বুধবার নয়াদিল্লিতে শেখ হাসিনার সঙ্গে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেয়ার পর বাংলাদেশে তার খালি বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে সাকিব বলেন, ওই সংবাদ সম্মেলনে তিনি শুধু শান্তি ও বাংলাদেশের উন্নয়নের কথাই বলেছেন এবং এ নিয়ে তার কোনো অনুশোচনা নেই।

সাকিব জানান, ২০২৪ সালের শেষ দিকে একবার তিনি সরকারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাস পেয়ে দেশে ফেরার উদ্দেশ্যে বিমানে উঠেছিলেন। বিমানবন্দরের লাউঞ্জ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে নিজের যাত্রার বিষয়টি নিশ্চিতও করেছিলেন। কিন্তু যাত্রাপথে তাকে ফিরে যেতে বলা হয়। পরে তিনি দুবাইয়ে নেমে আবার নিউইয়র্কে ফিরে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ক্রিকেটার সাকিবের বাড়িতে হামলার পর সাবেক শিক্ষামন্ত্রীর বাড়িতে আগুন

পরিচয় ডেস্ক: গত ২০২৪ এর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর চট্টগ্রামের বাসায় আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে□

গত বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) দিবাগত রাত ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলো□

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র প্রয়াত এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর বড় ছেলে মহিবুল হাসান চৌধুরীর পাঁচলাইশ থানার চশমা হিল এলাকার যে বাড়িতে আগুন দেয়া হয়, গত দুই বছর ধরে সেখানে মহিবুলের পরিবারের কেউ থাকেন না□ পুলিশ জানায়, ছয় থেকে সাতজন মাস্কধারী ব্যক্তি রাতে আশপাশের জিনিসপত্র জড়ো করে ভবনটির দ্বিতীয় তলার বারান্দায় আগুন দেয়□ সেখানে একটি পটকাও ফাটানো হয়□ পটকা ফাটানোর শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে জড়ো হলে ওই ব্যক্তিরা চলে যান□ পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন নেভানো হয়□

এ ঘটনার বিভিন্ন ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে□ তাতে দেখা যায়, ছয়জন ব্যক্তি মাস্ক পরে ভবনের সামনে অবস্থান করছেন□ ছয়জনের মধ্যে একজনের হাতে একটি বস্তা ছিল। আরেকটি ছবিতে এক ব্যক্তিকে দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আরেকটি ছবিতে দেখা যায়, ভবনের বেলকনিতে আগুন জ্বলছে। এসব ছবি ফেসবুকে শেয়ার করেছেন মহিউদ্দিন চৌধুরীর ছেলে এবং মহিবুল হাসানের ভাই বোরহানুল হাসান।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গত ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিল্লিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মহিবুল হাসানও অংশ নিয়েছিলেন। ফেসবুক আইডিতে সেই ভিডিও শেয়ার করেছেন তিনি । ওই ঘটনার জেরে বাড়িটিতে আগুন দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয়দের অনেকের ধারণা। তারা বলেন, দুই বছর ধরে ভবনটিতে মহিবুলের পরিবারের কেউ *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি)-র মহাপরিচালক হলেন কাজী জেসিন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) মহাপরিচালক (গ্রেড-১) পদে এক বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন সাংবাদিক কাজী জেসিন।গত বুধবার (৬ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ-সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জারি করা এই প্রজ্ঞাপনে সই করেছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. গোলাম রব্বানী।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে,ওবাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১-এর ধারা ১১(১) অনুযায়ী কাজী জেসিনকে অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে এই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

তিনি তার যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী এক বছরের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

দিল্লির সংবাদ সম্মেলনে প্রচারিত অডিও বার্তায় ইউনূসকে তীব্র আক্রমণ শেখ হাসিনার

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সাবেক অন্তর্বতীকালীন সরকার প্রধান ড. ইউনূসকে বার বার ‘খুনি ফ্যাসিস্ট’, ‘মহাজন’, ‘অর্থপাচারকারী’ ও ‘ক্ষমতালোভী বিশ্বাসঘাতক’ আখ্যায়িত করে তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারানো সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গত চব্বিশের অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারানোর পর ভারতে নির্বাসিত জীবনকালে গত ৫ আগস্ট বুধবার ভার্চুয়ালি প্রদত্ত বক্তৃতায় বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ‘অবৈধ ও সহিংস’ শাসন পরিচালনার অভিযোগ এনে হাসিনা বলেছেন, ইউনূসের নেতৃত্বে দেশ ‘ভয়, নৈরাজ্য ও গণতন্ত্রের নির্বাসনের এক যুগে’ প্রবেশ করেছে।

বাংলাদেশে আন্দোলন দমাতে ১,৪০০ মানুষকে ‘হত্যার নির্দেশ’ দেওয়ার অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনাকে ‘দুর্নীতিগ্রস্ত ফ্যাসিস্ট স্বৈরশাসক’ বলে থাকেন তার বিরোধীরা।

সেই হাসিনাই তার বক্তব্যে ইউনূসকে বার বার ‘খুনি ফ্যাসিস্ট’, ‘মহাজন’, ‘অর্থপাচারকারী’ ও ‘ক্ষমতালোভী বিশ্বাসঘাতক’ আখ্যায়িত করে তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন।

দিল্লির ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে অডিও বার্তার মাধ্যমে এই বক্তব্য দেন শেখ হাসিনা, যিনি বাংলাদেশের আদালতের দৃষ্টিতে একজন ‘পলাতক ফাঁসির আসামি’।

বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ‘সার্বভৌমত্ব ও সংবিধানের’ অস্তিত্বের সংকট হিসেবে বর্ণনা করে তিনি তার সমর্থকদের উদ্দেশে “বিদেশি স্বার্থে পরিচালিত পুতুল সরকারকে উৎখাতের” আহ্বান জানান। এনডিটিভি লিখেছে, ‘সেইভ ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ’ শিরোনামের এই সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক একাধিক মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের দেখা যায়।

শেখ হাসিনা সেখানে সরাসরি উপস্থিত ছিলেন না। অনেকের আলোচনার মধ্যে তার ওই অডিও বার্তা সংবাদ সম্মেলনে প্রচার করা হয়। উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতারা সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যের শুরুতেই বলেন, “বাংলাদেশ আজ এক গভীর খাঁদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে।”

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে শেখ হাসিনা বর্ণনা করেন ‘এক বিশাল কারাগার, এক মৃত্যুকূপ, এক মৃত্যুপুরী’ হিসেবে। ঠিক একই অভিযোগ তার শাসনামলে বিএনপি নেতারা করতেন।

উগ্রপন্থি শক্তি ও বিদেশি শক্তি দেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে” বলেও অভিযোগ করেন সবচেয়ে বেশি সময় বাংলাদেশ

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের জনগণের সেন্টিমেন্টের বিষয়ে ভারতকে আরও সংবেদনশীল হতে হবে

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণের অনুভূতি ও সংবেদনশীলতার বিষয়ে ভারতকে আরও বেশি সংবেদনশীল হতে হবে।

তিনি বলেন, “ভারতের মাটিতে অবস্থানরত শেখ হাসিনাসহ সাজাপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগ নেতারা যদি ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকেন এবং ভারত সরকার তা বন্ধ না করে, তাহলে তা বাংলাদেশের জনগণের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে”

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। সম্প্রতি ভারতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনাসহ সাজাপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগ নেতারা নিজেদের দোষ অস্বীকার করার পাশাপাশি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য এবং বাংলাদেশকে “জঙ্গি রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করছে” এমন প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে সরকার ইতোমধ্যে কূটনৈতিক ভাষায় তার অবস্থান পরিষ্কার করেছে।

তিনি বলেন, “আপনারা আমাদের বিবৃতি দেখেছেন। বিবৃতিতে ডিপ্লোম্যাটিক ভাষায় যতটুকু একটি দেশকে বোঝানো যায়, সেটা আমরা বলেছি। এর

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

দিল্লিতে প্রেস কনফারেন্সে শেখ হাসিনার দেয়া বক্তব্যে সমর্থন নেই ভারতের

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল

পরিচয় ডেস্ক: গত ৫ বুধবার আগস্ট নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এক প্রেস কনফারেন্সে বাংলাদেশে মানবতাবিরোধী অপরাধে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি ও দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া বক্তব্যে ভারতের সমর্থন নেই বলে জানিয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। গত শুক্রবার (৭ আগস্ট) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ৫ আগস্টের ওই সংবাদ সম্মেলন বা ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানটি একটি বেসরকারি মাধ্যম

বা সংস্থার উদ্যোগ। বিশেষ করে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের বিষয়ে ওই অনুষ্ঠানে যেসব বক্তব্য দেয়া হয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো সম্পৃক্ততা বা সমর্থন নেই।

ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহর কমান্ডার, সামুদ্রিক নিরাপত্তা সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের কমান্ডার অ্যাডমিরাল স্টিভ কোহলার গত ৪ আগস্ট থেকে ৬ আগস্ট পর্যন্ত ঢাকা সফর করেছেন। সফরকালে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা এ কে এম শামছুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নৌপ্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল খন্দকার মিসবাহ উল আজীমের সঙ্গে সামুদ্রিক নিরাপত্তা সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত মুখপাত্র মারা বার্ড

এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়, অ্যাডমিরাল কোহলার ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়া বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শিখা অনির্বাণ পরিদর্শন করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা লালবাগ কেল্লাও পরিদর্শন করেন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, অ্যাডমিরাল কোহলারের এ সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘদিনের নিরাপত্তা সহযোগিতা আরও গভীর হয়েছে।

বিদেশ থেকে চিৎকার করলেও গুরুত্ব দিচ্ছি না: বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ

পরিচয় ডেস্ক: বিদেশ থেকে চিৎকার করলেও গুরুত্ব দিচ্ছি না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, তারা বিদেশ থেকে মাঝেমধ্যে উঁকিঝুঁকি দিতে পারে, চিৎকার-চেঁচামেচি করতে পারে। তবে আমরা এসবকে আর গুরুত্ব দিচ্ছি না বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শুক্রবার (৭ আগস্ট) দুপুরে কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, কিসের হাসিনা? কোথায় বক্তব্য দিয়েছে? তার চেহারা কি দেখা গেছে?

সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে কী আছে, কেন এই সময়ে স্বাক্ষর হলো

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের আগ্রাসনকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির মধ্যে সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্ক একটি যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

'মক্কা যৌথ প্রতিরোধ চুক্তি' নামে পরিচিত এই চুক্তি গতকাল শুক্রবার সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মক্কায় স্বাক্ষরিত হয়। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান, সৌদির যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এতে স্বাক্ষর করেন।

অংশীদারেরা যৌথভাবে জানিয়েছে, তিনটি দেশের যেকোনো একটির ওপর সশস্ত্র হামলা হলে তা সবার ওপর আক্রমণ হিসেবে গণ্য করা হবে। এই শর্ত জুড়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যেকোনো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আলাদা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, স্বাক্ষরিত এই যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিটি 'তিনটি দেশের মধ্যকার দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্বের স্থায়ী বন্ধন ও ইসলামি সংহতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত'। এই চুক্তি তাদের পারস্পরিক কৌশলগত স্বার্থ ও দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে আরও জোরদার করবে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, চুক্তিটি এক নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের লক্ষ্যে নিজেদের যৌথ নিরাপত্তা আরও মজবুত করতে এবং মধ্যপ্রাচ্য এবং এই অঞ্চলের বাইরে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা জোরদার করতে তিন দেশের পারস্পরিক অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করছে।

পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে সঙ্গে নিয়ে সৌদি আরবে পৌঁছান। সেখানে পবিত্র মক্কায় ওমরাহ পালনের পরদিনই চুক্তিটি সামনে এল।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

কলম্বিয়ার ট্রাম্প-সমর্থিত নতুন প্রেসিডেন্ট এসপ্রিয়েলা শপথ নিলেন

পরিচয় ডেস্ক: কলম্বিয়ার নতুন ডানপন্থী প্রেসিডেন্ট আবেলার্দো দে লা এসপ্রিয়েলা গতকাল শুক্রবার শপথ গ্রহণ করেছেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি মাদক পাচারের বিরুদ্ধে জোরালো অভিযান চালানোর অঙ্গীকার এবং অর্থনীতির প্রতি আস্থা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে মিতব্যয়ী আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৪৮ বছর বয়সী আবেলার্দো দে লা এসপ্রিয়েলা গত জুন মাসের রানঅফ নির্বাচনে বিজয়ী হন। নির্বাচনী প্রচারের সময় তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

গাজা নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ১৫ দফা পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর

পরিচয় ডেস্ক: ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেছেন, হামাসকে 'বাস্তবিক অর্থে নিরস্ত্র' না করা পর্যন্ত ইসরায়েল গাজা থেকে কোনোভাবেই সেনা প্রত্যাহার করবে না।

গত মাসে ট্রাম্পের 'বোর্ড অব পিস' জানিয়েছিল, তারা হামাস ও গাজার অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে 'সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ' করার বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে।

তবে হামাস জানিয়েছে, তাদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণের বিষয়টি ইসরায়েল কর্তৃক 'সব ধরনের আগ্রাসন' বন্ধ এবং গাজা থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ওপর নির্ভরশীল।

গত শনিবার ৮ আগস্ট মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেতানিয়াহু বলেন, 'ইসরায়েল ১৫ দফা নথিটি প্রত্যাখ্যান করছে।'

তবে গাজা নিয়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। গত সপ্তাহেও তিনি একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন।

আগামী ২৭ অক্টোবর ইসরায়েলে পরবর্তী নির্বাচন হওয়ার কথা। ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টায় থাকা নেতানিয়াহু দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপের মধ্যেও রয়েছেন।

গত মাসে চুক্তি বিষয়ে ট্রাম্প বলেছিলেন, হামাসের নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসরায়েলি বাহিনী গাজা থেকে সরে যাবে।

নেতানিয়াহুর বক্তব্যের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে হোয়াইট হাউজ কোনো মন্তব্য করেনি।

ট্রাম্পের ১৫ দফা পরিকল্পনা নাকচ হামাস নিরস্ত্র না হওয়া পর্যন্ত গাজা ছাড়বে না ইসরায়েল

পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু রোববার এক বক্তব্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা নিয়ে ১৫ দফা পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যানের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, হামাস অস্ত্র সমর্পণ না করা পর্যন্ত গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে না।

আগামী ২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার মরিয়া চেষ্টা করছেন নেতানিয়াহু। এ কারণে তিনি এখন নির্বাচনি প্রচারের প্রস্তুতিতে রয়েছেন। তবে নেতানিয়াহু এখন মোটেও *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

চীনে বিদেশিদের চাকরি পাওয়া গেলেও ওয়ার্ক ভিসা কেন এখনো কঠিন

পরিচয় ডেস্ক:চীনের দ্রুত সম্প্রসারিত অর্থনীতি ও বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় দেশটির বাড়তে থাকা ভূমিকা বিদেশি তরুণ পেশাজীবীদের আকৃষ্ট করছে। তবে চীনে চাকরি পাওয়া অনেকের জন্য শেষ ধাপ নয়। নিয়োগদাতার স্পনসরশিপ, যোগ্যতা যাচাই, পয়েন্টভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস এবং বিপুল নথিপত্রের কারণে বৈধভাবে কাজের অনুমতি বা ওয়ার্ক ভিসা পাওয়া এখনও অনেক বিদেশির জন্য জটিল প্রক্রিয়া।

স্পেনের বার্সেলোনার অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী আইতরের অভিজ্ঞতাতেও বিষয়টি স্পষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় চীনে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তিনি সাংহাইয়ে মাস্টার্স করেন এবং পরে একটি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানে চাকরি পান। কিন্তু চাকরি পাওয়ার পর তাঁর সামনে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় ওয়ার্ক ভিসা।

চীনে বিদেশি গ্র্যাজুয়েটদের চাকরির বাজারে প্রবেশও সহজ নয়। স্থানীয় বিপুলসংখ্যক যোগ্য প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। অনেক প্রতিষ্ঠান বিদেশিদের আবেদনও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে না। আইতরের চীনা ॥॥ *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan.
Anthem.
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

‘কোণঠাসা’ ইনফান্তিনো, চেষ্টা করছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমর্থন পাওয়ার

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্ব ৪২০ কোটি ডলারে বিক্রির মেগা প্রস্তাব বাতিল করার পরও তীব্র সমালোচনা আর বিরোধিতার মুখে আছেন জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ভেতরে-বাইরে থেকে ক্রমবর্ধমান চাপের কারণে নিজেকে ‘কোণঠাসা’ মনে করছেন বর্তমান ফিফা সভাপতি। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের রাজনৈতিক সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউ ইয়র্ক পোস্টের এক প্রতিবেদনে সোমবার এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

বিষয়টি সম্পর্কে অবগত সূত্রের বরাত দিয়ে নিউ ইয়র্ক পোস্ট জানিয়েছে, গত শুক্রবারে ওই প্রস্তাব ভেস্তে যাওয়ার পর থেকে ইনফান্তিনো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে কয়েকবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। ২০১৬ সাল থেকে ফিফা প্রধানের দায়িত্বে থাকা এই সুইস-ইতালিয়ান নাগরিক মনে করছেন, সংবাদমাধ্যমের ব্যাপক নেতিবাচক প্রচারণায় তিনি এখন পুরোপুরি ‘কোণঠাসা’। তবে এই বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ফিফা কোনো মন্তব্য করেনি।

ফিফার বাণিজ্যিক সম্পদ একটি নতুন সহযোগী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রির

উদ্যোগ ভেস্তে যাওয়ার পর থেকেই ইনফান্তিনোর ওপর চাপ বাড়ছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ‘ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ’ (এফএফই) নামের একটি বাণিজ্যিক অঙ্গপ্রতিষ্ঠান গঠনের কথা ছিল। বিশ্বকাপসহ ফিফা আয়োজিত বিশ্ব ফুটবলের বড় ইভেন্টগুলো পরিচালনার জন্য যার বাজারমূল্য ধরা হয়েছিল প্রায় ২০০০ কোটি ডলার। এই প্রতিষ্ঠানের ২০ শতাংশ (প্রায় ৪২০ কোটি ডলার) শেয়ার বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করাই ছিল ইনফান্তিনো ও ফিফার মূল লক্ষ্য। তবে বিভিন্ন অংশীদারের তীব্র বিরোধিতার মুখে শেষ পর্যন্ত পিছু হঠতে বাধ্য হয় ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি।

এই উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায় ফিফা সভাপতি হিসেবে ইনফান্তিনোর ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চয়তার মুখে। আগামী ২০২৭ থেকে ২০৩১ মেয়াদের জন্য এই পদে তার পুনর্নির্বাচিত হওয়ার লক্ষ্যে লেগেছে জোর ধাক্কা। উয়েফা, কনকাকাফ ও এএফসির মতো মহাদেশীয় ফুটবল সংস্থাগুলো যেমন তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তেমনি ফিফার ভেতরেও আস্থার সংকটে পড়েছেন তিনি।

ট্রাম্প ও ইনফান্তিনোর মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বেশ পুরোনো। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় যৌথভাবে আয়োজিত ২০২৬ বিশ্বকাপসহ একাধিক বড় ফুটবল আসরে *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

ফুটবল ক্যাপিটালিজম

৯০ মিনিটের খেলা যখন বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা

মো. আব্বাস: এক সময় ফুটবলকে বলা হতো ‘গরিব মানুষের খেলা’। একটি বল, একটি খোলা মাঠ আর কয়েকজন খেলোয়াড় থাকলেই খেলা শুরু হয়ে যেত। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসে সেই ফুটবলই বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিনোদন শিল্পগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে। আজ ফুটবল শুধু একটি খেলা নয়; এটি একটি বৈশ্বিক অর্থনীতি, যেখানে আবেগ, বিনোদন, ব্যবসা এবং পুঁজির স্বার্থ একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।

বিশ্বকাপ, মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নশিপ কিংবা বড় ক্লাব টুর্নামেন্টগুলোকে যদি আমরা শুধু *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

‘মেসি পুরো ম্যাচে ক্রীড়াসুলভ ছিল,’ বললেন বিশ্বকাপ ফাইনালের রেফারি

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বকাপ ফাইনালের পর লিওনেল মেসিকে নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা চলেছে। তবে আর্জেন্টাইন অধিনায়কের দারুণ প্রশংসা করেছেন সেই ম্যাচ পরিচালনা করা রেফারি স্লাভকো ভিনচিচ। সদ্য অবসর নেওয়া এই স্লোভেনিয়ান রেফারি জানিয়েছেন, মাঠে মেসির সঙ্গে তার একাধিকবার কথা হলেও সেই আলাপ গোপনই রাখতে চান। তবে একটি বিষয় তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, ম্যাচজুড়ে সম্মানজনক আচরণ করেছেন মেসি এবং ছিলেন অত্যন্ত ক্রীড়াসুলভও।

২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের কাছে অতিরিক্ত সময়ে ১-০ গোলে হেরে শিরোপা হারায় আর্জেন্টিনা। ম্যাচ চলাকালে টেলিভিশনের ক্যামেরায় বারবার ধরা পড়ে মেসি ও ভিনচিচের কথোপকথন। সেই দৃশ্য নিয়েই পরে শুরু হয় নানা জল্পনা। অনেকেই জানতে চেয়েছিলেন, মাঠে দুজনের মধ্যে কী কথা হয়েছিল।

স্লোভেনিয়ার সংবাদমাধ্যম স্পোর্ট-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভিনচিচ বলেন, ‘সেই কথোপকথন আমি মাঠেই রেখে দিতে চাই। তবে এটুকু বলতে পারি, মেসি পুরো ম্যাচে অত্যন্ত ক্রীড়াসুলভ আচরণ করেছে।’

ফাইনালে আর্জেন্টিনার আক্রমণাত্মক ফুটবল নিয়েও সমালোচনা হয়েছিল। বিশেষ করে অতিরিক্ত সময়ে ফেরান তোরেসের জয়সূচক গোলের পর ম্যাচের উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। এর মধ্যে একটি ঘটনায় মেসিকে স্পেনের ডিফেন্ডার মার্ক কুকুরেয়াকে লাল কার্ড দেখানোর জন্য রেফারিকে ইঙ্গিত দিতে দেখা যায়। অভিযোগ ছিল, কুকুরেয়া কথা বলার সময়

মুখ ঢেকে রেখেছিলেন। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে একই ধরনের ঘটনায় প্যারাগুয়ের মিগেল আলমিরোন লাল কার্ড দেখেছিলেন বলেই বিষয়টি আলোচনায় আসে।

তবে এসব বিতর্ককে গুরুত্ব দিতে রাজি নন ভিনচিচ। তার দাবি, পুরো ম্যাচে মেসির আচরণ ছিল উদাহরণযোগ্য এবং তিনি কোনো ধরনের অসৌজন্যমূলক আচরণ করেননি।

বিশ্বকাপ ফাইনালের দায়িত্ব পাওয়ার অনুভূতিও ভাগ করে নিয়েছেন সদ্য অবসর নেওয়া এই রেফারি। তিনি বলেন, প্রথমে কিছুটা বিস্মিত হলেও পরে এটি তার জীবনের সবচেয়ে গর্বের মুহূর্তগুলোর একটি হয়ে ওঠে।

ভিনচিচের ভাষায়, ‘শুরুতে আমি অবাক হয়েছিলাম। পরে ভীষণ গর্ব অনুভব করেছি। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া আসরে নিজের দেশ স্লোভেনিয়াকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাওয়া সত্যিই বিশেষ কিছু। আমাদের ফুটবল ফেডারেশন এবং রেফারিং সংস্থার জন্যও এটি ছিল গর্বের মুহূর্ত।’

তিনি আরও বলেন, একজন রেফারির পুরো ক্যারিয়ারের মূল্যায়ন অনেক সময় একটি ম্যাচেই হয়ে যায়। তাই বিশ্বকাপ ফাইনাল পরিচালনার দায়িত্ব ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

নিজের সহকারী রেফারি তোমাজ ক্লানচনিক ও আন্দ্রাজ কোভাচিচের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন ভিনচিচ। দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করার ফলে তাদের মধ্যে দারুণ বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল বলেই মনে করেন তিনি।

‘আমরা বছরের পর বছর একসঙ্গে কাজ করেছি। একজন *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

JACKSON HEIGHTS ELAKABASHI JHE SINCE: 2003

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস

রক্তদান কর্মসূচী
গাছের চারা বিতরণ

১০০০ জায়নামাজ বিতরণ

২০০০ ম্যাংগো জুস বিতরণ (হাতে তৈরি)

১৫ আগস্ট ২০২৬, শনিবার

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়

দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ

সভাপতি
সাকিল মিয়া

আহ্বায়ক
মীর নিজামুল হক

সদস্য সচিব
মামুন মিয়াজী

সাধারণ সম্পাদক
মো. আলম নমি

যুগ্ম আহ্বায়ক: মিয়া মোঃ দুলাল, আলমগীর হোসেন, আব্দুল মালেক ও আব্দুল হামিদ

পরিচালনায়: শাহ নেওয়াজ

যুগ্ম সদস্য সচিব: ডিউক খান ও মোঃ মাহবুব রহমান

তত্ত্বাবধানে: শাহ জে. চৌধুরী প্রধান সমন্বয়কারী: বিপ্লব সাহা, ময়নুজ্জামান চৌধুরী প্রধান পৃষ্ঠপোষক: এম এ আজিজ, আসেফ বারী টুটুল

চেয়ারম্যান: মোঃ রেদওয়ান হক, কো-চেয়ারম্যান: সাখাওয়াত বিশ্বাস, জেড আর চৌধুরী (লিটু)ও মফিজুর রহমান

পৃষ্ঠপোষক: মইনুল ইসলাম, এটর্নি মঈন চৌধুরী, আশরাফ চৌধুরী খোকন, মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল, ফাহাদ সোলায়মান, নুরুল আজিম ও তারেক হাসান খান

সহযোগিতায়: গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার, এন ওয়াই হোম কেয়ার, অল কাউন্টি হোম কেয়ার, বারী হোম কেয়ার, শেখ নোমান পলাশ, কেয়ারিং ফ্রেন্ড ডিরেক্ট, এটারনাল কেয়ার সার্ভিস, ডেরা রেস্টুরেন্ট, মেসবাহ আবেদীন, শেখর কৃষ্ণ, ডা. ফেরদৌস খন্দকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, সি কে (অভি), মনসুর চৌধুরী, প্রিমিয়াম সুইটস, মাসুদ রানা তপন (সানম্যান), শীব দাস, রিলায়েবল হোম কেয়ার, ফার্ষ্ট হোম কেয়ার, আকবর হায়দার কিরন, রেজা রশীদ, দুলাল বেহেদু, আহসান হাবিব, ফরহাদ রেজা, নিলুফা শিরিন, ডাঃ বর্ণালী হাসান, হাসান জিলানী, এস এস ব্রোকারেজ, মোঃ কামাল উদ্দিন ভুইয়া, গোলাম হাসান, রফিকুল ইসলাম, আকতারুর রহমান মামুন, রনি, আনিসুজ্জামান সবুজ, মোঃ নাজের উদ্দিন, সাঈদ খান, রাজু আহমেদ, জেবিবিএ, হাসান মাহমুদ সোহেল, মোঃ লুৎফুর রহমান চুন্নু, মোঃ জাহিদ, মোঃ আশরাফুল আজিজ, মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুর রহিম ভুঁইয়া, মোঃ আবু তাহের, মোঃ আনোয়ার হোসেন (অনু), আহাদ ভুঁইয়া, আমিন খান জাকির, শফিকুর রহমান, আবুল ফজল দিদার, অভি (সি কে ফুড), মির্জা এম জামান, শাহ্ শহিদুল হক, মোঃ সোহাগ, পাটেল ব্রাদার্স, ডা. তৌহিদ শিবলী, তানভীর শাহীন ও সোহেল গাজী।

সার্বিক সহযোগিতায়: মোঃ মানিক বাবু, কামরুজ্জামান বকুল, হুমায়ূন কবীর ঢালী, আবু নসর, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মোঃ হাসনাত হাসান, শামস জনি, শাহীন চৌধুরী, আফতাব জনি, আকরাম হোসেন বিপ্লব, মোঃ সায়েম উল্লাহ, মুক্তা মিয়া, গোপাল সান্যাল, জাগাঙ্গীর এইচ মিয়া, নুরুজ্জামান সরদার, গোলাম কিবরিয়া, কামাল হোসেন রাকিব, এইচ এম ইকবাল, জাফর আহমেদ, ওয়াসীম, গনেশ কীর্তণীয়া, মোঃ রাদবি, শাহরিয়ার হোসেন, শোভন, আনোয়ার উদ্দিন, মহিউদ্দিন রাহুল, রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল, জাহারানা আক্তার (লাকী), ফারহানা চৌধুরী, মনির হোসেন, শ্যামল নাথ, মতিউর রহমান ও মতিন।

উপদেষ্টা পরিষদ: শাহ নেওয়াজ (প্রধান উপদেষ্টা), হারুন ভুঁইয়া, মো: মহিউদ্দিন দেওয়ান, আনোয়ার জাহিদ, রাশেদ আহমেদ, ইশতিয়াক রুমী, সিরাজুল হক কামাল, কামরুজ্জামান কামরুল, প্রদীপ সাহা, কাজী শামসুদ্দোহা, মনসুর চৌধুরী, মোঃ পিয়ার, রেদোয়ান কবির, রফিক আহমেদ, ইকতারুজ্জামান রতন, মোঃ কবির রতন, এলিন রহমান, শফিউদ্দিন মিয়া ও শাহাদাৎ হোসেন।

ফটোগ্রাফি: নিহার সিদ্দিকী

আয়োজনে

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

Federation of Bangladeshi Associations in North America
FOBANA
40th FOBANA 2026 New York, USA
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান-কে
উৎসর্গ করে ৪০তম
ফোবানা সম্মেলন
40th FOBANA
CONVENTION-2026
NEW YORK
September 04, 05 & 06
(Friday, Saturday & Sunday)
Venue :
Evangel Christian Center
ADD. 39-20 27th St, Long Island City, NY 11101
Fobona Hotel
দেশের ও প্রবাসের জনপ্রিয়
শিল্পীদের অংশগ্রহণের
তিন দিনব্যাপী
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
Dr. Nurun Nabi
Chief advisor
Fobana Central Committee
(Founder of Fobana)
FOBANA Central Committee
Zakaria Chowdhury
Chairman
Dewan Moniruzzaman
Executive Secretary
40th Fobana Convention, NY, USA.
Nurul Amin Babu
Convenor
Monjur Kader
Member Secretary
Shofiqul Alam
Chief Patron
Email : fobanachairman@gmail.com
Host: NRB ASSOCIATION, USA.

প্রায় এক দশক পর অর্থনীতিতে ডেমোক্র্যাটদের ওপর বেশি আস্থা মার্কিন ভোটারদের

পরিচয় ডেস্ক: প্রায় এক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি পরিচালনায় রিপাবলিকান পার্টির চেয়ে ডেমোক্র্যাটদের ওপর বেশি আস্থা প্রকাশ করেছেন আমেরিকার ভোটাররা।

রয়টার্স ও ইপসোসের সর্বশেষ জাতীয় জরিপে দেখা গেছে, অর্থনীতি সামলানোর ক্ষেত্রে ৩৭ শতাংশ ভোটার ডেমোক্র্যাটদের ওপর আস্থা রাখছেন, যেখানে রিপাবলিকানদের প্রতি আস্থা ৩৬ শতাংশের। আরও ২৭ শতাংশ কোনো পক্ষকে বেছে নেননি বা অন্য মত দিয়েছেন।

জরিপে আরও দেখা গেছে, ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী (মিডটার্ম) কংগ্রেস নির্বাচনকে সামনে রেখে ডেমোক্র্যাটরা জাতীয় পর্যায়ে রিপাবলিকানদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। কংগ্রেস নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন ৪২ শতাংশ, আর রিপাবলিকানদের ৩৭ শতাংশ। স্বতন্ত্র (ইন্ডিপেনডেন্ট) ভোটারদের মধ্যেও ডেমোক্র্যাটরা এগিয়ে রয়েছে।

জরিপ অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামগ্রিক অনুমোদন (অ্যাপ্রুভাল) রেটিং কমে ৩৫ শতাংশে নেমে এসেছে, যা তার দ্বিতীয় মেয়াদের অন্যতম সর্বনিম্ন। মূল্যস্ফীতি, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক চাপ নিয়ে ভোটারদের অসন্তোষ এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হিসেবে উঠে এসেছে।

এটি রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ দীর্ঘদিন ধরেই অর্থনীতি ইস্যুতে রিপাবলিকানরা জনমত জরিপে এগিয়ে থাকত। রয়টার্স/ইপসোসের এই ফলাফল ইঙ্গিত দিচ্ছে, সেই প্রবণতায় পরিবর্তন আসছে এবং অর্থনীতি নিয়ে ভোটারদের মনোভাব নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে।

জরিপটি ৩০ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত ৪ হাজার ৫০৫ জন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে পরিচালিত হয়। এর সম্ভাব্য ত্রুটির সীমা ±২ শতাংশ।

দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সেপা চুক্তি স্বাক্ষর: বদলে যাবে কি বাংলাদেশের শিল্পখাতের ভবিষ্যৎ?

পরিচয় ডেস্ক: স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে রপ্তানি সক্ষমতা ধরে রাখা ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (সিইপিএ বা সেপা) স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। জাপানের পর এটি কোনো দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিতীয় অনুরূপ চুক্তি।

এই চুক্তির আওতায় তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য ও পাটজাত পণ্যসহ দক্ষিণ কোরিয়ার বাজারে প্রবেশকারী ৯৭ শতাংশ বাংলাদেশি পণ্যে অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধা দেওয়া হবে, যার ফলে এসব পণ্য হ্রাসকৃত বা শূন্য শুল্কে রপ্তানি করার সুযোগ তৈরি হবে। এর বিনিময়ে বাংলাদেশও দক্ষিণ কোরিয়ার ৮৭ শতাংশ রপ্তানি পণ্যে একই ধরনের শুল্ক ছাড় দেবে; যার মধ্যে কৃষি পণ্য, প্লাস্টিক ও শিল্পকারখানার খুচরা যন্ত্রাংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এক বছরের দীর্ঘ দরকষাকষির পর গতকাল চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। উভয় দেশের আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন এবং মন্ত্রিসভার অনুমোদন পাওয়ার পর এটি কার্যকর হবে।

অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী নেতারা এই সেপা চুক্তিকে শুল্ক হ্রাসের গণ্ডির বাইরেও এক যুগান্তকারী কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁরা জানান, এর ফলে বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরীয় পণ্যের দাম তুলনামূলক সাশ্রয়ী *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

আগস্টের প্রথম ৫ দিনে বাংলাদেশে এল ৬০২ মিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স

পরিচয় ডেস্ক: চলতি আগস্ট মাসের প্রথম ৫ দিনে বাংলাদেশে ৬০ কোটি ২০ লাখ (৬০২ মিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীরা। গত বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি আগস্টের প্রথম ৫ দিনে দেশে ৬০২ মিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। এর মধ্যে শুধু ৪ ও ৫ আগস্টেই দেশে ১৯৬ মিলিয়ন ডলার *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

ফ্রিল্যান্সিংয়ে বদলে যাচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি, কিন্তু বাড়ছে ক্রিপ্টোকারেন্সির ঝুঁকি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের লালমনিরহাটের এক প্রত্যন্ত গ্রামের ২৫ বছর বয়সী সাবেক রেন্ট-এ-কার চালক এখন গাড়ি চালানো ছেড়ে ফ্রিল্যান্সিং করে মাসে অন্তত ২ লাখ টাকা আয় করছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই ফ্রিল্যান্সার দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে (টিবিএস) জানান, ফ্রিল্যান্সিংয়ের আয় দিয়ে তিনি এখন নিজস্ব একটি পরিবহন ব্যবসা পরিচালনা করছেন। পাশাপাশি আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের প্রায় ৩০ জন তরুণ-তরুণীর অনলাইন কাজের সমন্বয়ও করছেন *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

সবুজ কারখানা গড়েও বাড়তি দাম পাচ্ছেন না বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিকারকরা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশি পোশাক প্রস্তুতকারকদের প্রত্যাশা ছিল, এই বিশাল বিনিয়োগ ক্রেতাদের আস্থা বাড়াবে এবং বিশ্ববাজারে তারা প্রতিযোগিতামূলক ও ভালো দাম পাবেন। *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

১৪ বছরে বাংলাদেশের জন্য সর্বনিম্ন বৈদেশিক ঋণের প্রতিশ্রুতি, বিপরীতে ৪.৪৯ বিলিয়ন ডলার পরিশোধের রেকর্ড

পরিচয় ডেস্ক: তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এর আগে ২০১১-১২ অর্থবছরে এর চেয়ে কম অর্থাৎ ৪.৭৬৪ বিলিয়ন ডলারের ঋণের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল।

গত রোববার (২ আগস্ট) ইআরডি বৈদেশিক ঋণের হালনাগাদ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে। এর আগে ২০১১-১২ অর্থবছরে এর চেয়ে কম অর্থাৎ ৪.৭৬৪ বিলিয়ন ডলারের ঋণের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল। এরপর আর কোনো অর্থবছরে প্রতিশ্রুতির পরিমাণ এতটা নিচে নামেনি। যদিও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রতিশ্রুত ঋণের পরিমাণ *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

Let's go to
DHAKA
USA ⇋ DHAKA
Emirates
www.emirates.com
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
BOOK NOW 718-721-2012
www.DigitalTravelTour.com
াদের অফিস
মাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
কম দামে, US-Dhaka এয়ার
টিকেট 📞 718-721-2012...
Call now

মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে যে কারণে দুশ্চিন্তায় ভারত

অনমোল সিংলা

শুক্রবার (৭ আগস্ট ২০২৬) মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদের পাশে আল-সাফা প্রাসাদে এক বৈঠকে সৌদি যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আনুষ্ঠানিকভাবে 'মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি' (এমজেডিএ) সই করেন।

এই ত্রিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা চুক্তিতে বলা হয়েছে, তিন দেশের যেকোনো একটির ওপর সশস্ত্র হামলা হলে সেটিকে সবার ওপর হামলা হিসেবে ধরা হবে; অর্থাৎ একটি দেশের ওপর আক্রমণ মানে, তিন দেশই একসঙ্গে তার জবাব দেবে।

এতে উপসাগরীয় অর্থশক্তি, তুরস্কের ন্যাটো মানের প্রতিরক্ষাপ্রযুক্তি এবং পাকিস্তানের পারমাণবিক সক্ষমতাড়সব মিলিয়ে একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা জোট তৈরি হচ্ছে।

এই চুক্তি এমন এক সময়ে হয়েছে, যখন পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংকট পরিস্থিতি তীব্র আকার ধারণ করেছে।

চুক্তির আরেকটি বড় লক্ষ্য হলো প্রতিরক্ষাপ্রযুক্তিতে সহযোগিতা বাড়ানো এবং যৌথভাবে সামরিক সরঞ্জাম তৈরি করা।

এর মধ্যে রয়েছে যৌথ গবেষণা, প্রযুক্তি আদান-প্রদান, সহজতর প্রতিরক্ষা ক্রয় এবং ড্রোন, নৌপ্রযুক্তি, আকাশ প্রতিরক্ষা ও ইলেকট্রনিক যুদ্ধব্যবস্থার মতো আধুনিক খাতে যৌথ উৎপাদন।

এ ছাড়া নিয়মিত গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, যৌথ সামরিক পরিকল্পনা, সেনাসদস্যদের পারস্পরিক বিনিময় এবং স্থল, নৌ ও আকাশড়তিন বাহিনীর যৌথ মহড়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

সৌদি আরব ও তুরস্কের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই চুক্তি পুরোপুরি প্রতিরক্ষামূলক, কোনো নির্দিষ্ট দেশকে লক্ষ্য করে নয় এবং এটি অন্য কোনো বিদ্যমান চুক্তিকে বাতিল করে না।

সৌদি কর্মকর্তারা আরও বলেছেন, এটি কোনো ধর্মভিত্তিক সামরিক জোট নয় এবং এতে পারমাণবিক অস্ত্র ভাগাভাগি বা নতুন অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু করার কোনো ইঙ্গিত নেই।

এটি ন্যাটোর মতো জোটের সঙ্গে তুলনা করা হলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে।

এই চুক্তির অধীনে এখনো কোনো কেন্দ্রীয় সামরিক কমান্ড, স্থায়ী সদর দপ্তর বা স্থায়ী যৌথ বাহিনী নেই; বরং এটি একটি উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক ও কৌশলগত চুক্তি, যা সংকটের সময় দ্রুত সমন্বিত সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ তৈরি করবে।

মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তির সময় নির্বাচন থেকেই বোঝা যায়, পশ্চিম এশিয়ায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি কতটা জটিল হয়ে উঠেছে।

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে শুরু হওয়া আঞ্চলিক সংঘাতের পর থেকে উপসাগরীয় দেশগুলোতে একের পর এক দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা হয়েছে।

এসব হামলায় জ্বালানি স্থাপনা, শিল্প এলাকা এবং নগরকেন্দ্রগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

একই সময়ে হরমুজ প্রণালি, বাব আল-মানদেব ও লোহিত সাগর দিয়ে সামুদ্রিক বাণিজ্যপথে লাগাতার হুমকি তৈরি হয়েছে।

এতে বিশ্ব জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে এবং আঞ্চলিক সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতাও স্পষ্ট হয়েছে।

মক্কা সম্মেলনের ঠিক আগমুহূর্তে দক্ষিণ আরব উপদ্বীপে সংঘাত বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতির অস্থিরতা আরও স্পষ্ট হয়।

৬ আগস্ট ইয়েমেনের হুতি গোষ্ঠীর চালানো সীমান্তপারের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলে অন্তত ৫৮ জন ইয়েমেনি সরকারি সেনা নিহত এবং ১১ জন বেসামরিক নাগরিক আহত হন বলে জানা যায়।

এতে সৌদি সীমান্তে অসম যুদ্ধের হুমকি এখনো কতটা প্রবল, তা আবারও সামনে আসে।

এ ধরনের নিরাপত্তা দুর্বলতাই রিয়াদকে দীর্ঘদিনের যুক্তরাষ্ট্রনির্ভর নিরাপত্তা কাঠামোর বাইরে গিয়ে নতুন অংশীদার খুঁজতে উৎসাহিত করেছে।

যদিও যুক্তরাষ্ট্র পারস্য উপসাগরে এখনো উল্লেখযোগ্য *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান: ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের গলার কাঁটা

চিররঞ্জন সরকার

বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ হাসিনা এখন শুধু একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী নন; তিনি একই সঙ্গে দেশের সবচেয়ে বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সবচেয়ে আলোচিত কূটনৈতিক ইস্যু। তার ভারতে অবস্থান এখন কেবল একজন রাজনৈতিক নেতার আশ্রয় নেওয়ার ঘটনা নয়; বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের গলার কাঁটা। একদিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা, অন্যদিকে প্রতিবেশী ভারতের কৌশলগত হিসাবড়দুইয়ের মাঝখানে আটকে আছে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বর্তমানে বাংলাদেশে একাধিক মামলা চলছে। মানবতাবিরোধী অপরাধ থেকে শুরু করে ক্ষমতার অপব্যবহারড়বিভিন্ন অভিযোগে বিচার প্রক্রিয়া এগোচ্ছে। কয়েকটি মামলায় রায়ও হয়েছে। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে তিনি দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। ফাঁসির আদেশও হয়েছে তার। সরকার হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার সম্পন্ন করতে চায়। অন্যদিকে ভারত এখনও তাকে প্রত্যর্পণ করেনি। ফলে আইনি বিষয়টি ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রশ্নে রূপ নিয়েছে।

পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে অন্য একটি কারণে। শেখ হাসিনা ভারতে নীরব জীবনযাপন করছেন না। তিনি নিয়মিত দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করছেন, বক্তব্য দিচ্ছেন, এমনকি সাংবাদিকদের সঙ্গেও কথা বলছেন। সম্প্রতি তার ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য বাংলাদেশে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিকভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে এবং ভারতের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে।

এতে দুই দেশের সম্পর্কে আবারও সংকটের মুখে পড়তে যাচ্ছে বলে অনুমান করা যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি সংবেদনশীল। সাধারণভাবে কোনো দেশ যদি আরেক দেশের বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয়, তাহলে অন্তত সে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ না করার একটি অলিখিত কূটনৈতিক রীতি অনুসরণ করা হয়। অবশ্য ভারত বলতে পারে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। আবার বাংলাদেশও যুক্তি দিতে পারে, একজন পলাতক ও দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ দেওয়া দ্বিপক্ষীয় আস্থাকে ক্ষুণ্ন করে। এখানেই দ্বন্দ্বের মূল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস বলে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি নতুন নয়।

কিন্তু এই ইস্যুর আরেকটি দিকও রয়েছে, যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। বহু বছর ধরেই দেশের একটি অংশের রাজনৈতিক শক্তি ভারতের প্রতি অবিশ্বাস কিংবা বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। সীমান্ত হত্যা, তিস্তার পানিবণ্টন, বাণিজ্য ঘাটতি, অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারতের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা নতুন নয়। এসব প্রশ্নের অনেকগুলোরই বাস্তব ভিত্তি রয়েছে এবং সেগুলো নিয়ে জনগণের ক্ষোভও অমূলক নয়। কিন্তু শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান সেই বিদ্যমান ক্ষোভকে আরও উসকে দিয়েছে। অনেকের কাছে এখন হাসিনা ও ভারত প্রায় একই রাজনৈতিক প্রতীকে পরিণত হয়েছে। অথচ ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রকে এক পাল্লায় ওজন করলে বিচার প্রায়ই আবেগনির্ভর হয়ে পড়ে, বাস্তবনির্ভর নয়।

রাজনীতিতে একটি পুরোনো সত্য আছেড়ক্ষমতা বদলায়, কিন্তু ভূগোল বদলায় না। সরকার আসে, সরকার যায়; কিন্তু প্রতিবেশী একই থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই সত্য আরও গভীর। ভারতের সঙ্গে আমাদের চার হাজার কিলোমিটারেরও বেশি স্থলসীমান্ত, ৫৪টি অভিন্ন নদী, বিস্তৃত বাণিজ্য, বিদ্যুৎ সংযোগ, জ্বালানি সহযোগিতা এবং মানুষের দীর্ঘ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রয়েছে। তাই কোনো একটি রাজনৈতিক ইস্যুর কারণে পুরো সম্পর্ককে বিচার করা অনেকটা একটি গাছের শুকিয়ে যাওয়া একটি ডাল দেখে পুরো বনকে মৃত ঘোষণা করার মতো।

বাস্তবতা হলো, আবেগ দিয়ে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয় না। রাষ্ট্র পরিচালনায় আবেগের স্থান থাকতে পারে, কিন্তু কূটনীতির কম্পাস সব সময় জাতীয় স্বার্থের দিকেই নির্দেশ করে। যে কারণে একদিকে ভারত নিয়ে তীব্র সমালোচনা শোনা যায়, অন্যদিকে সংকট দেখা দিলেই বাংলাদেশকে সেই ভারতের দিকেই তাকাতে হয়। কয়েক দিন আগেও ভারত থেকে ট্রাকে ট্রাকে কাঁচা মরিচ এসেছে। প্রয়োজনে চাল *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তৈরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

বাংলাদেশে ‘রিকনসিলিয়েশন’ কেন প্রয়োজন

উম্মে ওয়ারা

এ কথা সত্যি যে শুধু বাংলাদেশই নয়, গভীরভাবে বিভক্ত যেকোনো সমাজেই পুনঃসমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা জটিল ও সময়সাপেক্ষ একটি প্রক্রিয়া। ‘রিকনসিলিয়েশন’ বা পুনঃসমঝোতা নিয়ে বিভিন্ন পেশাজীবী এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বুঝেছি, অনেকেই এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করলেও কেউ কেউ এটিকে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি ‘ইউটোপিয়ান’ বা অবাস্তব ভাবনা মনে করেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন এটি ‘সময়সাপেক্ষ’ ও ‘সরকারের সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল’ একটি প্রক্রিয়া।

সাধারণ মানুষ ও বিশ্লেষকদের পর্যবেক্ষণ বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশে পুনঃসমঝোতার সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে জনপরিসরে আলোচনা করে যেতে হবে।

২.

প্রথমেই এটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন যে ‘রিকনসিলিয়েশন’ বা পুনঃসমঝোতার পদ্ধতিটি প্রচলিত বিচারপ্রক্রিয়ার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নয়; বরং এর পরিপূরক হিসেবে কাজ করে থাকে। শুধু বিচার করলে সমাজে দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষোভ ও বিভাজন থেকে যেতে পারে। আবার শুধু সমঝোতা বা ক্ষমা করে দিলে অনেক অপরাধীরই পার পেয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই সহিংসতা-পরবর্তী সমাজে টেকসই শান্তির জন্য এই দুইয়ের সংমিশ্রণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, যেমন সিয়েরা লিওন, রুয়ান্ডা কিংবা আর্জেন্টিনায় একই সঙ্গে বিচার ও পুনঃসমঝোতার কার্যক্রম পাশাপাশি চালিয়ে যাওয়ার নজির রয়েছে। এমনকি রিকনসিলিয়েশন বা পুনঃসমঝোতার একটি প্রেক্ষাপট তৈরি হলে, সেখানে সব পক্ষের অংশগ্রহণ সাপেক্ষেই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকেও সত্য প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগ থাকে।

দ্বিতীয়ত, কোনো রাজনৈতিক সরকারের আমলে বিভিন্ন পেশাজীবী অন্যায়ভাবে যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ এবং সেই আমলের নানা অন্যায়-অপরাধকে উপেক্ষা করে গেলেও এ জন্য অনেক ক্ষেত্রে তাঁদেরকে কোনো ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত করা যায় না। কিন্তু আমরা দেখছি জুলাই অভ্যুত্থানকালে হত্যার অভিযোগ এনে আওয়ামীপন্থী বিভিন্ন পেশাজীবীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এটি একটি উভয়সংকট পরিস্থিতি। কেননা, একদিকে সাধারণ মানুষ সুবিধাভোগীদের শাস্তির বিষয়টি প্রত্যাশা করেন। অন্যদিকে খুন বা সহিংসতার মতো ফৌজদারি অপরাধ না করেও সেই অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে বছরের পর বছর কারাবন্দী থাকাও যেকোনো নাগরিকের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন, কোনো একটি শাসনামলের সুবিধাভোগীদের শাস্তি দিতে গিয়ে কোনো অপরাধে যুক্ত ছিল না, এমন সমর্থক-কর্মীদের হয়রানি করা হচ্ছে কি না? এই উভয়সংকট এড়াতেও একটি ‘ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন’ কমিশন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩.

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কয়েকটি ‘ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন’ কমিশন ইতিমধ্যে ‘লাস্ট্রেশন’ বা সরকারি পদ থেকে অযোগ্য ও বিতর্কিত ব্যক্তিদের অপসারণ এবং ‘ভেটিং’ বা কঠোর যাচাই-বাছাইপ্রক্রিয়ার বিষয়ে স্পষ্টভাবে আলোচনা ও সুপারিশ করেছে। একই সঙ্গে এ-সংক্রান্ত বাধ্যতামূলক বা অবাধ্যতামূলক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছে। কিছু দেশ যদিও স্বাধীন সংসদীয় আইনের মাধ্যমে ‘ভেটিং’ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করে থাকে। তবে অনেক দেশই সরকারি সেবা খাত থেকে ক্ষমতার অপব্যবহারকারী কর্মকর্তাদের অপসারণের সুপারিশ বা নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশনগুলোকে আনুষ্ঠানিক তদন্তকারী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, তিউনিসিয়ায় আরব বসন্তের পর হাবিব বুরগুইবা ও জাইন এল আবিদিন বেন আলির শাসনামলে কয়েক দশক ধরে চলা পদ্ধতিগত নির্যাতন, দুর্নীতি এবং অত্যাচারের মোকাবিলা করার জন্য একটি ট্রুথ অ্যান্ড ডিগনিটি কমিশন (২০১৪-২০১৮) পরিচালিত হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত ও নির্যাতনকারী কর্মকর্তাদের শুদ্ধিকরণ কার্যকর *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

রাজনীতি: কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ

মহিউদ্দিন আহমদ

আমাদের সমাজে প্রবাদবাক্যের ছড়াছড়ি। সম্ভবত অন্যান্য সমাজেও এ রকম আছে। প্রতিটি বাক্য বা প্রবচনের উৎস হচ্ছে সমাজের কোনো না কোনো অসংগতি কিংবা উৎসব, সমস্যা কিংবা সমাধান, ভালো কিংবা মন্দ। বাংলা বর্ষপঞ্জির নবম মাস (ডিসেম্বর-জানুয়ারি), নতুন ধান ঘরে আসে, পিঠাপুলি ও খেজুরের রসের উৎসব হয়। গৃহস্থের কাছে এটি খুশির সময়। একই সময়ে দিনমজুর বা গরিব মানুষের কাজ থাকে না। তীব্র শীতে খাবার ও কাপড়ের অভাব দেখা দেয়। তাদের কাছে এই মাস মানেই দুর্দশা।

একই পরিস্থিতি বা সময়ে একজনের জন্য আনন্দ ও সমৃদ্ধি আসে, আরেকজনের জন্য তা হয়ে ওঠে দুঃখ ও ধ্বংসের কারণ। এটি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির উক্তি নয়; বরং বাংলার কৃষিজীবী সমাজ থেকে উদ্ভূত একটি প্রবাদ। এ থেকে একটা উপসংহার টানা যায়ড়সমাজে বৈষম্য আছে; একই সময়ে কারও সুখ, কারও দুঃখ। অর্থাৎ একের লাভ, অন্যের ক্ষতি। এ পটভূমিতেই তৈরি হয়েছে প্রবাদবাক্যড়কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ।

আমাদের দেশে সেতু মানে উন্নয়ন। নতুন সেতু তৈরি হলে যাত্রীদের সুবিধা হয়, কিন্তু নৌকার মাঝি কাজ হারায়। আমাদের দেশে এ রকম অনেক পেশা হারিয়ে গেছে। এখন আর ঢেঁকি নেই, ঘানি নেই, বলদে টানা লাঙল নেই। এটাও ‘কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ’। তারপরও সমাজ থেমে থাকে না। বিকল্প তৈরি হয়ে যায়। এই যেমন শহরাঞ্চলে পোশাক তৈরির কারখানা যত তৈরি হচ্ছে, গ্রামের বিনা পারিশ্রমিকের গার্হস্থ্য নারী মজুরেরা শহরে এসে কারখানায় চাকরি নিচ্ছেন। এটাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখা যায়।

আমি অনেককে বলতে শুনেছি, গার্মেন্টস সেক্টরে শ্রম শোষণের মাত্রা খুব বেশি। মজুরি যা মেলে, তাতে জীবন চলে না। আমি বুঝতে পারি, এটা প্রমাণ করতে পারলে তার ভালো একটা থিসিস হয়। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খুশি হন। কে না জানে, আমাদের সমাজে নানাভাবে দারিদ্র্যবাণিজ্য হয়। ইউরোপে হতদরিদ্র নেই। তারা এটা নিয়ে গবেষণা করতে আমাদের দেশে আসে।

এর উল্টো দিকও আছে। গ্রামে যে নারীর জীবন ছিল দাসত্বের, শহরের কারখানায় এসে সে স্বাধীনতার স্বাদ পায়। তার হাতে কিছু কাঁচা টাকা আসে। এটা দিয়ে সে তার পছন্দের জিনিস কিনতে পারে। ভোর হলেই দেখা যায় শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে নারী, হাতে ঝুলছে টিফিন ক্যারিয়ার বা খাবারের পুঁটুলি, ঋজু ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে কর্মস্থলের দিকে। ৫০ বছর আগেও এ দৃশ্য দেখা যেত না। তারা বাঁধা পড়ে ছিল সনাতন গার্হস্থ্য জীবনে।

একজন আদর্শ কৃষকের কী থাকে? একখণ্ড জমি, এক জোড়া হালের বলদ, আর একটা বউ। স্বামী-সন্তানের সেবা করবে, কোনো কাজে স্বামী নারাজ হলে তার কিল-চড়-লাথি খাবে। তারপর একদিন মরে যাবে। সে যে একটা মানুষ, এটি প্রথম সে আবিষ্কার করে একটা কারখানায় এসে। ইউরোপে এ জিনিসকেই বলা হয়েছে শিল্পবিপ্লব, যেখানে হাজার বছরের গ্রামীণ সমাজকাঠামো ভেঙেচুরে খানখান হয়ে গেছে।

মানুষ ভূস্বামীর দাসত্ব থকে পালিয়ে শহরের বস্তিতে উঠেছে। ৩০০ বছরের ব্যবধানে তারা এমন একটা সমাজ তৈরি করেছে, যেখানে বিলিয়নিয়ার থাকলেও ভিক্ষুক নেই। আমাদের দেশে গৃহকর্মীর দাম এত চড়া যে অনেককে গার্মেন্টস সেক্টরকে গালাগাল করতে দেখি, যারা মনে করে এই কারখানাগুলোর কারণে এখন সস্তায় গৃহকর্মী পাওয়া যায় না। কী সর্বনাশ! এটাই জীবনের বৈপরীত্যড়কারও লাভ, কারও ক্ষতি। একজন ব্যবসায়ী নতুন প্রযুক্তি এনে বাজার দখল করে, তার লাভের অঙ্ক বাড়ে। কিন্তু ছোট দোকানদার ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। শহরে নতুন বাস এলে যাত্রীদের সুবিধা হয়, রিকশা-টেম্পোওয়ালা কাজ হারায়। যুদ্ধের ময়দানে বিজয়ীর পতাকা ওড়ে, কিন্তু পরাজিতের ঘরে শোকের ছায়া নেমে আসে।

দেশে যখন একটা রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে, অনেক সময় তার ঝাপটায় চারদিক তছনছ হয়ে যায়। রাজনৈতিক ঝড়ঝাপটা মানে শুধু ক্ষমতার পালাবদল নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের স্বপ্ন, সংগ্রাম আর হতাশা। একদল মানুষের কাছে এটি মুক্তির বার্তা, অন্যদের কাছে ভয় আর ক্ষতির প্রতীক। যেমন ঝড়ের পর গাছ ভেঙে পড়ে, আবার *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL
নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শেফ জালাল
এখন আশা রেস্টুরেন্টে
সেরা স্বাদের জন্য আজই আসুন!
CHEF JALAL
Aasha
RESTAURANT & PARTY HALL
We Do Catering!
আমরা ক্যাটারিং করি
CALL US NOW!
(347) 233-4710
176-20 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Bangladesh Society, Inc.
86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

সদস্য তালিকার তথ্য যাচাই, সংশোধনীর জরুরি বিজ্ঞপ্তি

শেষ তারিখ : **১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার ২০২৬** ◆ সময় : **বিকাল ৫টা পর্যন্ত**

স্থান : **বাংলাদেশ সোসাইটি ভবন,** 86-24 Whitney Ave, Elmhurst, NY 11373

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে গত ৩০ জুন সদস্য নিবন্ধনের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেসব সদস্য তাঁদের নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, আগামী ১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার ২০২৬ বিকেল ৫:০০টার মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির ওয়েবসাইট (https://member-service.bangladeshsocietyinc.com/membership/status) অথবা সোসাইটির অফিসে উপস্থিত হয়ে নিবন্ধন ফরমে প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে প্রকাশিত সদস্য তালিকার তথ্য সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করে নিন।

বিশেষভাবে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ সঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন:

সদস্যের নাম/নামের বানান, জন্ম সাল, বর্তমান ঠিকানা / ZIP Code ও অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য

Scan to Login

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে ভোটগ্রহণ একাধিক ভোটকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি সদস্যের নিবন্ধন ফরমে প্রদত্ত ঠিকানা ও ZIP Code-এর ভিত্তিতেই ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হবে। তাই ঠিকানা ও ZIP Code-এর যথার্থতা নিশ্চিত করা প্রত্যেক সদস্যের ব্যক্তিগত দায়িত্ব।

এছাড়াও, যদি কোনো সদস্যের বৈধ সদস্যপদ প্রকাশিত সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকে, তবে তিনি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সদস্যপদের প্রমাণস্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (যেমন: রসিদ) দাখিল করে তাঁর সদস্যপদ অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই শেষে প্রমাণ সন্তোষজনক হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

যদি প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে নিবন্ধন ফরমে প্রদত্ত তথ্যের কোনো অসঙ্গতি, ভুল বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ বা সাংগঠনিক সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

নির্ধারিত সময়সীমা (১৮ আগস্ট, মঙ্গলবার ২০২৬, বিকেল ৫:০০টা) অতিক্রান্ত হওয়ার পর সদস্য তালিকায় কোনো প্রকার সংযোজন, বিয়োজন, অন্তর্ভুক্তি বা সংশোধনের আবেদন গ্রহণ করা হবে না। একইভাবে, নির্বাচন দিনে সদস্য তালিকা, ভোটকেন্দ্র, ঠিকানা, ZIP Code, সদস্যপদ বা নিবন্ধন সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ, আপত্তি বা সংশোধনের আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

অনুরোধক্রমে

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান *(সিনিয়র সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪, **মো: কামরুজ্জামান কামরুল** *(সহ-সভাপতি)* ৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯, **আবুল কালাম ভূইয়া** *(সহ-সাধারণ সম্পাদক)* ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, **মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি)** *(কোষাধ্যক্ষ)*, ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২, **ডিউক খান** *(সাংগঠনিক সম্পাদক)* ৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯, **অনিক রাজ** *(সাংস্কৃতিক সম্পাদক)* ৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩, **রিজু মোহাম্মদ** *(প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক)* ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, **জামিল আনসারী** *(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)* ৩৪৭-৮৩৩-১০২৮, **মো: আখতার বাবুল** *(সাহিত্য সম্পাদক)* ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, **আশ্রাব আলী খাঁন লিটন** *(ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক)* ৯১৭-৪৯৭-২৮৩৯, **মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)** *(স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক)* ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩, ***কার্যকরী সদস্য:*** **হারুন উর রশিদ** ৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮, **জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী** ৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮, **মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী** ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, **আবুল কাশেম চৌধুরী** ৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, **মুনসুর আহমেদ** ৯২৯-৯২০-৬০৫৬ ও **হাসান খান** ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

প্রচারে: **রিজু মোহাম্মদ,** *প্রচার সম্পাদক*

সবজির সর্বোচ্চ পুষ্টিগুণ যেভাবে পাবেন

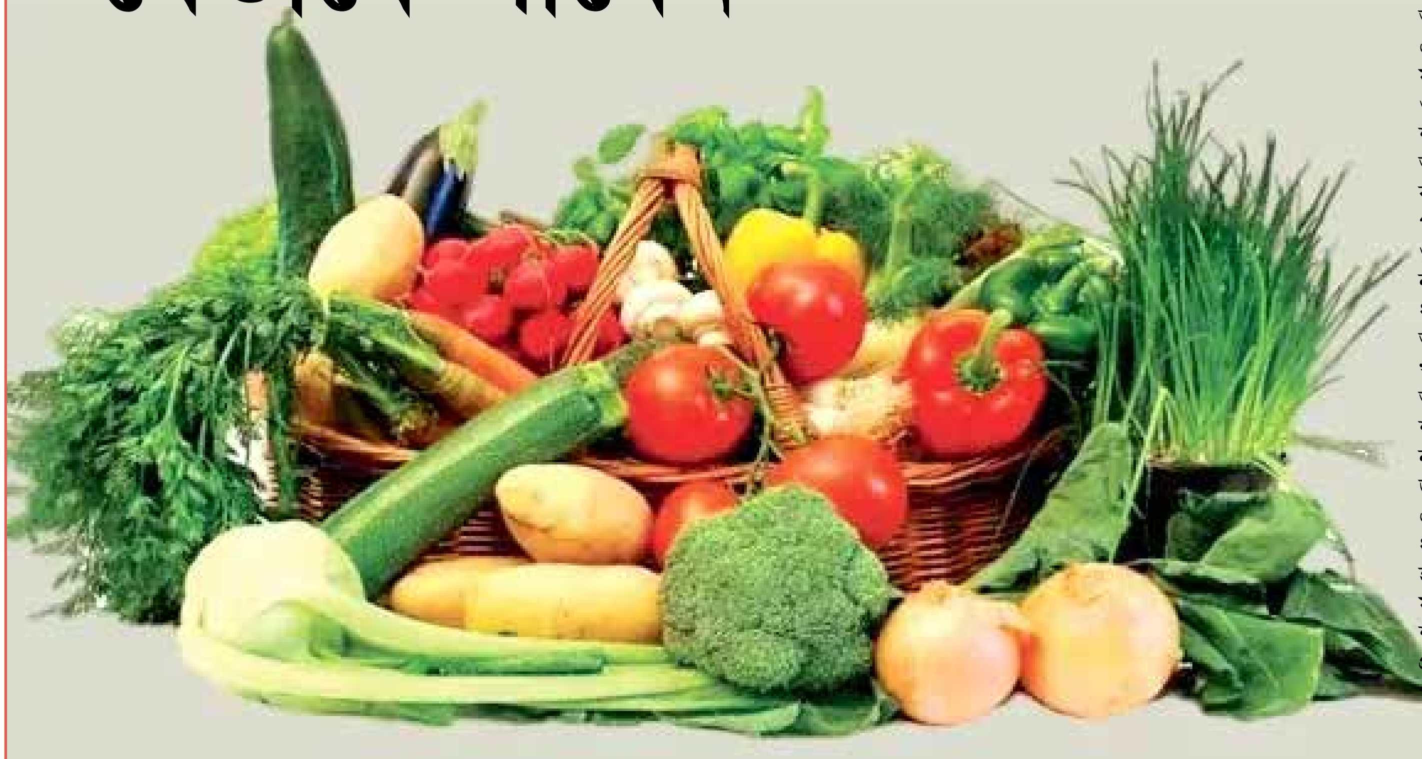

পরিচয় ডেস্ক: সুষম খাবারের ৬টি উপাদানের প্রধানতম হলো ভিটামিন ও খনিজ লবণ। এগুলো আমাদের শরীরের চালিকাশক্তির উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত। শরীরের প্রতিটি অঙ্গের সুরক্ষায় একেক ধরনের ভিটামিনের প্রয়োজন হয়। যেমন চুল ও চোখের সুরক্ষায় ভিটামিন এ, ত্বক সুরক্ষায় ভিটামিন বি এবং সি, হাড় ও দাঁতের সুরক্ষায় ভিটামিন ডি প্রয়োজন হয়। আবার ত্বক, চুল এবং প্রজননতন্ত্রের সুরক্ষায় ভিটামিন ই-এর ভূমিকা অনেক বেশি। এ ছাড়া শরীরের বিভিন্ন রকমের পেশি এবং স্নায়ুতন্ত্রের সুরক্ষায় খনিজ লবণের ভূমিকা অনেক বেশি।

এই ভিটামিন ও খনিজ লবণগুলো আমরা প্রধানত শাকসবজি ও ফলমূল থেকে পাই। কিন্তু কিছু অসাবধানতার ফলে শাকসবজি ও ফলমূলের পুষ্টির একটা বড় অংশ হারিয়ে যায়।

শাকসবজি কাটার পরে ধোয়া

আমরা ঐতিহ্যগতভাবে শাকসবজি কাটার পরে পানি দিয়ে কয়েকবার ধুয়ে থাকি। এতে পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন বি ও সি পানির সঙ্গে মিশে শাকসবজির বাইরে চলে যায়। ফলে আমরা ওই শাকসবজি থেকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ লবণ পাই না। তাই সেগুলো কাটা বা খোসা ছাড়ানোর আগে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। এতে ময়লা পরিষ্কারের পাশাপাশি সব পুষ্টিগুণ অক্ষুণ্ন থাকবে। শাকসবজি কাটার আগে বঁটি, ছুরি বা গ্রেটারও খুব ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে।

অনেক সময় ধরে রান্না করা

শাকসবজি রান্নার নামে দীর্ঘ সময় আগুনের তাপে রাখা যাবে না। অল্প তাপেই শাকসবজিতে থাকা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু মারা যায়। এগুলো যত কম সময় সেদ্ধ করা হবে, এগুলোর পুষ্টিগুণ তত বেশি অক্ষুণ্ন থাকবে। যেমন দীর্ঘ সময় ধরে রান্না করলে শাকসবজির প্রায় ৫০ শতাংশ পটাশিয়াম নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এটি শরীরের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় খনিজ। ফলে অল্প আঁচে ভাপানো শাকসবজি খাওয়া ভালো।

শাকসবজির রং বজায় রাখুন

প্রতিটি শাকসবজির নিজস্ব রং বজায় রেখে রান্না করলে তার পুষ্টিগুণ বেশি বজায় থাকবে।

পেঁপে কাঁচা অবস্থায় খেলে কী উপকার মিলবে?

পরিচয় ডেস্ক: পেঁপে কাঁচা বা পাকা, দুই অবস্থাতেই খাওয়া যেতে পারে। সুস্থ থাকতে নিয়মিত পেঁপে খেতে পারেন। এই ফলে রয়েছে জরুরি কিছু ভিটামিন, খনিজ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইবার। এতে মজুত একাধিক এনজাইম হজমক্ষমতা বাড়ায়। ফলে পেট পরিষ্কার থাকে। পেঁপেতে ভিটামিন সি, প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে বিশেষ কিছু উৎসেচক যেমন পাপাইন, কাইমোপাপাইন। এগুলো হজমে সহায়তা করে।

পাকা পেঁপের যেমন অনেক গুণ তেমনি কাঁচা পেঁপেরও অনেক উপকার রয়েছে।

** কাঁচা পেঁপে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তাই ডায়াবেটিক রোগীরা ডায়েটে কাঁচা পেঁপে রাখতে পারেন।

** ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখে ভিটামিন সি।

কাঁচা পেঁপে খেলেও ত্বকের জৌলুস বৃদ্ধি পাবে ও ত্বক টানটান রাখতেও সাহায্য করে। পেঁপেতে রয়েছে ভিটামিন এ ও সি। এতে থাকা ভিটামিন এ চোখ ভাল রাখে।

** যারা বদহজম, অম্বল, পেট ফাঁপার সমস্যা ভুগছেন তারা খাদ্যতালিকায় পেঁপে রাখতে পারেন। পেঁপেতে থাকা একাধিক উৎসেচক হজমে সাহায্য করে।

** কাঁচা পেঁপেতে কারো কারো অ্যালার্জি থাকে। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তারা কাঁচা পেঁপে খেতেই পারেন। কাঁচা পেঁপে রান্না না করে সালাদ হিসেবে খেতে পারেন। তবে কয়েকজন পুষ্টিবিদ বলছেন, খালি পেটে পেঁপের সালাদ না খাওয়াই ভাল। সূত্র : আনন্দবাজার

জেনে নিন কাঁচামরিচ খাওয়ার আশ্চর্য সুফল

পরিচয় ডেস্ক: আমাদের সবার প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় প্রায়ই কাঁচামরিচ থাকে। আমাদের স্বাদের জন্য কাঁচামরিচ খেয়ে থাকলেও কাঁচামরিচের আছে অনেক গুণ। এই কাঁচামরিচ আমাদের ত্বকের বলিরেখা দূর করতে অথবা ক্যালরি বার্ন করতেও সহায়তা করে।

ক্যাপসিসিন নামক উপাদানের কারণে মরিচ ঝাল হয়। আর এই একই উপাদান শরীরের মেটাবলিজমের গতি বাড়াতে সাহায্য করে। যার ফলে সহজে ওজন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বাল্টিমোরে বায়োফিজিক্যাল সোসাইটির প্রকাশিত এক গবেষণা রিপোর্টে এ কথা জানানো হয়েছে।

ইয়াওমিং ইউনিভার্সিটির গবেষকদের মতে, মোটা মানুষের মেটাবলিজম বাড়িয়ে ওজন নিয়ন্ত্রণে আনতে ক্যাপসিসিন খুবই কার্যকর। ক্যাপসিসিনের এই গুণ ওজন নিয়ন্ত্রণের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। সহজেই বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা দূরে সরিয়ে রাখতে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় একটি করে কাঁচামরিচ রাখতে পারেন।

এবার আমাদের অনেকেরই অজানা কাঁচামরিচের একাধিক উপকারিতা জেনে নেওয়া যাক :

১. কাঁচামরিচে ভিটামিন এ বিদ্যমান যা হাড়, দাঁত ও মিউকাস মেমব্রেনকে ভালো রাখতে সহায়তা করে।

২. ছেলেদের প্রোস্টেট ক্যান্সার ঝুঁকি কমায় কাঁচামরিচ। এ ছাড়াও, স্নায়ুর বিভিন্ন সমস্যা কমাতে নিয়মিত কাঁচামরিচ খেতে পারেন।

৩. দ্রুত খাবার হজম করতে কাঁচামরিচ বেশ কার্যকর।

৪. জ্বর, সর্দি, কাশি ইত্যাদি থেকে কাঁচামরিচের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন সি শরীরকে রক্ষা করে।

৫. প্রতিদিন একটি করে কাঁচামরিচ খেলে সহজে ত্বকে বলিরেখা পড়ে না।

৬. মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি কমাতে প্রতিদিন একটি করে কাঁচামরিচ খেতে পারেন।

৭. রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে কাঁচামরিচ সাহায্য করে।

৮. কাঁচামরিচে থাকা প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বিটা ক্যারোটিন কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমকে সচল রাখে।

৯. ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়তে কাঁচামরিচে থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট প্রাকৃতিকভাবে সাহায্য করে।

১০. আমাদের মস্তিষ্কে এনড্রোফিন নামে এক রকম হরমন আছে। কাঁচামরিচ খেলে এই হরমনের নিঃসরণ ঘটে, যা আমাদের মনকে চনমনে আর সতেজ রাখতে সাহায্য করে।

‘লঘু স্ট্রোক’ কীভাবে বুঝবেন

পরিচয় ডেস্ক: মিনি (লঘু) স্ট্রোক বা ট্রান্সিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক (টিআইএ) হলো স্ট্রোকের পূর্বসংকেত। বেশির ভাগ মানুষই স্ট্রোকের প্রাথমিক উপসর্গগুলো সম্পর্কে জানেন না।

যদি এই টিআইএ বা মাইনর স্ট্রোককে প্রথম থেকে চিহ্নিত করা যায় এবং সচেতন হওয়া যায়, তবে পরবর্তী সময়ে স্ট্রোক হওয়ার দুর্ঘটনা আটকানো যায়।

তার আগে আসুন জেনে নিই স্ট্রোক কী? মস্তিষ্কের কোনো রক্তনালিতে রক্তজমাট বাঁধলে সেই অংশে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মস্তিষ্কের সেই নির্দিষ্ট অংশে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত পৌঁছায় না।

এতে সেখানকার কোষগুলো মরতে থাকে।

সেই অংশ আর কাজ করে না। এটি হলো স্ট্রোকের কারণ। স্ট্রোক করলে হঠাৎ অচেতন হওয়া, কাউকে চিনতে না পারা, মাথা ঘোরানো, কোনো একদিকের হাত-পা নাড়াতে না পারা, শরীরের ভারসাম্য হারানো, কথা বলতে না পারা বা কথা জড়িয়ে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা যায়।

স্ট্রোক একজন সুস্থ মানুষকে আকস্মিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও পরনির্ভর ব্যক্তি বানিয়ে দিতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে এই রোগ আগাম পূর্বাভাস দেয় এবং সচেতন হলে রোগটি প্রতিরোধ করা যায়। সে জন্যই মিনি স্ট্রোক বা টিআইএ শনাক্ত করা জরুরি।

গবেষণার তথ্য বলছে, টিআইএ হওয়ার পরের তিন মাসের মধ্যে স্ট্রোকের ঝুঁকি ২ থেকে ১৭ শতাংশ।

আর টিআইএ আক্রান্ত প্রায় ৩৩ শতাংশ মানুষ ১ বছরের মধ্যেই স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

টিআইএর ক্ষেত্রেও মস্তিষ্কের কোনো রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধে, কিন্তু তা সাময়িক।

যেসব কারণে প্রতিদিন দুধ খাবেন

পরিচয় ডেস্ক: দুধ একটি সুষম খাদ্য। দুধের মধ্যে খাদ্যের ছয়টি উপাদানড়কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানিড় সবগুলোই সঠিক অনুপাতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি থেকে পাওয়া খাবার শতাব্দী ধরে মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্য হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে।

এটি শুধু একটি পানীয় নয়, বরং প্রয়োজনীয় প্রায় সব পুষ্টির একটি উৎস।

মানবদেহকে সুস্থ রাখতে এটি অতুলনীয়। যেসব কারণে একজন মানুষের প্রতিদিন দুধ পান করা উচিত।

ক্যালসিয়ামের অন্যতম উৎস

হাড় ও দাঁত শক্তিশালী রাখতে ক্যালসিয়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুধ এই অত্যাবশ্যক খনিজের সেরা উৎসগুলোর একটি।

হাড় দুর্বল হয়ে যাওয়া এবং ভাঙা যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হওয়া অস্টিওপরোসিস এবং দাঁতের নানা সমস্যা তৈরি হওয়া প্রতিরোধে সহায়তা করে দুধ।

র্যাপ্ত ক্যালসিয়াম গ্রহণ মানব দেহের জন্য জরুরি বিষয়। বিশেষ করে শৈশব ও কৈশোরে হাড়ের বৃদ্ধির সময় ক্যালসিয়াম গ্রহণ বেশি জরুরি। কেননা বেড়ে ওঠার সময় শরীরের হাড় মজবুত না হলে তা সারা জীবনের জন্য সমস্যার কারণ হতে পারে।

প্রাপ্তবয়স্করা নিয়মিত ক্যালসিয়াম গ্রহণ করলে হাড়ের ঘনত্ব ঠিক থাকে এবং হাড় ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি কমায়।

উচ্চ মানের প্রোটিন

মানবদেহের টিস্যু তৈরি ও মেরামত করতে, এনজাইম ও হরমোন তৈরি করতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রোটিন। এটি একটি অপরিহার্য ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট। দুধে থাকে ৯টি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিড। এই কারণেই দুধ সম্পূর্ণ প্রোটিনের একটি উৎস। প্রতিদিন দুধ পান করলে তা শরীরে প্রোটিনের চাহিদা পরিপূর্ণভাবে মেটাতে সাহায্য করতে পারে। প্রাত্যহিক কাজে এটি খুবই জরুরি।

ভিটামিন ও খনিজের উৎস

দুধ ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ, যা ক্যালসিয়াম ধরে রাখে এবং হাড় মজবুত করে। এ ছাড়া দুধে থাকা ভিটামিন বি১২ লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন করে এবং শরীরের স্নায়ুবিক কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুধে থাকা ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অপরিহার্য। পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। দুধে এই উপাদানগুলোও পাওয়া যায়।

ওজন নিয়ন্ত্রণ

প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় দুধ রাখলে তা ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে। দুধের প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় উপাদানের কারণে দীর্ঘ সময় ধরে সেটা পেটে থাকে। ফলে ক্ষুধা কম থাকে। এতে করে অতিরিক্ত খাওয়া কমিয়ে সামগ্রিকভাবে ক্যালোরি গ্রহণ কমাবে।গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত দুগ্ধজাত খাবার গ্রহণ করেন তারা স্বাস্থ্যকর ওজন ধরে রাখতে পারেন। এমনকি সুষম খাদ্য গ্রহণ এবং নিয়মিত ব্যায়াম করলে ওজন কমার সম্ভাবনাও বেশি থাকে।

শরীরে তরলের চাহিদা পূরণ

দুধের প্রায় ৯০ শতাংশ পানি। ফলে শরীরে তরল বা পানির চাহিদা পূরণে এটি খুবই ভালো উৎস। শরীরে পর্যাপ্ত পানি থাকা বা শরীর হাইড্রেটেড থাকা অত্যাবশ্যক।

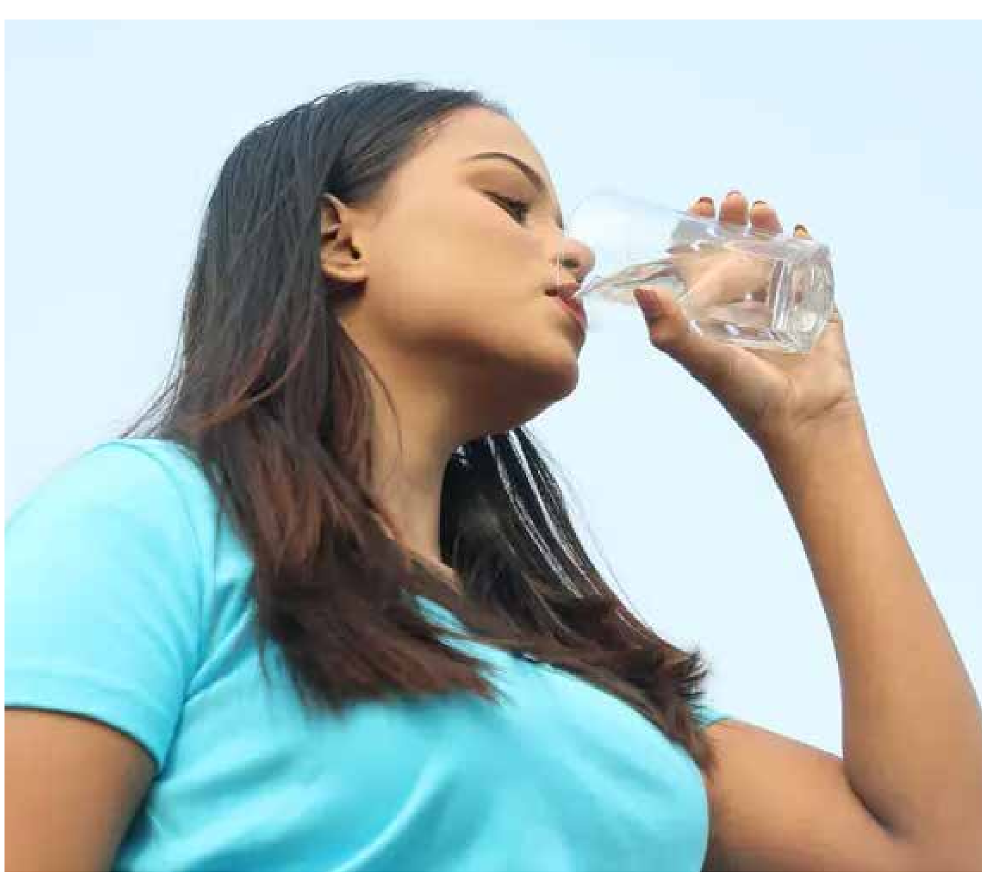

কিডনি সুস্থ থাকবে যেভাবে

পরিচয় ডেস্ক: কিডনি আমাদের শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।
এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো:
রক্ত পরিশোধিত করে দূষিত বর্জ্য পদার্থ প্রস্রাবের মাধ্যমে বের করে দেওয়া।
হরমোন এরিথ্রোপয়েটিন তৈরি করা, যা শরীরে রক্ত তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
শরীরে পানি, খনিজ ও রাসায়নিক পদার্থের ভারসাম্য রক্ষা করা।
ভিটামিন ডি তৈরি করা, যা হাড়ের সুরক্ষা দেয়।

কিডনি রোগের কারণ

আমাদের দেশের ৮ থেকে ১০ শতাংশ মানুষ কিডনির রোগে আক্রান্ত। দীর্ঘমেয়াদি কিডনি রোগের কারণ
ডায়াবেটিস
উচ্চ রক্তচাপ
নেফ্রাইটিস
কিডনি সংক্রমণ
বংশগত কিডনি রোগ
ভাগকুলাইটিস□এসএলই, পিএন ইত্যাদি

হঠাৎ সৃষ্ট কিডনি রোগ

ডায়রিয়া ও অন্যান্য কারণে সৃষ্ট পানিশূন্যতা।
শরীর থেকে হঠাৎ অনেক রক্তক্ষরণ, পাকস্থলী থেকে অথবা প্রসবজনিত রক্তক্ষরণ।
নেফ্রাইটিস।
ব্যথানাশক ওষুধ সেবন।
কিডনি ও মূত্রনালিতে পাথর।
প্রোস্টেট গ্রন্থি বড় হওয়া।

কিডনি রোগের লক্ষণ

শরীরে পানি জমা। এ কারণে প্রথমে মুখ ফোলা।
প্রস্রাব কম হওয়া।
প্রস্রাব বেশি হওয়া, বিশেষ করে রাতে।
প্রস্রাব লাল হওয়া, দুর্গন্ধ হওয়া।
ক্ষুধামান্দ্য ও বমি হওয়া।
রক্তশূন্যতা।
চর্মরোগ ছাড়া শরীর চুলকানো।
প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া করা।
কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা।
হঠাৎ উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেওয়া।

কিডনি ভালো রাখতে যা করবেন

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ কিডনির শত্রু।
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে খাওয়ার ওষুধের সঙ্গে প্রয়োজনে ইনসুলিন নিতে হবে এবং এইচবিএওয়ানসি-৭-এর নিচে রাখতে হবে।
ব্লাড প্রেশারের জন্য এক বা একাধিক ওষুধ সেবনের সময় বিপি ১৩০/৮০-এর নিচে রাখতে হবে।
ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিশূন্যতা ও রক্তক্ষরণের সঠিক চিকিৎসা করতে হবে।

রান্নাবান্না

খাসির মাংসের দম বিরিয়ানি

উপকরণ : হাড়সহ খাসির মাংস ১৫০০ গ্রাম, টক দই ৩০০ গ্রাম, সরিষার তেল ২৫০ গ্রাম, মরিচ গুঁড়া ১০ গ্রাম, আদা রসুন বাটা ২০০ গ্রাম, লবণ পরিমাণমতো, গরম মসলা ৫ গ্রাম, ঘি ১৫০ গ্রাম, ধনিয়া পাতা ও পুদিনা পাতা ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ বেরেস্তা ৫০০ গ্রাম, লেবুর রস ২০ গ্রাম, জয়ত্রী ৩ গ্রাম, জয়ফল ৫ গ্রাম, জাফরান ১ গ্রাম গরম পানিতে ভিজান, কাঁচামরিচ ২০ গ্রাম, আলুবোখারা ১০ গ্রাম, পেস্তা বাদাম ২০ গ্রাম, কিশমিশ ১০ গ্রাম, গুঁড়া দুধ ১০০ গ্রাম, বাসমতি চাল ১ কেজি, হাঁড়ি সিল করার জন্য আটা ১/২ কেজি।

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে মাংসটা ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর মাটন টক দই, সরিষার তেল, মরিচ গুঁড়া, আদা রসুন বাটা, লবণ পরিমাণমতো, গরম মসলা, ঘি, জয়ত্রী, জয়ফল, ধনিয়া পাতা ও পুদিনা পাতা, পেঁয়াজ বেরেস্তা, লেবুর রস দিয়ে ভালো করে মেরিনেট করে নিন। এরপর মাটনটা ২ ঘণ্টার জন্য রেখে দিন। একটি বড় হাঁড়িতে ৫ লিটার পানি নিন। এতে এক টুকরো কাপড় বা পরিষ্কার রুমালে দারচিনি, এলাচ, তেজপাতা বেঁধে ছেড়ে দিন। পানি গরম হলে এতে কিছুটা লবণ, চাল দিয়ে ৫০ শতাংশ সেদ্ধ করে একটি ছাকনিতে পানি ঝরিয়ে নিন। বড় পাতিলে হালকা ঘি লাগিয়ে নিন।

এরপর মেরিনেট করা সম্পূর্ণ মাটন দিয়ে সমান করে বসিয়ে তার ওপর কিছুটা গুঁড়া দুধ ছিটিয়ে দিন। তার ওপর আধাসেদ্ধ চাল দিয়ে সেটার মধ্যে আলুবোখারা এরপর ধনিয়া পাতা কুচি, পুদিনা পাতা, পেঁয়াজ বেরেস্তা, পেস্তা বাদাম কিশমিশ ছড়িয়ে দিন। বাকি গুঁড়া দুধ ও জাফরান পানি ছিটিয়ে দিয়ে আটার ডো বানিয়ে সেটা দিয়ে পাতিলের ঢাকনা সিল করে দিন। একটি তাওয়ার ওপর হালকা আঁচে এক ঘণ্টা রাখুন। এ সময় ঢাকনার ওপর জ্বলন্ত কয়লা ছড়িয়ে দিন। কয়লা না থাকলে আরেকটি তাওয়া গরম করে ঢাকনার ওপর দিয়ে রাখুন। এভাবে ওটা ৫-৬ বার গরম করে রাখুন। ঘণ্টা-খানেক পর চুলা বন্ধ করে সিল করা অবস্থায় অন্তত ৩০ মিনিট রেখে দিন। ব্যাস তৈরি মজাদার খাসির মাংসের দম বিরিয়ানি।

মেজবানের মাংস

উপকরণ : ২ কেজি গরুর গোশত (হাড় চর্বি কলিজাসহ), ২ কাপ পেঁয়াজ কুচি, ১/২ কাপ পেঁয়াজ বাটা, ২ টেবিল চামচ আদা বাটা, ১/২ টেবিল চামচ রসুন বাটা, ৪ টেবিল চামচ মরিচ গুঁড়া, ১ এবং ১/২ টেবিল চামচ ধনিয়া গুঁড়া, ১ টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়া, ১ টেবিল চামচ সরিষা বাটা, ১/২ চা চামচ পোস্তদানা বাটা, ২ টা তেজপাতা, ৪-৬ সবুজ মরিচ, লবণ স্বাদ অনুযায়ী, ১ কাপ তেল, ভাজা মশলা গুঁড়ার জন্য ১ টেবিল চামচ জিরা, ৪ এলাচ, ৩ দারুচিনি, ১/৩ চা চামচ জয়ত্রী, ১৩ চা চামচ মৌরি, ১/৩ চা চামচ মেথি, ১/৩ চা চামচ রাঁধুনি, ১/৩ চা চামচ কাবাবচিনি, ১/৪ জায়ফল।

প্রস্তুত প্রণালী : সব ভাজা মশলা গুঁড়ার উপকরণ আলাদাভাবে ভেজে একত্রে গুঁড়া করে নিন। মাংস ধুয়ে যে পাত্রে রান্না হবে সেই পাত্রে নিয়ে (ভাজা মসলা অর্ধেক, পেয়াজ কুচি ও কাঁচামরিচ বাদে) সব মসলা হাত দিয়ে খুব ভালো করে মাখিয়ে ১ ঘন্টা রাখতে হবে। এবার চুলায় তেলে দিয়ে পেঁয়াজের বেরেস্তা করে মাংস দিয়ে কষিয়ে নিন। মাংস কষানো হলে পরিমাণমত গরম পানি দিয়ে মাংস রান্না করুন। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে কাঁচামরিচ ও বাকি অর্ধেক গরম মসলা দিয়ে অল্প আঁচে ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে নামিয়ে নিন। হয়ে গেল মেজবানের গোশত। মেজবানের গোশত সেদ্ধ চালের সাদা ভাত দিয়ে খাওয়া হয়।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

দই চিংড়ি

উপকরণ : ৫০০ গ্রাম চিংড়ি, ২ টেবিল চামচ সরিষার তেল, ১ টা টমেটো কুচি, ৫-৬ টা পেঁয়াজ কুচি, ১ চা চামচ আদা রসুন বাটা, ১টা কাঁচা মরিচ কুচি, ১টেবিল চামচ ধনে পাতা কুচি, ১/২ টেবিল চামচ ঘি, চিনি,১ টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ গোটা জিরা, ৩ টেবিল চামচ টক দই, ৬ টা এলাচ, ৫ টা লবঙ্গ, ৪ টে গোলমরিচ, ২ টা দারচিনি এবং লবণ।

প্রণালী : প্রথমেই চিংড়ি মাছ গুলো ভালো করে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখে দিন। এরপর, দই চিংড়ির মশলা তৈরির পালা এর জন্য কড়াই এ একটু তেল নিয়ে তাতে এলাচ,লবঙ্গ, গোলমরিচ, দারচিনি দিয়ে একটু নেড়ে নিয়ে তার মধ্যে গোটা জিরা দিয়ে একটু ভেজে ২ টি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে আরও ভালো করে ভেজে নিন।

পেঁয়াজ ভাজার পর তাতে টমেটো কুচি দিয়ে দিন, পেঁয়াজ আর টমেটো একটু নেড়ে নিন তার মধ্যে আদা রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা কুচি, লাল মরিচ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এরপর তাতে টকদই ও ধনেপাতা কুচি টা দিয়ে দিন আর সামান্য জল।   টকদই টা রান্নায় ব্যবহারের আগে একটু লবণ দিয়ে ফেটিয়ে নিবেন। যদি লবণ বেশি ব্যবহার করা হয়ে যায় টকদই এ তবে রান্নায় আর আলাদা করে লবণ দেয়ার দরকার নেই। মশলা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। মশলা টা ঠান্ডা হয়ে এলে সেটা মিক্সারে নিয়ে পেস্ট বানিয়ে করে নিন। আরেকটি কড়াই এ চিংড়ি মাছ গুলো ভালো করে ভেজে নিন। এরপর সেটাতে বাকি গোটা গরম মশলা দিয়ে একটু নেড়ে নিন এবং তাতে বানানো পেস্টটি দিয়ে তাতে সামান্য জল আর চিংড়ি মাছ গুলোকে দিয়ে দিন। এরপর মাছগুলোকে নাড়িয়ে তাতে ঘি দিয়ে নামিয়ে নিন।

মাসালা খিচুড়ি

উপকরণ : আতপ চাল ২ কাপ, মুগ ডাল হাফ কাপ, মশুর ডাল হাফ কাপ, পিঁয়াজ কুঁচি ১ কাপ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, জিরা বাটা ১ টেবিল চামচ, ধনে গুড়া ১ টেবিল চামচ, শুকনা মরিচ গুড়া ১ চা চামচ, তেজপাতা ২/৩ টা, এলাচ ৩/৪ টা, দারচিনি ২/৩ টা স্টিক, লবঙ্গ ৩/৪ টা, পাঁচ ফোড়ন ১ চা চামচ, আমচুর পাউডার ১ চা চামচ, লবণ ২ চা চামচ, হলুদ দেড় চা চামচ, তেল হাফ কাপ, মটরশুঁটি হাফ কাপ, গাজর ১/৪ কাপ, আস্ত শুকনা মরিচ ২টা, পানি পরিমাণ মত। (যেহেতু পাতলা হবে সেজন্য পানি মাপের চেয়ে একটু বেশি হবে ১ কাপ চালে ৩ কাপ পরিমাণ পানি লাগে বা আর ১ কাপ বেশিও লাগতে পারে)

প্রণালী : প্রথমে মুগডাল হালকা ভেজে নিতে হবে। এবার সব ডাল ও চাল একসাথে মিশিয়ে নিয়ে ভালো মত ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখতে হবে। চুলায় পাতিল দিয়ে গরম করে তেল দিতে হবে। তারপর পিঁয়াজ কুঁচি দিয়ে বাদামি করে ভেজে নিতে হবে। এবার গরম মসলা গুলো দিয়ে নেড়েচেড়ে তাতে বাকি সব মসলা দিয়ে ভাজতে হবে। এবার ডাল ও চাল দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ভাজতে হবে। এবার পানি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। চাল ডাল ফুটে উঠলে ও সিদ্ধ হয়ে চাল একটু ভাতের চেয়ে নরম হলে বা কতটুকু পাতলা হবে তার ঘনত্ব রেখে নামিয়ে নিতে হবে ফোড়নের জন্য ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে তাতে আস্ত শুকনা মরিচ ও পাঁচ ফোড়ন দিয়ে নেড়েচেড়ে খিচুড়ির উপর ঢেলে দিতে হবে।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000

GHOROA RESTAURANT
the taste of home

Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002

www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SHSAT Summer Add-Ons

Boost SHSAT Acceptance Chances

Year Round - 2 Days/Week

Workshop Friday or Sunday

- Diag/CAT exam retakes (E-H)
- Advanced ELA & Math
- Top test taking strategies
- Highest admissions rate

May to October 2026

Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250 ★

2026 Summer - 4 Days/Week

Bootcamp Tuesday to Thursday

- Diag exam retakes (A-D)
- Intensive summer weekdays
- Best for Class B students to boost Diag scores

Tues June 30 to Thurs August 20, 2026

Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400 ★

Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!

5,005+

Students placed in Specialized High Schools.

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
জন্মদিন
আকিকা
বেবি শাওয়ার
বিবাহ বার্ষিকী
সভা-সেমিনার
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের
সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে
শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো।
এখানে
রেগুলার
ইভেন্টসহ
যে কোনো
অনুষ্ঠানের
জন্য বুকিং
নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anaganhallny@gmail.com

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ড থাকলেই নিশ্চিন্ত নন, যে ৭ ভুলে

১১ পৃষ্ঠার পর

থেকেই Re-entry Permit গ্রহণ করতে হয়।

২. ট্যাক্স রিটার্নে নিজেকে ঘon-Resident হিসেবে দেখানো

গ্রিন কার্ডধারীদের সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের কর আইনের আওতায় Resident হিসেবে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে Form 1040NR ব্যবহার করে নিজেকে Non-Resident হিসেবে দেখালে ভবিষ্যতে ইমিগ্রেশন -সংক্রান্ত বিষয়ে জটিলতা তৈরি হতে পারে।

৩. নাগরিক না হয়েও ভোট দেওয়া

গ্রিন কার্ডধারীরা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল নির্বাচনে ভোট দেওয়ার যোগ্য নন। ভুলবশত ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করা বা ভোট দেওয়া গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত হয় এবং নেতিবাচক আইনি জটিলতার কারণ হতে পারে এবং ইমিগ্রেশন -সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

৪. ফৌজদারি অপরাধে জড়ানো

চুরি, জালিয়াতি, গার্হস্থ্য সহিংসতা, মাদক-সংক্রান্ত অপরাধ কিংবা অন্যান্য গুরুতর অপরাধে জড়ালে ইমিগ্রেশন -সংক্রান্ত নেতিবাচক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। অপরাধের ধরন অনুযায়ী কিছু ক্ষেত্রে বহিষ্কার (Removal Proceedings) প্রক্রিয়াও শুরু হতে পারে। ৫. ঠিকানা পরিবর্তনের তথ্য USCIS-কে না জানানো- বাসস্থান পরিবর্তনের পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে Form AR-11 এর মাধ্যমে USCIS-কে নতুন ঠিকানা জানানো আইনগত বাধ্যবাধকতার অংশ। অবস্থানের ঠিকানা হালনাগাদ না করলে গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ বা সাক্ষাৎকারের চিঠি না পাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। ৬. মেয়াদোত্তীর্ণ গ্রিন কার্ড নবায়ন না করা- স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা বহাল থাকলেও অধিকাংশ গ্রিন কার্ডের মেয়াদ ১০ বছর। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে Form ও-৯০ এর মাধ্যমে কার্ড নবায়ন করা প্রয়োজন। মেয়াদোত্তীর্ণ কার্ড নিয়ে ভ্রমণ বা চাকরির নথি যাচাইয়ের সময় সমস্যায় পড়তে হতে পারে। ৭. সরকারি সুবিধা ব্যবহারে নিয়ম মেনে চলা- সরকারি সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করা প্রয়োজন। অভিবাসন-সংক্রান্ত আবেদন করার সময় আয়, সরকারি সুবিধা এবং অন্যান্য তথ্য সঠিকভাবে উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ। ভুল তথ্য প্রদান বা তথ্য গোপন করলে ভবিষ্যতের আবেদন প্রক্রিয়ায় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। গ্রিন কার্ডধারীদের প্রতি বছর নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী আয়কর রিটার্ন দাখিল করা, দীর্ঘ সময় বিদেশে যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের সব আইন মেনে চলা প্রয়োজন।

পাশাপাশি ঠিকানা পরিবর্তনের তথ্য সময়মতো টঝঈওঝ-কে জানানো এবং গ্রিন কার্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নবায়নের আবেদন করা উচিত। গ্রিন কার্ড যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দেয়। সেই সুযোগ ধরে রাখতে অভিবাসন-সংক্রান্ত নিয়ম ও আইনি বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সচেতন থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

কলম্বিয়ার ট্রাম্প-সমর্থিত নতুন প্রেসিডেন্ট এসপ্রিয়েলা

১৪ পৃষ্ঠার পর

নেওয়া, রাষ্ট্রের ব্যয় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো এবং তেল ও গ্যাস খাতকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। একসময় আইনজীবী হিসেবে কাজ করা দে লা এসপ্রিয়েলা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত। তিনি নির্বাচনে দেশটির ডানপন্থী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভোটের আগে ট্রাম্প তাঁকে প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়েছেন।

দে লা এসপ্রিয়েলা এর আগে কখনো কোনো নির্বাচিত সরকারি পদে দায়িত্ব পালন করেননি।

শপথ গ্রহণের পর কালি শহরের পিচিঞ্চা ব্যাটালিয়ন সামরিক ঘাঁটিতে দেওয়া ভাষণে আবেলার্দো দে লা এসপ্রিয়েলা বলেন, ‘আমি পুরো একটি জাতির আত্মসমর্পণের মানসিকতার এবং হতাশার দীর্ঘ অধ্যায়ের অবসান ঘটাতে এসেছি। আমি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ভাগ্যের সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী রূপান্তরের পথে যাত্রা শুরু করতে চাই।’ এই ভাষণের কিছুক্ষণ আগে এসপ্রিয়েলা পার্শ্ববর্তী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে বিশিষ্ট অতিথি ও সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে শপথ গ্রহণ করেন। এসপ্রিয়েলা আরও বলেন, ‘আমি কলম্বিয়ার জনগণের প্রতি দৃঢ় বার্তা দিতে চাইড়শৃঙ্খলা, কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় এসে গেছে।’

এবারের নির্বাচনে এসপ্রিয়েলা বামপন্থী ইভান সেপেদাকে হারিয়েছেন। কলম্বিয়ার বর্তমান বামপন্থী প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত সেপেদা। পেত্রোর রাজনৈতিক দল থেকে সেপেদা প্রার্থী হয়েছিলেন।

এসপ্রিয়েলা নিজেকে ‘দ্য টাইগার’ বলে পরিচয় দেন। ভোটের প্রাথমিক ফলাফলে এগিয়ে থাকার সময় তিনি বলেছিলেন, ‘আমি কলম্বিয়ার সব মানুষের শাসক হব। যাঁরা আমাকে ভোট দিয়েছেন এবং যাঁরা অন্য প্রার্থীকে বেছে নিয়েছেনড়তাঁদের সবারই।’ ১৯৯১ সালে প্রণীত কলম্বিয়ার সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের কথা জানিয়ে এসপ্রিয়েলা বলেন, তিনি সংবিধানের সুরক্ষায় কাজ করবেন। দে লা এসপ্রিয়েলার নির্বাচন লাতিন আমেরিকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়া ডানপন্থী রাজনৈতিক ঝোঁকেরই একটি অংশ। পেরু, আর্জেন্টিনা, চিলি, ইকুয়েডর, বলিভিয়া ও পানামায় দুর্বল অর্থনীতি এবং ক্রমবর্ধমান অপরাধ পরিস্থিতি ভোটারদের অগ্রাধিকার বদলে দিয়েছে। এর ফলে বিশ্বজুড়ে ডানপন্থী জাতীয়তাবাদের উত্থানের প্রেক্ষাপটে কঠোর দমনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসব দেশে একসময় রাজনীতিতে পিছিয়ে থাকা কট্টর ডানপন্থী প্রার্থীরা ক্রমেই নিজের দিকে জনসমর্থন আদায়ে সক্ষম হচ্ছেন।

চীনে বিদেশিদের চাকরি পাওয়া গেলেও ওয়ার্ক ভিসা কেন

১৪ পৃষ্ঠার পর

ভাষাজ্ঞান তাঁকে কিছুটা সুবিধা দিলেও স্থানীয় জনপ্রিয় নিয়োগ প্ল্যাটফর্ম ‘বস ঝিপিন’ বিদেশিদের জন্য খুব সহজলভ্য নয় বলে তিনি মনে করেন। চাকরি পাওয়ার পর শুরু হয় অনুমতির দীর্ঘ প্রক্রিয়া। পয়েন্টভিত্তিক যোগ্যতা, কাজের শ্রেণি এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রের কারণে তাঁর ওয়ার্ক পারমিটের আবেদন ছয় মাস পরও প্রক্রিয়াধীন ছিল।

আইতর মনে করেন, চীনের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করায় তিনি কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন। তাঁর মতে, অনেক শিক্ষিত ও দক্ষ বিদেশি চীনে বৈধভাবে কাজের সুযোগ পেতে সমস্যায় পড়ছেন। পরিবারভিত্তিক ভিসার সুযোগও তুলনামূলক সীমিত এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের স্পনসরশিপ ছাড়া ওয়ার্ক ভিসা পাওয়া কঠিন।

চীনে বিদেশিদের কর্মসংস্থানের প্রধান পথগুলোর একটি হলো জেড ভিসা। এর জন্য সাধারণত নিয়োগদাতার স্পনসরশিপের পাশাপাশি শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাজের অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক নথি প্রয়োজন হয়। এই ব্যবস্থায় ‘এ’ শ্রেণি উচ্চপর্যায়ের প্রতিভাবানদের জন্য, ‘বি’ শ্রেণি অধিকাংশ দক্ষ পেশাজীবীর জন্য এবং ‘সি’ শ্রেণি অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী বা মৌসুমি কর্মীদের জন্য নির্ধারিত।

গত বছর তরুণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পেশাজীবীদের আকৃষ্ট করতে চীন ‘কে ভিসা’ চালু করে। তবে ভিসা পরামর্শক আনা চেনের মতে, এর আওতা সীমিত এবং মূলত বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন প্রযুক্তি পেশাজীবীদের লক্ষ্য করে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত তিনি কোনো কে ভিসা আবেদন সফল হতে দেখেননি বলে জানিয়েছেন।

চীনের চাকরির বাজারে বিদেশিদের জন্য আরেকটি চ্যালেঞ্জ স্থানীয় কর্মসংস্থানের প্রতিযোগিতা। সাংহাইয়ের সাবেক নিয়োগকর্তা মার্শাল মা বলেন, মহামারির পর শহরটির চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা বেড়েছে। অনেক পদে স্থানীয় ভাষায় দক্ষ তরুণ চীনা কর্মী তুলনামূলক কম খরচে পাওয়া যায়। বিদেশি কর্মীদের ক্ষেত্রে বেতন ও ছুটিসহ বিভিন্ন সুবিধার প্রত্যাশাও তুলনামূলক বেশি বলে তাঁর মত।

বিদেশি কর্মীদের চাহিদা কমার পেছনে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক পরিবর্তনেরও ভূমিকা রয়েছে। ২০২৩ সালের পর এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বেশ কিছু আঞ্চলিক সদর দপ্তর চীনে কার্যক্রম সংকুচিত করায় বিদেশি কর্মীদের জন্য সুযোগও কিছু ক্ষেত্রে কমেছে। একই সঙ্গে ভিসা, সামাজিক বিমা ও অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়োগদাতাদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে।

চীনে বিদেশিদের দৈনন্দিন জীবন সহজ করতে অবশ্য কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। ২০২৩ সাল থেকে আলিপে ও উইচ্যাট পের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আন্তর্জাতিক ব্যাংক কার্ড ব্যবহারের সুযোগ বাড়ানো এবং নিবন্ধন ও পরিচয় যাচাইয়ের প্রক্রিয়া সহজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে পাসপোর্টভিত্তিক পরিচয় যাচাইয়ের কারণে বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদেশিরা এখনও কিছু সমস্যার মুখোমুখি হন।

বিদেশি কর্মীদের অভিজ্ঞতা অবশ্য সবার ক্ষেত্রে একই নয়। ব্রিটিশ-স্প্যানিশ নাগরিক মার্কোস সাবিও লিংকডইনের মাধ্যমে বেইজিংয়ে সফটওয়্যার খাতে চাকরি পান। তাঁর প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিভাগ ভিসা প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করে। চীনা, ইংরেজি, স্প্যানিশ ও কিছু রুশ ভাষায় দক্ষতা থাকায় চীনের চাকরির বাজারে নিজের ভাষাগত সক্ষমতাকে তিনি বাড়তি সুবিধা হিসেবে দেখেন।

বিদেশিদের জন্য চীনের আকর্ষণও বজায় রয়েছে। ২০২৫ সালের ইন্টারন্যাশনস জরিপে ৪৬টি গন্তব্যের মধ্যে চীন ষষ্ঠ অবস্থানে ছিল। ক্যারিয়ার, ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও দৈনন্দিন সুবিধার ক্ষেত্রে সেখানে থাকা বিদেশিরা তুলনামূলক সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তবে ভাষাগত বাধা, প্রশাসনিক জটিলতা এবং ডিজিটাল সেবায় মানিয়ে নেওয়ার সমস্যা এখনও বিদেশিদের অভিজ্ঞতার অংশ।

মালয়েশিয়ার নাগরিক জেনস লির অভিজ্ঞতাতেও চীনের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিষয়টি উঠে এসেছে। তাঁর মতে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থাকলেও চীনের বিশাল বাজার, দ্রুতগতির অর্থনীতি এবং কর্মপরিবেশ পেশাগত শিক্ষা ও ব্যক্তিগত বিকাশের সুযোগ তৈরি করে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল’ আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

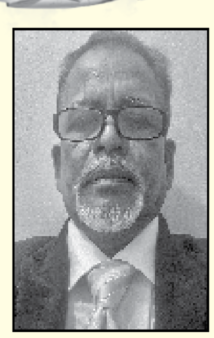

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432, (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432, (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd, Jamaica NY 11435, (929)-225-0746, (718) 755-0153, (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park, New York 11416, (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208, (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208, (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216, (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462, 917-391-4841, 718-874-0047 (Office), Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza, 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215, (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212, (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road, Buffalo, NY 14094, (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203, 518-379-5496, 518-243-9096, 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের

১৪ পৃষ্ঠার পর

এরদোয়ানও গতকাল শুক্রবার সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সৌদি আরব সফর করেন।

একনজরে দেখে নেওয়া যাক এই চুক্তিতে কী আছেড়

এই চুক্তি এখনই কেন হলো

আঙ্কারা, রিয়াদ ও ইসলামাবাদের মধ্যে প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে কিছুদিন ধরে আলোচনা চলছিল। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলা এবং পরবর্তী সময়ে গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যার সূচনার পরপরই এই আলোচনা শুরু হয়। ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের আগ্রাসন শুরুর পর তা আরও গতি পায়।

তুরস্ক ও পাকিস্তান এ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনায় সরাসরি প্রভাবিত না হলেও সৌদি আরব (দেশটিতে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও অবকাঠামো) ইরান ও তার মিত্র ইয়েমেনের হুতিদের আক্রমণের শিকার হয়েছে। তেহরান অন্যান্য উপসাগরীয় দেশ এবং জর্ডানেও মার্কিন সামরিক ঘাঁটিসহ তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে।

তবে এই তিন দেশই ইরানে আগ্রাসন এবং এই অঞ্চলে ইসরায়েলের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও আক্রমণ নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত। লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর (যাদের ইরান সমর্থন করে) ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করার দাবি তুলে ইসরায়েল লেবাননের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এলাকা দখল করে নিয়েছে।

ইরাকের ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে সৌদি আরবে ড্রোন হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। তারা নিজেরাও যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি হামলার শিকার হয়েছে।

তুরস্কের আঙ্কারা থেকে আল-জাজিরার রসুল সরদার বলেন, সেখানকার কর্মকর্তাদের মতে, ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক উত্তেজনাই মূলত এসব দেশকে এক ছাতার নিচে আসতে বাধ্য করেছে।

আল-জাজিরার সাংবাদিক বলেন, '২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর ইসরায়েলি আগ্রাসন এবং তাদের সম্প্রসারণবাদী নীতির কারণে এই অঞ্চলের পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে। আর এখন হরমুজ প্রণালিতে সংকট ও ইরানের ওপর চলমান হামলা এবং আঞ্চলিক দেশগুলোর প্রতি ইরানের প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।'

রসুল সরদার আরও যোগ করেন, এই পরিস্থিতিতে চাহিদার বেশ কয়েকটি স্তর এখানে একত্র হয়েছে এবং এই তিনটি বৃহৎ দেশ একসঙ্গে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছে।

চলতি বছরের ১৯ মার্চ রিয়াদে অনুষ্ঠিত এক ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনের সময় তুরস্ক, পাকিস্তান ও সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা বৈঠকে বসেন। ওই বৈঠকে যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি কেমন হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা হয়।

এই বৈঠকের আগে, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান ও সৌদি আরব একটি যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। ২০২৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর কাতারের রাজধানী দোহায় ইসরায়েলি হামলার পরপরই সেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

জার্মান মার্শাল ফান্ড অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটসের দক্ষিণ ও দক্ষিণ ইউরোপ অফিসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং তুরস্কের আঞ্চলিক পরিচালক ওজগুর উনলুহিসারসিকলি আল-জাজিরাকে বলেছেন, এই প্রতিরক্ষা চুক্তি বর্তমান নিরাপত্তাব্যবস্থার ওপর থেকে আস্থা উঠে যাওয়ার এবং বৃহত্তর আঞ্চলিক কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের ক্রমবর্ধমান ইচ্ছাকেই প্রতিফলিত করছে।

ওজগুর বলেন, 'তিনটি দেশই আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিয়ে একই রকম রাষ্ট্রকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার, ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা ও কার্যকর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে শৃঙ্খলার ভিত্তি হিসেবে দেখে থাকে। একইভাবে রাষ্ট্রের বিভাজন, অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও অ-রাষ্ট্রীয় শক্তিগুলোর ক্ষমতায়নকে দীর্ঘমেয়াদি অস্থিতিশীলতার উৎস হিসেবে দেখে থাকে তারা।

এই চুক্তি কী কাজ করবে

ত্রিপক্ষীয় চুক্তিটি আঙ্কারা ও ইসলামাবাদের মধ্যে ইতিমধ্যে বহাল একটি চুক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এটি প্রতিটি দেশের সামরিক ও আর্থিক শক্তিকে একত্র করবে। তুরস্কের রয়েছে ন্যাটোর দ্বিতীয় বৃহত্তম সামরিক বাহিনী, সৌদি আরব বিশ্বের শীর্ষ তেল রপ্তানিকারক এবং পাকিস্তান একমাত্র মুসলিম পারমাণবিক শক্তিধর দেশ।

ওজগুর বলেন, তিনটি অংশীদার দেশ একে অপরের পরিপূরক শক্তি নিয়ে এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে তুরস্কের প্রতিরক্ষা-শিল্প সক্ষমতা, সৌদির আর্থিক শক্তি ও প্রভাব এবং পাকিস্তানের সামরিক অভিজ্ঞতা ও কৌশলগত প্রতিরোধ ক্ষমতা।

এই বিশ্লেষক আরও যোগ করেন, মনে রাখা দরকার, এটি তিনটি প্রভাবশালী আঞ্চলিক শক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ কৌশলগত, সামরিক ও প্রতিরক্ষা-শিল্প সমন্বয়ের একটি কাঠামো, ন্যাটোর সঙ্গে তুলনা করার মতো কোনো পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি নয়।

তুরস্কের গাজিয়ানটেপের হাসান কালিয়নকু ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক রাজনীতির সহযোগী অধ্যাপক মুরাত আসলান আল-জাজিরাকে বলেন, এই চুক্তি 'সক্ষমতা বৃদ্ধি'সংক্রান্ত বিষয়গুলোকেও যুক্ত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আসলান বলেন, 'আমরা জানি, সৌদি আরব দশকের পর দশক ধরে তাদের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, অস্ত্র বা যন্ত্রপাতির জন্য বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। আমরা এও জানি, এটি ব্যয়সাপেক্ষ। সৌদি আরবের নিজেদের ভেতরেই প্রতিরক্ষা খাত গড়ে তোলা প্রয়োজন।

এই অধ্যাপক আরও বলেন, 'তুরস্ক ও সৌদি আরব দুটি বিষয় ভাগ করে নেয়ড়প্রথমত ইরান। আপনি পাকিস্তানের নামও যুক্ত করতে পারেন... তাদের সীমান্ত রয়েছে। সৌদিদের মনে বিশাল এক আশঙ্কা রয়েছে। তাদের আশঙ্কা, ইরান তাদের নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই এই চুক্তি কোনোভাবে তাদের নিরাপত্তাকে সুসংসত করবে।'

দোহা থেকে আল-জাজিরার ওসামা বিন জাভেদ বলেন, চুক্তিটি মূলত তিনটি বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীকে যৌথ শান্তির রূপরেখায় একত্র করছে, যেন তাদের বিরুদ্ধে যেকোনো আগ্রাসন ঠেকানো যায়। গোয়েন্দা তথ্যের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে তারা একে অন্যের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখতে পারে এবং জ্বালানি, প্রতিরক্ষা ব্যয় ও উৎপাদনের মতো অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে পারে।

ওসামা বলেন, এই তিন দেশ একত্রে এখন এমন এক শক্তি তৈরি করেছে, যা বিশেষ করে ইরান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই অঞ্চলকে গত কয়েক দশকের প্রচলিত নিরাপত্তা কাঠামোর চেয়ে ভিন্ন একটি রূপরেখার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

এই চুক্তিতে ইরানের প্রতিক্রিয়া কী

ইরানের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি আসেনি। তবে ইরানি সংসদ সদস্য ইব্রাহিম রেজাই শুক্রবার এক্স-এ (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে চুক্তির সমালোচনা করেছেন।

রেজাই লিখেছেন, 'সৌদিদের জানা উচিত, তুরস্ক ও পাকিস্তানের সঙ্গে কাগজের চুক্তি তাদের নিরাপত্তা এনে দেবে না, যেমনটা এত দিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর একপক্ষীয় নির্ভরতা তাদের নিরাপত্তা দিতে পারেনি।'

রেজাই আরও লিখেছেন, 'নিজেদের নীতি সংশোধন করুন, যাতে অন্যদের কাছে নিরাপত্তার জন্য ভিক্ষা চাইতে না হয়।'

ইসরায়েলের জন্য এই চুক্তির অর্থ কী

এখন পর্যন্ত ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় বা ইসরায়েলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ড়কোনো পক্ষই সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের মধ্যকার নতুন এই প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। শুক্রবার রয়টার্সকে এক তুর্কি কর্মকর্তা বলেছেন, তিন দেশের মধ্যের এই চুক্তি মূলত রক্ষণাত্মক প্রকৃতির এবং নির্দিষ্ট কোনো দেশের বিরুদ্ধে নয়। এটি অন্যান্য আঞ্চলিক দেশের জন্যও উন্মুক্ত।

তবে এ কথা স্পষ্ট, এই তিন দেশই অঞ্চলে ইসরায়েলের প্রভাব এবং সম্প্রতি বেড়ে যাওয়া হামলা নিয়ে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ছিল।

গত জুলাইয়ের শুরুতে ইস্তাম্বুলে পাকিস্তানের শরিফের পাশে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান বলেছিলেন, আঞ্চলিক সমর্থন ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির প্রচেষ্টা সফল হবে না। ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তি 'ভেস্তে দেওয়ার' অনুমতি দেওয়া যাবে না। এরদোয়ান আরও বলেন, '(যুক্তরাষ্ট্র-ইরান) চুক্তি ভেস্তে দেওয়ার জন্য ইসরায়েল প্রশাসনের প্রচেষ্টাকে আমরা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। বর্তমান যুদ্ধবাজ ইসরায়েল সরকারকে আমাদের ভূখণ্ডকে আবারও বারুদ ও রক্তের গন্ধে ডুবিয়ে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না।'

যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং আলোচনার সুযোগ দিতে গত ১৭ জুন স্বাক্ষরিত যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সমঝোতা স্মারক নস্যাৎ করার অপচেষ্টার জন্য তুর্কি নেতা বারবার ইসরায়েলকে অভিযুক্ত করেছেন।

বাংলাদেশের জনগণের সেন্টিমেন্টের

১৩ পৃষ্ঠার পর

আগেও আমরা বারবার বলেছি, ভারতের অবস্থান পরিষ্কার করতে হবেড় বাংলাদেশের সঙ্গে তারা কী ধরনের সম্পর্ক চায়২

তিনি আরও বলেন,ওএকজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি যখন ভারতের মাটিতে বসে এই ধরনের কথা বলে এবং ভারত সরকার সেটা অ্যালাউ (অনুমোদন) করে, তখন অবশ্যই বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটা উদ্বেগের জায়গা তৈরি হয় যে আমাদের ভবিষ্যতের সম্পর্ক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে২

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেওজঙ্গিবাদ২ ইস্যু রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের অভিযোগ এনে শামা ওবায়েদ ইসলাম বলেন, অতীতেও আওয়ামী লীগ সরকার দেশে কোনো ঘটনা ঘটলেইওএক্সট্রিমিজম২ ওটেররিজম২-এর একটি বয়ান দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে।

তিনি বলেন,ওতাদের গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ড আড়াল করতে জঙ্গিবাদের তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়েছে। এটি আওয়ামী লীগের পুরোনো রাজনৈতিক কৌশল। এখন তারা বিদেশের মাটিতে বসেও সেই একই ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে২

তিনি আরও বলেন,ওতবে এটা ভারত এলাউ করবে কি করবে না, সেটা ভারত সরকারকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে২

বাংলাদেশকে জঙ্গিবাদের সঙ্গে যুক্ত করার যেকোনো প্রচেষ্টা নাকচ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগের শাসনামলেও এ ধরনের বয়ান দেশি-বিদেশি কেউ বিশ্বাস করেনি, এখনও বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না।

তিনি বলেন,ওবাংলাদেশে এখন জনগণের সমর্থিত, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একটি সরকার আছে, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একটি বিরোধী দল আছে। এখানে কোনোভাবেই জঙ্গিবাদের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এটা আন্তর্জাতিক মহলে মনোযোগ আকর্ষণের একটি পুরোনো রাজনৈতিক প্রচেষ্টা২

আওয়ামী লীগের মানবাধিকারবিষয়ক বক্তব্যেরও সমালোচনা করেন তিনি। অতীতে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং জুলাই-আগস্টের সহিংসতার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, যারা এসব ঘটনার সময় নীরব ছিল, তাদের মুখে এখন গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে কথা শোনাওহাস্যকর২।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন,ওবাংলাদেশের জনগণ দল-মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ। গত ১৭-১৮ বছরে যে ফ্যাসিবাদ চলেছে, সেটি আবার ফিরে আসুকড়এটা বাংলাদেশের মানুষ কোনোভাবেই মেনে নেবে না২

ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণ এবং দুই দেশের সরকারই সম্পর্ক উন্নত হোকড়এটাই চায়ওকিন্তু ভারতের মাটিতে বসে স্বৈরাচারী, ফ্যাসিবাদী, সাজাপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগের লোকজন এবং আওয়ামী লীগের প্রধান যদি এই ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে এবং সেটা যদি ভারত সরকার এখনই বন্ধ না করে, তাহলে অবশ্যই সেটা বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটা উদ্বেগের জায়গা তৈরি করে২

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
SMG FUNDING
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

হামাস নিরস্ত্র না হওয়া

১৪ পৃষ্ঠার পর

সুবিধাজনক অবস্থানে নেই। একদিকে গাজায় ছাড় দেওয়ার কারণে ক্ষুব্ধ কট্টর ডানপন্থী মন্ত্রীদের, অন্যদিকে তার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক মিত্র ট্রাম্পের- এই দুই পক্ষের চাপের মুখে রয়েছেন তিনি।

ট্রাম্প গাজার সংঘাতের অবসানের পথে অগ্রগতি চান এবং এ জন্য নতুন ১৫ দফা শান্তি পরিকল্পনা দিয়েছেন।

এর আগে গত সোমবার গাজায় যুদ্ধবিরতি তদারকির দায়িত্বে থাকা ট্রাম্পের 'বোর্ড অব পিস'-এর গাজা বিষয়ক দূত নিকোলাই ম্লাদেনভ নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক করেন। ওইদিন থেকেই গাজায় ইসরায়েলের হামলার তীব্রতা কমে এসেছে।

ইসরায়েলের অবস্থান সম্পর্কে অবগত একটি সূত্র জানিয়েছে, গাজায় ইসরায়েলি বাহিনী শুধু তাৎক্ষণিক হুমকি হিসেবে বিবেচিত বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে এবং প্রায় প্রতিদিনের ভিত্তিতে যে লক্ষ্যভিত্তিক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে আসছিল, তা আর করবে নাড়এ বিষয়ে তারা সম্মত হয়েছে।

এর মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের চাপের কারণে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা কার্যত বন্ধ রয়েছে।

ট্রাম্পের পরিকল্পনা নিয়ে প্রথমবারের মতো সরাসরি মন্তব্য করতে নেতানিয়াহু বলেন, 'আমি এ বিষয়ে একদম স্পষ্ট হতে চাই: ইসরায়েল এই ১৫ দফার দলিল প্রত্যাখ্যান করছে।'

তিনি বলেন, 'যতক্ষণ না হামাস প্রকৃতপক্ষে নিরস্ত্র হচ্ছে, ততক্ষণ ইসরায়েলি সেনাবাহিনী কোনোভাবেই প্রত্যাহার করা হবে না। আমাদের সামরিক বাহিনী ও নাগরিকদের লক্ষ্য করে আসা যেকোনো হুমকি নস্যাৎ করার কাজ অব্যাহত থাকবে।'

নেতানিয়াহু আরও বলেন, 'আমরা এখন আমেরিকানদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি। তাদের কিছু আইডিয়া আছে; এর মধ্যে কিছু আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য, কিছু গ্রহণযোগ্য নয়। আর সেই অগ্রহণযোগ্য বিষয়গুলোর বিপরীতে কীভাবে শক্ত অবস্থান ধরে রাখতে হয়, তা আমাদের জানা আছে।'

নেতানিয়াহুর বলেন, 'যতদিন আমি প্রধানমন্ত্রী আছি, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হতে দেওয়া হবে নাড়গাজাতেও নয়, পশ্চিম তীরেও নয়।'

ট্রাম্পের পরিকল্পনা নিয়ে ইসরায়েল ও হামাসের মতবিরোধ

গত মাসে ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন, যুদ্ধ বন্ধে তার পরিকল্পনায় অগ্রগতি হয়েছে। ইসরায়েল ও হামাস উভয়েই ওই পরিকল্পনায় সম্মত হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছিলেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, হামাস অস্ত্র সমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে ইসরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহার করবে এবং একটি নতুন ফিলিস্তিনি পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী গাজা উপত্যকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

তবে দ্রুতই এতে জটিলতা দেখা দিয়েছে। ইসরায়েল বলেছে, হামাস অস্ত্র সমর্পণ করার আগে গাজায় থাকা ইসরায়েলি সেনাদের প্রত্যাহার করা হবে না। অন্যদিকে হামাস বলেছে, তাদের অস্ত্র হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু করার আগেই ইসরায়েলকে হামলা বন্ধ করতে হবে।

মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে নেতানিয়াহু বলেন, 'ইসরায়েল ১৫ দফা নথিটি প্রত্যাখান করেছে।'

তিনি বলেন, 'হামাসকে নিরস্ত্র না করা পর্যন্ত কোনোভাবে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে না। এর অর্থ ভারী অস্ত্র, হালকা অস্ত্রড়সব ধরনের অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রতীকী নিরস্ত্রীকরণের কথা নয়, আমরা প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণের কথা বলছি।'

তিনি জানান, এই পরিকল্পনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরায়েল আলোচনা করছে।

এর আগে, গত মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টেও নেতানিয়াহু একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন।

নেতানিয়াহু বলেন, 'তারা (যুক্তরাষ্ট্র) কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছে। এর কিছু ইসরায়েল মেনে নিতে রাজি, আবার কিছু ইসরায়েল মেনে নিতে রাজি না।'

তবে তিনি বিস্তারিত জানাননি।

অন্যদিকে হামাসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বাসেম নাঈম রোববার রয়টার্সকে বলেন, ১০ দিন আগে কায়রোতে মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে যে রোডম্যাপ নিয়ে আমরা একমত হয়েছিলাম, তার প্রতি হামাস এখনও অঙ্গীকারবদ্ধ।

তিনি বলেন, আমরা আশা করি মধ্যস্থতাকারী ও যুক্তরাষ্ট্রের গ্যারান্টার নেতানিয়াহু ও তার সরকারকে রোডম্যাপ মেনে চলার জন্য চাপ দেবেন। যাতে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও নির্বাচনি স্বার্থে তারা চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত না করেন এবং এর মাধ্যমে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে আরও বেশি ঝুঁকির মধ্যে না ফেলেন।

এদিকে, কট্টর ডানপন্থী অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোটরিচ নেতানিয়াহুর প্রশংসা করেছেন।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'আমরা একটি মূল লক্ষ্য নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলামড়তা হলো হামাসকে ধ্বংস করা। গাজা উপত্যকা থেকে সেনাবাহিনী এক মিলিমিটারও পিছু হটতে পারে না। হামাস ও গাজা উপত্যকাকে পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং হামাসকে নিরস্ত্র করার আগে গাজা উপত্যকায় পুনর্গঠনের কোনো প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে না।'

ট্রাম্প গত মাসে বলেছিলেন, ইরানের সমর্থনপুষ্ট হামাস অস্ত্র সমর্পণে সম্মত হয়েছে।

গাজায় প্রায় দুই দশক ধরে শাসন করা হামাস ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালানোর মধ্যদিয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী এ গাজা যুদ্ধ শুরু হয়।

অন্যদিকে, হামাস 'নিরস্ত্রীকরণ' শব্দটি এড়িয়ে চলছে। তারা বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট ফিলিস্তিনি কারিগরি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি প্রশাসনের কাছে অস্ত্র হস্তান্তরে তারা সম্মত হয়েছে। ওই প্রশাসন ট্রাম্পের 'বোর্ড অব পিস'-এর তত্ত্বাবধানে গাজার কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

হামাস বলেছে, গাজাবাসীকে আবার কোনো যুদ্ধের মুখে পড়া ঠেকাতেই তারা এই পরিকল্পনায় রাজি হয়েছে।

তবে তারা জানিয়েছে, চুক্তি বাস্তবায়ন নির্ভর করবে ইসরায়েল আগে তার নিজের প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করবে কি না তার ওপর। এর মধ্যে সেনা প্রত্যাহারও রয়েছে।

যুদ্ধ বন্ধে গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় চুক্তি হওয়ার পর থেকে ইসরায়েল বলে আসছিল, ২০২৩ সালের অক্টোবরের হামলায় অংশ নেওয়া প্রতিটি যোদ্ধাকে হত্যা করার পরই তারা লক্ষ্যভিত্তিক হামলা বন্ধ করবে। সোমবারের আগে পর্যন্ত তারা এ ধরনের হামলা চালিয়ে আসছিল।

গাজার স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতির পর থেকে ইসরায়েলের হামলায় ১ হাজার ২৫০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন, যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক।

হামাস অবশ্য তাদের কতজন যোদ্ধা নিহত হয়েছেন, সে সংখ্যা প্রকাশ করেনি।

ইসরায়েলি সেনারা গাজার দুই-তৃতীয়াংশ দখল করে রেখেছে এবং সেখান থেকে মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে। ফলে ২০ লাখের বেশি বাসিন্দার প্রায় সবাই হামাস নিয়ন্ত্রণাধীন উপকূলীয় একটি ছোট ভূখণ্ডে আটকা পড়েছেন। তাদের বেশির ভাগই অস্থায়ী তাঁবু বা ক্ষতিগ্রস্ত ভবনে বসবাস করছেন।

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

শেভরন-এক্সন অনেক মুনাফা করছে,

৬ পৃষ্ঠার পর

এদিকে তেলের দাম বৃদ্ধির পক্ষে সাফাই গেয়েছে তেল কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাওআমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট্ব (এপিআই)। সংস্থাটির একজন মুখপাত্র জানান, বর্তমান চড়া মূল্যের জন্য কোনো একক কোম্পানি দায়ী নয়। বরং বৈশ্বিক সরবরাহ-চাহিদা এবং হরমুজ প্রণালিসহ গুরুত্বপূর্ণ নৌপথগুলোতে অস্থিরতাই এর মূল কারণ।

নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে জ্বালানি তেলের দাম কমানো ট্রাম্পের জন্য এখন বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি গ্যালন পেট্রোলের গড় দাম ৪.১০ ডলার, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি। ইরান যুদ্ধের কারণে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় ট্রাম্পের দল রিপাবলিকানরা রাজনৈতিক ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জ্বালানি তেলের দাম নিয়ে ট্রাম্প বলেন,ওতাদেরকে (তেল কোম্পানি) অবশ্যই খুচরা পর্যায়ে দাম কমাতে হবেৢ তিনি আশা প্রকাশ করেন, ইরানের সঙ্গে সংঘাত শেষ হলে তেলের দাম নাটকীয়ভাবে কমে আসবে।

গত সপ্তাহের আয়ের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এক্সনমোবিল, শেভরন, ভ্যালেরো এনার্জি এবং ম্যারাথন পেট্রোলিয়ামের মতো কোম্পানিগুলো বিপুল মুনাফা করেছে। ভ্যালেরো ২০২২ সালের জ্বালানি সংকটের পর তাদের সর্বোচ্চ মুনাফা রেকর্ড করেছে এবং শেভরন গত ছয় বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ আয় করেছে।

মূলত জনসমক্ষে চাপ প্রয়োগ করে কর্পোরেট আমেরিকার আচরণ পরিবর্তন করা ট্রাম্পের পুরনো কৌশল। তার প্রথম মেয়াদেও তিনি গাড়ি নির্মাতাদের যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন বজায় রাখতে, প্রতিরক্ষা ঠিকাদারদের খরচ কমাতে এবং ওষুধ কোম্পানিগুলোকে ওষুধের দাম কমাতে একইভাবে চাপ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় ফেরার পরও তিনি সেই একই ধারা বজায় রাখছেন।

নিরাপত্তার পেলে দেশে ফিরে

১২ পৃষ্ঠার পর

যান, যেখানে তিনি স্ত্রী ও তিন সন্তানকে নিয়ে লং আইল্যান্ডে থাকেন।

তিনি বলেন, '১২ ঘণ্টার মধ্যে কী পরিবর্তন হয়েছিল, আমি জানি না।'

সাকিব জানান, পরে আরেকবার দেশে ফেরার পরিকল্পনাও ভেস্তে যায়। শেখ হাসিনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট দেয়ার পর কর্তৃপক্ষ সেটিকেই তার দেশে ফিরতে না দেয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমার বুঝে আসে না, কাউকে বাংলাদেশে ঢুকতে না দেয়ার ক্ষেত্রে এটা কীভাবে মানদণ্ড হতে পারে।'

রয়টার্সের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৪ সালে অন্তর্বর্তী সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেছিলেন, অন্য সব ক্রিকেটারের মতো সাকিবও নিরাপত্তা পাবেন। তবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তার রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে জনমনে যে ক্ষোভ রয়েছে, তা কমাতে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করার আহ্বানও জানিয়েছিলেন তিনি।

আমাদের 'প্রচুর' পরিমাণে

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রতিক্রিয়া এলো। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যমওদ্য ওয়াশিংটন পোস্ট্ব-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত সপ্তাহে মেরিল্যান্ডের ক্যাম্প ডেভিডে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকের সময় গুরুতর অস্ত্র সংকটের কারণে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক বিকল্পগুলো সংকুচিত হয়ে পড়া নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের মুখোমুখি হয়েছিলেন ট্রাম্প এবং তাঁর ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তবে হোয়াইট হাউস এবং পেন্টাগন এই প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে।

ড. ইউনূসকে বাংলাদেশের অন্তর্বতী

১৩ পৃষ্ঠার পর

জানান, সেই প্রস্তাব শুনে দু'টি আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন ওয়াকার। তাঁর কথায়, ''এক, ইউনূস ইতিমধ্যে বাংলাদেশের শ্রম আইনের মামলায় দোষী। দুই, ওঁর বিরুদ্ধে টাকা তছরুপের অভিযোগ রয়েছে।''

সে সময় এক জন আইনের শিক্ষক হিসেবে যুক্তি দিয়ে আসিফ ওয়াকারকে বলেন, ''আপনার প্রতি রাগ হলে আপনাকেও শাসকদল কোনও মামলায় দোষী সাব্যস্ত করাতে পারবে। বাংলাদেশে এটা করা সম্ভব। এগুলি আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচার। ইউনূস দেশ এবং বিদেশে শ্রদ্ধেয় এক ব্যক্তি, ওঁর কোনও বিকল্প নেই।'' এর পরে ওয়াকার তাঁর দুই 'বন্ধু'ড় বাংলাদেশের তৎকালীন বায়ুসেনাপ্রধান এবং নৌসেনাপ্রধানকে ঘরে ডেকেছিলেন। তাঁরাও ইউনূসের বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছিলেন। আসিফের কথায়, ''আমার মনে হয়েছিল, ওয়াকার ভাই কনভিনসড হয়েছেন।''

যদিও সে দিনই সন্ধ্যায় বঙ্গভবনের বৈঠকে 'অন্য রকম' ঘটেছিল বলে জানান আসিফ। সেখানে একটি ঘরে আন্দোলনকারী নেতাদের সঙ্গে তিনি বসেছিলেন। ওয়াকার এসে জানান, পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাদা ভাবে কথা বলতে চান। আসিফের কথায়, ''রাষ্ট্রপতি ও তিন বাহিনীর প্রধান এলে হঠাৎ ওয়াকার ভাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আসিফ সাহেব, আপনার সঙ্গে তো কথা হয়েছে; আমরা একটু ছাত্রদের সঙ্গে বসি। ইট কেম অ্যাজ আ সারপ্রাইজ। বোঝা যাচ্ছে, ওঁদের আলাদা বৈঠক করার পরিকল্পনা আছে।''

তার আগে আসিফ আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে ইউনূসের বিষয়ে আশ্বাস আদায় করেছিলেন বলে জানিয়েছেন আসিফ। তাঁর কথ য়, ''ছাত্রদের আমি আগেই সকালের মিটিংয়ের কথা জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম, তোমরা কিন্তু ইউনূস স্যার ছাড়া কারও ব্যাপারে রাজি হবে না। তারা আমার চেয়েও বেশি স্ট্রং এই পজিশনে। তারা বলেছিল, স্যার, এটা নিয়ে আপনি কোনও চিন্তা করবেন না।''

আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ওয়াকারের বৈঠক প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা চলেছিল জানিয়ে আসিফ বলেন, ''মিটিং শেষ হলে নাহিদ, আসিফরা এল। আমি বললাম, নাহিদ, তোমরা কি এটা (ইউনূসকে উপদেষ্টা পদে বসানো) করতে পেরেছ? বলল, জি স্যার, কোনও চিন্তা করবেন না, ইউনূস স্যারই হবেন। আমি ওদের জড়িয়ে ধরলাম। এত খুশি লাগছিল!'' আসিফের দাবি, ''পুরো মিটিংয়ের মূল পারপাসই ছিল ইউনূস স্যার বাদে অন্য কাউকে সরকারপ্রধান হিসেবে নেওয়ার। এমনকি, ছাত্রদেরও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তোমরা কেউ দায়িত্ব নাও। ওরা অনড় ছিল। শেষে ওয়াকার ভাই নাকি বলেছেন, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা যেটা ভাল বোঝেন, সেটাই করেন।''

হাসিনা সরকারের আমলে ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে ইউনূসকে দোষী সাব্যস্ত করে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছিল আদালত। নোবেলজয়ীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের শ্রম আইন ভাঙার অভিযোগ উঠেছিল। বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী, যে কোনও সংস্থায় কর্মীদের কল্যাণমূলক তহবিল তৈরি করতে হয়। কিন্তু গ্রামীণ টেলিকমে ওই তহবিলের ব্যবস্থা ছিল না বলে অভিযোগ। নোবেলজয়ী ইউনুসের এই 'হেনস্থা'র বিরুদ্ধে সে সময় সরব হয়েছিলেন খোদ প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। পরে ইউনূস অন্তর্বতী সরকারের প্রধান হলে সেই রায় খারিজ হয়। ২০২৪ সালের জুন মাসে ইউনূস এবং ১৩ জনের নাম জড়ায় ২০ লক্ষ ডলার তছরুপের মামলায়। ভারতীয় মুদ্রায় যার মূল্য প্রায় ১৯ কোটি টাকা। সে সময় বাংলাদেশে ইউনূসপন্থীরা অভিযোগ করেছিলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই এ সব করা হয়েছে। সেনাপ্রধান ওয়াকারের সামনে সেই যুক্তিই তুলে ধরেছিলেন বলে জানিয়েছেন আসিফ। তার পরে ইউনূসই হয়েছিলেন অন্তর্বতী সরকারের প্রধান। গত ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে ভোট হয়। ক্ষমতায় আসে খালেদা জিয়ার দল বিএনপি।

মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বতী সরকার বাংলাদেশের এক বিতর্কিত অধ্যায়। তুমুল ভারত-বিরোধিতায় ইন্ধন জোগানো ছাড়াও প্রশাসন চালানো এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতার ভূরি ভূরি অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। প্রথম আলো-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আসিফও স্বীকার করেছেন, ইউনূস সরকারের কিছু কাজ ঠিক হয়নি। তাঁর কথায়, ''মব নিয়ন্ত্রণ, মামলায় ভুয়া আসামি রাখার সংস্কৃতি, প্রথম আলো-ডেইলি স্টারুএ আক্রমণড়এগুলো আমরা অ্যাড্রেস করতে পারিনি। ৩২ নম্বর (ধানমন্ডিড়বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন) ভাঙা রোধেও আমাদের ব্যর্থতা ছিল। হামের টিকা নিয়ে আমাদের এরর অব জাজমেন্ট প্রচণ্ড পীড়াদায়ক, যদিও এই সঙ্কট মূলত আওয়ামী লীগ আমলে তৈরি হয়েছিল।''

প্রকাশ্যে রুবিওকে সমর্থন দিলেও

৭ পৃষ্ঠার পর

পর রিপাবলিকান দলের মনোনয়নের লড়াইয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাচ্ছেন।

তবুও সম্প্রতি ওভাল অফিসে রিপাবলিকান দলের কয়েকজন দাতার সঙ্গে বৈঠকে তিনি নাকি বলেছেন, ‟দিনের শেষে আমাদের জেডিকেই নির্বাচিত করতে হবে।চ

অন্যদিকে প্রকাশ্যে ট্রাম্প বারবারই আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে ভ্যান্স ও রুবিওড়দুজনকেই, কখনো একসঙ্গে আবার কখনো আলাদাভাবে, সমর্থন জানিয়েছেন।

গত জুনে নিউইয়র্ক পোস্টকে ট্রাম্প বলেছিলেন ,ওওরা দুজনই খুবই প্রতিভাবান। দুজনই অসাধারণ। আমি দুজনকেই পছন্দ করি, আর তাদের একসঙ্গে দেখতেও ভালো লাগে। জানেন, সেটা দারুণ হবে। তারা যদি একসঙ্গে থাকে, তাহলে তাদের হারানো কঠিন হবে। তারা দুর্দান্ত একটি দল হবে। জেডি ও মার্কো দারুণ একটি দল হবেৢ

দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গোপনে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ভ্যান্সই হবেন তার রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী। তবে অন্য ছয়টি সূত্র সংবাদপত্রটিকে জানিয়েছে যে বিষয়টি তেমন নয় এবং ট্রাম্প এখনও এই বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেননি।

একটি সূত্র ওয়াশিংটন পোস্ট-কে জানিয়েছে,ওযারা মনে করছেন এটি নিশ্চিত, তারা মূলত তাড়াহুড়ো করছেন অথবা প্রেসিডেন্টকে খুব ভালো করে চেনেন নাৢ

সম্প্রতি ওভাল অফিস থেকে দেওয়া বক্তব্যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছিলেন, তিনি মনে করেন ভ্যান্সওঅসাধারণৢ কিন্তুওএই বিষয়ে ভাবার জন্য এখনও অনেক সময় বাকি আছেৢ

হোয়াইট হাউসের পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হওয়ার বিষয়ে প্রায়ই রসিকতা করা ট্রাম্প মূলত ক্ষমতা শেষ হতে যাওয়া কোনো দুর্বল প্রেসিডেন্টের মতো দেখানোর ঝুঁকি এড়াতে মনোনয়নে সমর্থন দেওয়া বিলম্বিত করবেন।

২০২৮ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের সমর্থন কতটা সহায়ক হবে, তা নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠেছে।

অবশ্য মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে রিপাবলিকান প্রাইমারিগুলোতে ট্রাম্পের ভাগ্য বেশ ভালোই ছিল, তার মনোনীত প্রার্থীদের খুব কম সংখ্যকই মনোনয়ন জিততে ব্যর্থ হয়েছেন।

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকে মনে করেন, কম রাজনৈতিক সচেতন ভোটারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত বড় বড় নির্বাচনি লড়াইয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে যুক্ত থাকাড়এবং তার অপ্রিয় নীতিগত সিদ্ধান্ত, যার মধ্যে রয়েছে ইরান যুদ্ধ এবং তীব্র সমালোচিত অভিবাসনবিরোধী কঠোর নীতিড়বিপরীত প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে বা এক ধরনেরওমরণফাঁদৢ হতে পারে।

এমএসএনবিসি জানিয়েছে, ট্রাম্পের দল ইচ্ছে করেই রিপাবলিকান প্রার্থীদের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে প্রেসিডেন্ট থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখার সুযোগ করে দিচ্ছে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স এখনও প্রকাশ করেননি যে তিনি মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর তার স্ত্রী উষার সাথে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন কি না।

একইভাবে, বতর্মান পররাষ্ট্র সচিব মার্কো রুবিও এখনও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোনো ইঙ্গিত দেননি। তিনি এর আগে ২০১৬ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদের মনোনয়নের জন্য লড়াই করেছিলেন। - টেলিগ্রাফ

ইরান যুদ্ধ 'খুব শিগগিরই' শেষ হবে,

৭ পৃষ্ঠার পর

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ইরান প্রসঙ্গ টেনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন,ওআমার ধারণা, যুদ্ধ খুব শিগগিরই শেষ হতে যাচ্ছে। আমার মনে হয় না ওরা আর বেশি দিন টিকে থাকতে পারবেৢ

রয়টার্স গত ৪ আগস্ট মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ইরানের সঙ্গে পাঁচ মাসের এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী তাদের বিশ্বজুড়ে থাকা উচ্চমাত্রায় নিখুঁত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের বড় একটি অংশই ব্যবহার করে ফেলেছে।

গোলাবারুদের মজুত পরিস্থিতির বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, নির্দিষ্ট কিছু অস্ত্রের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ প্রায় অসীম। তবে অন্যান্য কিছু অস্ত্রের মজুত যে সীমিত, তা-ও স্বীকার করেন তিনি।

ট্রাম্প আরো বলেন,ওআমাদের খুব শক্তিশালী কিছু গোলাবারুদ আছে; ওগুলোর সরবরাহ প্রায় অসীম বলা চলে। তবে অন্যান্য কিছু অস্ত্রের ক্ষেত্রে সরবরাহ কিছুটা টানাটানিতে রয়েছেৢ

ট্রাম্প আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আরও উৎপাদন কারখানা তৈরি করছে, যার মধ্যে প্যাট্রিয়ট ও টমাহক ক্ষেপণাস্ত্রের স্থাপনাও রয়েছে।

হরমুজ প্রণালি আবার চালুর বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, প্রণালিটি খুলে দেওয়ার বিষয়ে ইরানের সঙ্গে এখনও কোনো চুক্তি হয়নি, তবে শিগগিরই এমন একটি চুক্তিতে পৌঁছানো যেতে পারে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বন্দরগুলোতে তাদের অবরোধ অব্যাহত রাখবে বলেও জানান তিনি।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেন,ওআমরা খুব ভালো এগোচ্ছি। আমি নিজেই আলোচনার সঙ্গে যুক্ত আছি। আমার মনে হয় আমাদের অগ্রগতি বেশ ভালো। খুব শিগগিরই এটা (চুক্তি) হয়ে যেতে পারেৢ

ইরান যুদ্ধের জন্য কংগ্রেসের কাছে হোয়াইট হাউসের ৩০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অতিরিক্ত অর্থায়নের অনুরোধের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন,ওআমরা দারুণ অবস্থানে আছি, তবে আমরা সবসময় আরও বেশি চাইৢ

এর আগে গত শনিবার ইরানের জ্বালানি স্থাপনাগুলোতে বড় ধরনের হামলা স্থগিত করেন ট্রাম্প। সে সময় তিনি দাবি করেছিলেন, মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যস্থতাকারীরা তাকে আশ্বস্ত করেছেন যে হরমুজ খুলে দেওয়ার চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত। এরপর সোমবার তিনি দাবি করেন, চুক্তিটি মঙ্গলবার সই হতে পারে। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের তিনি জানান, বুধ বা বৃহস্পতিবার চুক্তি হতে পারে।

এদিকে ইরানের প্রধান মধ্যস্থতাকারী মোহাম্মদ বাগের গালিবাফ বারবার বড় হামলার হুমকি দেওয়া এবং পরে সমঝোতায় অগ্রগতির কথা বলে তা স্থগিত করার কারণে ট্রাম্পকে কটাক্ষ করে টুইট করেছেন।

গালিবাফ লেখেন,ওচবিশাল হামলা আসছে...দাঁড়ান, বাদ দিন, ওরা আলোচনা করতে চায়চড়এটা চক্রাকারে চলতে থাকা নাটুকে কূটনীতি। ভয়ভীতি প্রদর্শন + প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ + ভুয়া খবরকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা একটি ব্যর্থ কৌশল। বাস্তবতা স্বীকার করে নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন। আমাদের আর নতুন কোনো নাটকের প্রয়োজন নেইৢ বৃহস্পতিবার ইরান আর বেশিদিন টিকতে পারবে না বলে পূর্বাভাস দিলেও গত সপ্তাহেই ট্রাম্প বলেছিলেন, মার্কিন সামরিক অভিযান এবং অবরোধ সহ্য করে টিকে থাকার ক্ষেত্রে ইরানের সক্ষমতাকে তিনিওশ্রদ্ধাৢ করেন। এদিকে বুধবার ইরান জানিয়েছে, গত কয়েক দিনে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের কোনো আলোচনা হয়নি। তবে ওমানের সঙ্গে হরমুজ প্রণালি-সংক্রান্ত একটি চুক্তি চূড়ান্ত করছে তারা।

এই আলোচনা সম্পর্কে অবগত কর্মকর্তারা বলছেন, এই সমঝোতার ফলে তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ফের আলোচনা শুরুর পথ সুগম হবে।

এই চুক্তির মাধ্যমে ইরান যদিও তাদের চাহিদার সবকিছু পাবে না, তবু এর মাধ্যমে হরমুজের ওপর তারা বেশ কিছু নিয়ন্ত্রণ পাবে, যা যুদ্ধের আগে তাদের ছিল না। - রয়টার্স; টাইমস অভ ইসরায়েল

স্পিকার হিসেবে জেফ্রিসের সঙ্গে

৬ পৃষ্ঠার পর

নিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ‟তিনি কঠোর আচরণ করেন কারণ আমিও তাঁর প্রতি কঠোর।চ ডেমোক্র্যাট নেতা জেফ্রিস যদি স্পিকার হন, তবে তাঁর সাথে কাজ করা সম্ভব কি নাড়এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আমার মনে হয় সম্ভব।

ক্যাপিটল হিলে দলের কার্যক্রম নিয়ে রিপাবলিকানদের তৃণমূল পর্যায়ে যে হতাশা রয়েছে, তা স্বীকার করার পাশাপাশি ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যদের ওপর দলের ভোটাররা ‟খুবই ক্ষুব্ধচ। সেই হতাশা সত্ত্বেও ট্রাম্প প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার মাইক জনসনের (রিপাবলিকান-লুইজিয়ানা) প্রতি দৃঢ় সমর্থন অব্যাহত রেখেছেন; তিনি বলেছেন, নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানরা প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালেও তিনি জনসনকে সমর্থন দিয়ে যাবেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরো বলেন, ‟আমার মনে হয় না তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানানোর কোনো চিন্তাভাবনাও কারও আছে।চ মন্তব্যের জন্যওনিউজম্যাক্সৢ (ঘবংিসধী) জেফ্রিসের কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করেছিল, তবে তাৎক্ষণিক কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

হাতের
মুঠোয়
পরিচয়
পড়ুন
নিরাপদে
থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
IRS e-file
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
☑ কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
☑ নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
☑ উচ্চ আয়ের সুযোগ
☑ কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

শুধু বিমান হামলা চালিয়ে ইরানকে

৫ পৃষ্ঠার পর

অনেক কর্মকর্তা এখন মনে করেন, বিমান হামলা চালিয়ে ইরানকে পরাস্ত করার সম্ভাবনা কম।

এ নিয়ে জেনারেল কেইনের মুখপাত্র জোসেফ হলস্টেডের কাছে জানতে চেয়েছিল সিএনএন। তাঁর ভাষ্য, জেনারেল কেইনের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনার বিষয়ে কথা বলবেন না তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ও সিআইএও এ নিয়ে কথা বলতে রাজি হয়নি। তবে হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা প্রশংসা করে বলেছেন, জেনারেল কেইন সব সময় ট্রাম্পকে সঠিক ও নিরপেক্ষ তথ্য দেন। যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তায় তিনি একটি 'সম্পদ'।

'বিমান হামলার সক্ষমতা সীমিত'

গত মাসের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতাদের কেইন বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলা চালানোর সক্ষমতা সীমিত হয়ে এসেছে। এখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা দলের অনেক কর্মকর্তাও তা বিশ্বাস করছেন। এ কারণেই গত মাসের শেষ দিকে ইরানে হামলার বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন ছিলেন। কারণ, সংঘাত বাড়লে এর নেতিবাচক প্রভাব উল্টো যুক্তরাষ্ট্রের ওপর পড়তে পারে।

সিএনএনকে ওই সূত্র জানিয়েছে, জুলাইয়ের শেষ দিকে ওই হামলার পরিকল্পনার পক্ষে ছিল একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) কিছু অংশ। ইসরায়েলও ওই পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। তবে মধ্যপ্রাচ্যের মিত্রদেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা শেষে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পিছিয়ে যান। মধ্যপ্রাচ্যের ঐ দেশগুলো বলেছিল, ইরানে হামলা হলে পাল্টা হামলায় আক্রান্ত হতে পারে তাদের জ্বালানি অবকাঠামোগুলো।

যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রের মজুত কমে যাওয়াও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পিছিয়ে আসার একটি কারণ হতে পারে বলে জানিয়েছে ওই সূত্র। বিষয়টি নিয়ে শুধু জেনারেল ড্যান কেইনই উদ্বেগ প্রকাশ করেননি। উপসাগরীয় দেশগুলোর কর্মকর্তারা ট্রাম্প প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের আকাশ প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত কমে যাওয়ায় ইরান হামলা চালালে তা ঠেকানোর সক্ষমতা কমে যেতে পারে তাঁদের।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বারবার ইরানের বেসামরিক জ্বালানি অবকাঠামো ও সেতুতে হামলার হুমকিও দিয়ে আসছেন। তবে সূত্রের ভাষ্য হলো, এমন হামলার জেরে ইরান আত্মসমর্পণ করবেড়এমন সম্ভাবনা কম বলে মনে করেন জেনারেল কেইন। বেসামরিক অবকাঠামোয় হামলা চালানো হলে ইরানের জনগণ উল্টো সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতে পারে। এতে যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনে যুক্তরাষ্ট্রেরই ক্ষতি হবে।

ট্রাম্পকে সামলানো

যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সক্ষমতা নিয়ে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখার বিষয়েও সচেতন ড্যান কেইন। সূত্র জানিয়েছে, গত মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও অন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে হামলা বাড়ানোর নেতিবাচক দিক এবং গোলাবারুদ কমে যাওয়া কথা বলেছিলেন তিনি। এও বলেছিলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যদি হামলা চালিয়ে যেতে চান, তাহলে ইরানকে 'পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া যেতে পারে'।

তবে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, পররাষ্ট্র সচিব মার্কো রুবিও ও সিআইএ প্রধান জন র‌্যাটক্লিফের সঙ্গে বৈঠকের সময় জেনারেল কেইন আরও স্পষ্টভাবে উদ্বেগের কথাগুলো তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যুদ্ধের এই পর্যায়ে শুধু বোমা হামলা চালিয়ে ট্রাম্পের ঘোষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। এমন পরিস্থিতিতে কেউ কেউ মনে করছেন, ট্রাম্পের সঙ্গে কেইন যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলছেন না। তাঁর সামনে গিয়ে অনেক কিছু চেপে যাচ্ছেন।

বিকল্প নিয়ে চিন্তা

ইরান যুদ্ধ থেকে বের হতে সম্প্রতি বিকল্প কৌশল মূল্যায়ন শুরু করে পেন্টাগন ও সেন্টকম। সূত্র জানিয়েছে, ইরানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা জন্য প্রচলিত পদক্ষেপের বাইরে কৌশল ঠিক করতে একটি ইমেইল পাঠিয়েছেন সেন্টকমের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা। যুদ্ধে পাঁচ মাস পর এসে নতুন উপায় খোঁজা আসলে পরিস্থিতি ভালো যাচ্ছে নাড়এটিরই একটি নীরব স্বীকারোক্তি। জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের প্রধান হিসেবে ইরানে হামলা চালানোর সামরিক বিকল্প তৈরি করার দায়িত্ব জেনারেল কেইনের। আর এত পরে বিকল্পের বিষয়টি সামনে আসায় ইরান যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর কম অভিজ্ঞতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কেইন কীভাবে পরিস্থিতি সামলাচ্ছেন, তা নিয়ে একটি সূত্র বলেছে, এ বিষয়ে তিনি সামর্থ্যের চেয়ে অনেক বড় এক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেছেন।

সূত্র বলছে, ইরানের হামলা বাড়ানোর নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি জেনারেল কেইন ও অন্য কর্মকর্তারা যুদ্ধ থেকে 'বের হওয়ার এমন একটি পথ' খুঁজছেন, যাতে অন্তত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটি 'প্রতীকী বিজয়' দেখাতে পারেন। এর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জনগণের কাছে নিজের সাফল্য হিসেবে তুলে ধরতে পারবেন, আবার সম্ভাব্য কূটনৈতিক সমঝোতার পথও বন্ধ হবে না। এর শুরু হতে পারে হরমুজ প্রণালি আবার খুলে দেওয়ার একটি চুক্তির মাধ্যমে।

হরমুজ প্রণালী খুলে দিলে পারমাণবিক

৫ পৃষ্ঠার পর

সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানায়, সম্প্রতি সিনিয়র উপদেষ্টাদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ট্রাম্প এ বিষয়ে নিজের মতামত তুলে ধরেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে দূরে রাখা এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালিতে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক করা সম্ভব হলে, বর্তমান যুদ্ধবিরতির মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়াতে প্রস্তুত ট্রাম্প।

যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের ভাষ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জুনে মার্কিন সামরিক অভিযান 'অপারেশন মিডনাইট হ্যামার'-এ ইরানের পারমাণবিক অবকাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে তেহরান খুব শিগগিরই তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি পুনরায় শুরু করতে পারবে না বলেই বিশ্বাস করেন ট্রাম্প। এছাড়া ইরান গোপনে কোনো পারমাণবিক সক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করলে তা মার্কিন গোয়েন্দা নজরদারিতে ধরা পড়বে বলে ওয়াশিংটন আশাবাদী। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য সামরিক হামলার ভয় তেহরানের জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করবে বলেও মনে করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা জানান, তেহরান যদি হরমুজ প্রণালি সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করে দেয়, তবে ইরানের সমুদ্রবন্দরগুলোর ওপর আরোপিত অবরোধ তুলে নেবে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন ইরানের বিরুদ্ধে তাদের প্রধান সামরিক উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করেছে উল্লেখ করে ওই কর্মকর্তা বলেন, ওয়াশিংটনের বর্তমান মূল অগ্রাধিকার হলো হরমুজ প্রণালি দিয়ে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক করা। তবে ইরান যদি পুনরায় জাহাজে হামলা চালায়, তবে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পদক্ষেপের পথ খোলা থাকবে।

বিশ্লেষকদের মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বর্তমান পর্যায়ে স্থিতিশীল থাকা পর্যন্ত ট্রাম্প কূটনৈতিক সংকট মোকাবেলায় ধৈর্য ধরার নীতি বজায় রাখবেন। তবে ওয়াশিংটনের জন্য পরিস্থিতি সহজ নয়। সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক পরিচালক মোনা ইয়াকুবিয়ান বলেন, হরমুজ প্রণালি খোলার ক্ষেত্রে ইরানের সাম্প্রতিক কঠোর শর্তগুলোর কারণে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্য সম্মানজনকভাবে যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার পথ তৈরি করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

ইউরেশিয়া গ্রুপের ইরান বিশেষজ্ঞ গ্রেগরি ব্রিউ বলেন, ইরান বুঝে গেছে ট্রাম্প এই সংঘাতের অবসান চান। তাই তারা দর কষাকষিতে কঠোর অবস্থান নিচ্ছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের আচরণ সংশোধন না করা পর্যন্ত কৌশলগত হরমুজ প্রণালি পুনর্নবীকরণ করা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে ইরানের ইসলামিক রেভোল্যুশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি)। রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম আইআরআইবিতে প্রচারিত এক বার্তায় সংস্থাটির কমান্ডার মোহাম্মদ বাঘের জোলঘদর এ ঘোষণা দেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসনের আচরণ সংশোধনের জন্য তিনি ৬টি শর্ত উপস্থাপন করেছেন।

এগুলো হলো,

এক, ইরান, লেবানন, ইয়েমেন, ইরাক ও ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সব ধরনের আগ্রাসন বন্ধ করা;

দুই, ইরানকে যেকোনো ধরনের মৌখিক হুমকি দেয়া থেকে বিরত থাকা;

তিন, সামরিক ও নৌ-অবরোধ সম্পূর্ণ তুলে নেয়া এবং ওই অঞ্চল থেকে মার্কিন নৌ ও বিমানবাহিনী প্রত্যাহার;

চার, যুদ্ধের কারণে ইরানের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান;

পাঁচ, ইরানের ওপর আরোপিত সব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

এবং ছয়, বিদেশে অবরুদ্ধ থাকা ইরানের যাবতীয় সম্পদ অবিলম্বে মুক্ত করা।

এদিকে, উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যেও সংঘাত দ্রুত সমাধানের বিষয়ে আশাবাদ প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত বৃহস্পতিবার ৬ আগস্ট হোয়াইট হাউসে এক নির্বাহী আদেশের স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, যুদ্ধ খুব শিগগিরই শেষ হতে যাচ্ছে বলে আমি মনে করি। ইরান আর বেশিদিন লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে না।

হরমুজ প্রণালি চালুর প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেন, জলপথটি একপ্রকার খোলাই রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর নেতৃত্বে সেখানে অবরোধ শিথিল ও নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অবশ্য তারা (ইরান) যেকোনো সময় চাইলে কিছু না কিছু লক্ষ্য করে হামলা চালাতে পারে।

কানাডা থেকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ায় প্রায় ১ হাজার বাংলাদেশী

৫৮ পৃষ্ঠার পর

মধ্যে উঠে এসেছে বাংলাদেশের নাম। দেশটি থেকে বর্তমানে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ায় রয়েছেন প্রায় এক হাজার বাংলাদেশী নাগরিক।

জানা যায়, কানাডা সরকার অভিবাসন নীতি বাস্তবায়নে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দেশটিতে আশ্রয়প্রার্থী বিদেশী নাগরিকদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর সংখ্যা গত এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চে পৌঁছেছে। অন্যদিকে ২০২৪ সালে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মী কানাডায় আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে বসবাসের চেষ্টা করছেন। শুধু কানাডা নয়, সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপের অনেক দেশও বাংলাদেশী আশ্রয়প্রার্থীদের দেশে ফেরত পাঠাতে কঠোর হচ্ছে।

কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সির (সিবিএসএ) 'রিমুভালস ইন প্রোগ্রেস' তালিকার তথ্য (৩০ জুন পর্যন্ত) অনুযায়ী, ৯৬৮ জন বাংলাদেশী নাগরিককে দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ফেরত পাঠানো নিশ্চিত হয়েছে এমন বিদেশী নাগরিকদের এ তালিকায় দশম স্থানে অবস্থান করছে বাংলাদেশ।

২০২০ সালে ৩০৮ জন বাংলাদেশীকে কানাডা থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল বলে জানিয়েছে সিবিএসএ। এরপরের কয়েক বছরে সে সংখ্যা কিছুটা কমে এলেও চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসেই ২২৭ জন বাংলাদেশী নাগরিককে কানাডা থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

ইমিগ্রেশন, রিফিউজিস অ্যান্ড সিটিজেনশিপ কানাডার (আইআরসিসি) তথ্য মতে, ফিফা বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখতে আসার পর কানাডায় আশ্রয় আবেদনকারীদের তালিকায় বাংলাদেশীরাও রয়েছেন। ভিজিটর ভিসায় কানাডায় আসা বিদেশীদের মধ্যে যে ১৭৫ জন পরে আশ্রয়ের আবেদন করেছেন, তাদের মধ্যে ১০ জন বাংলাদেশী নাগরিক রয়েছেন।

কানাডা থেকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়াধীন বাংলাদেশীসহ বিভিন্ন দেশের ৪০ হাজার ৮২৭ জনের মধ্যে ৩৬ হাজার ৬২২ জনই রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী।

কানাডার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত একজন বাংলাদেশী নাম প্রকাশ না করে বণিক বার্তাকে বলেন, 'গণ-অভ্যুত্থানের পর কানাডায় বিচারাধীন বাংলাদেশী শরণার্থী আবেদনগুলোর ক্ষেত্রে দুই ধরনের জটিলতা তৈরি হয়েছে। যারা আগে আওয়ামী লীগ সরকারের হাতে নিপীড়নের আশঙ্কায় আশ্রয় চেয়েছিলেন, তাদের ঝুঁকি মূল্যায়ন নতুন প্রেক্ষাপটে পুনর্বিবেচনা; আবার যারা এখন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্টতার কারণে বাংলাদেশে ফিরলে ঝুঁকিতে পড়তে পারেন, তাদের নতুন আবেদন প্রক্রিয়ার বিবেচনা এক জটিল পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এই দুই প্রেক্ষাপটকে অনেকেই স্থায়ীভাবে কানাডায় বসবাসের জন্য টুলস হিসেবে ব্যবহার করছেন। তবে দেশটি এখন অভিবাসন নীতির ক্ষেত্রে আগের ঢিলেঢালা অবস্থান থেকে সরে এসে এখন কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে।'

অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশীদের অবস্থান ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশী আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য পরিস্থিতি আগের চেয়ে কঠিন হয়ে উঠেছে। ইউরোপের দেশগুলো এরই মধ্যে আশ্রয় দেয়া কমিয়ে দিয়েছে। সাগরপথে অবৈধভাবে ইউরোপ যাত্রা ও মানব পাচারের মতো ইস্যু বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশীদের ভিসা পাওয়া কঠিন করে তুলছে।

কানাডায় বেআইনিভাবে থাকা ব্যক্তিদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ভারত। ভারতের ৭ হাজার ৬৬৯ জন নাগরিককে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মেক্সিকো, দেশটির ৬ হাজার ৫৬১ জন নাগরিককে ফেরত পাঠানোর কাজ চলছে। অন্যান্য দেশের মধ্যে তালিকায় রয়েছে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের ২ হাজার ১৭৯ জন, চীনের ১ হাজার ৮৯২ জন, নাইজেরিয়ার ১ হাজার ৬৪৭ জন, কলম্বিয়ার ১ হাজার ২৩৭ জন, পাকিস্তানের ১ হাজার ১৩৯ জন, ব্রাজিলের ১ হাজার ১১৮ জন এবং চিলির ১ হাজার ৩০ জন নাগরিক।

সিবিএসএর তথ্য মতে, চলতি বছর জুন পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের ১০ হাজার ৬০৭ জনকে কানাডা থেকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এজেন্সি ফর অ্যাসাইলামের (ইইউএএ) 'লেটেস্ট অ্যাসাইলাম ট্রেন্ডস ২০২৫' প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২৫ সালে ইইউতে আশ্রয় নেয়া আবেদনকারীদের মধ্যে বাংলাদেশ চতুর্থ বৃহত্তম উৎস দেশ।

এ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউরোপের দেশগুলোয় ২০২৫ সালে বাংলাদেশী নাগরিকদের ৩৬ হাজার ৯০১টি আশ্রয় আবেদন জমা পড়ে। এর মধ্যে ৩৫ হাজার ২৪৫টি ছিল প্রথমবারের আবেদন। একই সময়ে বাংলাদেশীদের ৪৩ হাজার ৫২৩টি আবেদনের ওপর প্রথম ধাপের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। তবে বছরের শেষে ৪১ হাজার ৬৯২টি আবেদন বিভিন্ন সদস্যদেশে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ছিল। একই বছরে ১ হাজার ১৭০টি আবেদন প্রত্যাহার করা হয়। বাংলাদেশীদের আশ্রয় আবেদনের প্রথম ধাপের স্বীকৃতির হার ছিল মাত্র ৩ শতাংশ।

ইইউএএর প্রতিবেদনে বাংলাদেশবিষয়ক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশের রাজনৈতিক, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার পরিস্থিতির বিষয় অনেক বাংলাদেশীর আশ্রয় আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

একই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে আশ্রয় আবেদন আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১৫ শতাংশ কমলেও বাংলাদেশ এখনো ইইউতে আশ্রয়প্রার্থীদের অন্যতম বড় উৎস দেশ। ইউরোপীয় সীমান্ত ও উপকূলরক্ষী সংস্থা ফ্রন্টেক্সের তথ্য অনুযায়ী, মধ্য ভূমধ্যসাগরীয় রুট দিয়ে অনিয়মিতভাবে ইউরোপে প্রবেশকারীদের মধ্যেও বাংলাদেশীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। বিদেশে শরণার্থী হিসেবে আবেদন হার বৃদ্ধি বহির্বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করছে বলে মনে করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক। তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, 'শেখ হাসিনার সময় দেশে একটি স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ছিল। তখন রাজনৈতিক মামলা-হামলা কিংবা গুমের মতো ঘটনা ঘটত। তবে এখন বাংলাদেশে সেই পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক অস্থিরতা নেই। তা সত্ত্বেও দেখা যায়, ইউরোপসহ উন্নত দেশগুলোতে অনেকে অবৈধভাবে প্রবেশ করেন কিংবা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেন। অনেকেই মূলত স্থায়ীভাবে থাকার উদ্দেশ্যে এসব করে থাকেন। অ্যাসাইলামসংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের সরাসরি কোনো ভূমিকা রাখা বা সুপারিশ করার সুযোগ নেই; পুরো প্রক্রিয়াটি সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার ও কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভর করে।

টিপিএস বাতিলের পর “স্যাংচুয়ারী

৫৮ পৃষ্ঠার পর

হয়। গত ৭ আগস্ট শুক্রবার নিউ ইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ কয়েকজন কর্মীকে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করে।

প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে আক্রান্ত কর্মীর সংখ্যা ‘এক ডজনের বেশি’ থেকে ‘কয়েক ডজন’ বলা হয়েছে। তাদের বড় একটি অংশ নগরীর হাসপাতাল ব্যবস্থায় কাজ করতেন।

নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র মামদানি গত ৩ আগস্ট সোমবার জানান, এই পরিস্থিতি নিয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেছেন। হাইতিয়ান নাগরিকদের জন্য টিপিএস পুনর্বহাল অথবা বিকল্প হিসেবে ডিফার্ড এনফোর্সড ডিপারচার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মেয়র মামদানির ভাষ্য অনুযায়ী, টিপিএস পুনর্বহাল কিংবা এ ধরনের বিকল্প সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা ফেডারেল সরকারের হাতে রয়েছে।

টিপিএস এমন একটি সাময়িক ইমিগ্রেশন সুরক্ষা, যার আওতায় নির্দিষ্ট কিছু দেশের নাগরিকরা নিজ দেশে চলমান যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা গুরুতর মানবিক সংকটের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান ও কাজের অনুমতি পেয়ে থাকেন। হাইতির নাগরিকদের জন্য এই সুরক্ষা দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর ছিল।

গত জুনে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের পর ট্রাম্প প্রশাসনের হাইতির টিপিএস বাতিলের পথে থাকা আইনি বাধা কার্যত দূর হয়ে যায়। এরপর আগস্টের শুরুতে ফেডারেল আদালতও আগের সেই নিষেধাজ্ঞা আর কার্যকর নেই বলে নিশ্চিত করে। ফলে হাইতিয়ান টিপিএস বাতিলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি হয়।

নিউইয়র্ক সিটির জন্য বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হাইতিয়ান অভিবাসীরা নগরীর স্বাস্থ্যসেবা ও পরিচর্যা খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। টিপিএস বাতিলের ফলে শুধু সরকারি কর্মী নয়, বেসরকারি খাতের বহু কর্মীরও চাকরি ও যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের বৈধতা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

মামদানি জানিয়েছেন, চাকরি হারানো কর্মীদের পাশে থাকার জন্য নগর সরকার আইনি পরামর্শ, নতুন ধরনের কাজের অনুমতি পাওয়ার সম্ভাবনা যাচাই এবং স্বাস্থ্যবিমা সংক্রান্ত সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। তবে টিপিএস পুনর্বহাল না হলে এসব কর্মীর ভবিষ্যৎ অনেকটাই ফেডারেল সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে।

টিপিএস বাতিলের প্রভাব নিউইয়র্কের বাইরেও ব্যাপক। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে তিন লাখের বেশি হাইতিয়ান নাগরিক এই সুরক্ষার আওতায় ছিলেন। তাদের অনেকেই বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন, কাজ করছেন এবং পরিবার গড়ে তুলেছেন। এখন টিপিএস বাতিলের কারণে তাদের বৈধভাবে কাজ করার সুযোগ এবং ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অধিকার নিয়ে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

মেয়র মামদানির ট্রাম্পের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের বিষয়টি নিউইয়র্কের অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সিটি প্রশাসন একদিকে ফেডারেল আইনের বাধ্যবাধকতা মেনে কর্মীদের চাকরি থেকে সরিয়েছে, অন্যদিকে একই সময়ে টিপিএস পুনর্বহালের জন্য ফেডারেল সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিউইয়র্কে অভিবাসন অধিকার, কর্মসংস্থান এবং ফেডারেল বনাম স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা নিয়ে বিতর্ক আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

হেলথ ইন্স্যুরেন্স না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রে

৫৮ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত অনেক পরিবারের কাছে যাদের কোন হেলথ ইন্সুরেন্স নেই, তাদের কাছে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন হাতে আসার পর আরেকটি প্রশ্ন সামনে চলে আসে, ওষুধটি কিনতে কত খরচ হবে? একই প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এক ফার্মেসিতে যেখানে কয়েকশ ডলার হতে পারে, অন্য কোথাও সেটিই তুলনামূলক কম দামে পাওয়া যেতে পারে। হেলথ ইন্সুরেন্স না থাকলে বা হেলথ ইন্সুরেন্স এর মাধ্যমে ওষুধটি পাওয়া না গেলে এই পার্থক্য আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ধরা যাক, কোনো প্রেসক্রিপশন ওষুধের হেলথ ইন্সুরেন্স ছাড়া মূল্য ২০০ ডলার। সেটি মানেই রোগীকে ২০০ ডলারই দিতে হবে এমন নয়। প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের রোগী সহায়তা কর্মসূচি, প্রেসক্রিপশন ডিসকাউন্ট কার্ড এবং সরকারি বা কমিউনিটি সহায়তার মতো বৈধ ডিসকাউন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ওষুধের খরচ অনেকটাই কমানো সম্ভব।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকানদের মধ্যে যারা নতুন করে যুক্তরাষ্ট্রের হেলথ ইন্সুরেন্স ও প্রেসক্রিপশন ওষুধের মূল্য কাঠামোর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন, তাদের জন্য বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ওষুধের তালিকাভুক্ত মূল্য, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির পরিশোধযোগ্য মূল্য এবং ডিসকাউন্টের পর নগদ মূল্য এক নাও হতে পারে।

ওষুধের ব্যয় কমানোর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো প্রস্তুতকারী কোম্পানির রোগী সহায়তা কর্মসূচি। নির্দিষ্ট যোগ্যতা পূরণ করলে এসব কর্মসূচির মাধ্যমে কিছু ব্র্যান্ডের ওষুধ বিনামূল্যে বা কম দামে পাওয়া যেতে পারে। অলাভজনক প্রতিষ্ঠান নিডিমেডসের তথ্যভান্ডারে বিভিন্ন ওষুধ ও রোগের জন্য এমন সহায়তা কর্মসূচি, কুপন এবং অন্যান্য আর্থিক সহায়তার তথ্য পাওয়া যায়।

নিডিমেডসের বিনামূল্যের ওষুধ ছাড়ের কার্ডও ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান তথ্য অনুযায়ী, কার্ডটি ৬৫ হাজারের বেশি ফার্মেসিতে গ্রহণযোগ্য এবং নির্দিষ্ট প্রেসক্রিপশনে সর্বোচ্চ ৮০ শতাংশ পর্যন্ত ডিসকাউন্ট এর সুযোগ থাকতে পারে। তবে এটি কোন হেলথ ইন্সুরেন্স নয় এবং প্রতিটি ওষুধে একই হারে ছাড় পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় উপায় হলো প্রেসক্রিপশন ডিসকাউন্ট সেবার মাধ্যমে বিভিন্ন ফার্মেসির দাম তুলনা করা। গুডআরএক্সের মতো প্ল্যাটফর্মে ওষুধের নাম ও অবস্থান দিয়ে সম্ভাব্য দাম দেখা যায়। বিনামূল্যের ডিসকাউন্ট কার্ড বা কুপন ব্যবহার করেও কিছু ওষুধ কম দামে কেনার সুযোগ থাকতে পারে।

তাই একটি নির্দিষ্ট ফার্মেসির দাম দেখেই সিদ্ধান্ত না নিয়ে কাছাকাছি কয়েকটি ফার্মেসিতে নগদ মূল্য, ডিসকাউন্ট কার্ডের মূল্য এবং স্বাস্থ্যবীমার মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য মূল্য তুলনা করা যেতে পারে।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ পথ হলো সরকারি ও কমিউনিটি সহায়তা। মেডিকেইডের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সব স্টেটেই বহির্বিভাগের প্রেসক্রিপশন ওষুধের কভারেজ রয়েছে। তবে কভারেজ, ওষুধের তালিকা এবং রোগীর নিজস্ব খরচ অঙ্গরাজ্যভেদে আলাদা হতে পারে।

এ ছাড়া ৩৪০বি কর্মসূচির আওতায় যোগ্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল ও অন্যান্য সেফটি-নেট প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট প্রেসক্রিপশন ওষুধ কম দামে সংগ্রহ করতে পারে। তবে এর অর্থ এই নয় যে প্রতিটি রোগী বা প্রতিটি ফার্মেসিতে একই দামে ওষুধ পাওয়া যাবে। ৩৪০বি সুবিধা নির্দিষ্ট যোগ্য প্রতিষ্ঠান ও তাদের ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত।

ওষুধের খরচ কমানোর আরেকটি উপায় হলো জেনেরিক সংস্করণ সম্পর্কে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলা। কোনো ব্র্যান্ডের ওষুধের একই সক্রিয় উপাদানের জেনেরিক সংস্করণ পাওয়া গেলে সেটি তুলনামূলক কম খরচে কেনার সুযোগ থাকতে পারে। একই সঙ্গে ৯০ দিনের সরবরাহ নিলে খরচ কমবে কি না, সেটিও চিকিৎসক বা ফার্মাসিস্টের কাছে জানতে পারেন।

কম খরচের জেনেরিক ওষুধের অনলাইন ফার্মেসিও একটি বিকল্প হতে পারে। মার্ক কিউবানের কস্ট প্লাস ড্রাগসের মতো সেবায় কিছু জেনেরিক ওষুধ তুলনামূলক কম দামে পাওয়া যায়। তবে ওষুধ, ডোজ, সরবরাহ এবং সময় অনুযায়ী দাম পরিবর্তিত হতে পারে।

শুরুতে নিজের প্রেসক্রিপশনে থাকা ওষুধের নাম দিয়ে নিডিমেডস বা গুডআরএক্সে সম্ভাব্য দাম ও ছাড় যাচাই করা যেতে পারে। এরপর কয়েকটি স্থানীয় ফার্মেসির দাম তুলনা করে চিকিৎসকের কাছে জেনেরিক সংস্করণ, ৯০ দিনের সরবরাহ এবং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের রোগী সহায়তা কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে পারেন।

তবে কোনো ওষুধের দাম বেশি হওয়ার কারণে নিজে থেকে সেটি বন্ধ করা, ডোজ পরিবর্তন করা বা অন্য ওষুধে চলে যাওয়া উচিত নয়। ছাড় বা সহায়তা কর্মসূচির যোগ্যতা ব্যক্তির আয়, স্বাস্থ্যবীমা, নির্দিষ্ট ওষুধ এবং অঙ্গরাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। ওষুধ পরিবর্তনের আগে চিকিৎসক বা ফার্মাসিস্টের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

জর্জিয়া স্টেটের জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মওদূদীর নাতনি সোফিয়া, পোশাকে ইসরায়েলের প্রতীক! ট্রাম্পপন্থী রাজনীতিতেও সক্রিয়

৫৮ পৃষ্ঠার পর

মহান করার’ রাজনৈতিক ধারার সমর্থক হিসেবেও পরিচিত।

সোফিয়ার পারিবারিক পরিচয়ও তাকে ঘিরে আগ্রহের অন্যতম কারণ। তিনি মওদূদী পরিবারের উত্তরসূরি। তবে তার বাবা যে সাইয়্যেদ হায়দার ফারুক মওদূদী, এই দাবির নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। প্রকাশ্য সূত্রে তার বাবার নাম সাইয়্যেদ আহমদ ফারুক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০২৫ সালের মার্চে কাব কাউন্টি রিপাবলিকান পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচনে সোফিয়া ফারুক, মেরি ক্ল্যারিস হ্যাথাওয়ে ও ড. ফান ফং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনের আগে কাব কাউন্টি রিপাবলিকান অ্যাসেম্বলি সোফিয়া ও তার প্যানেলকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন দেয়। সংগঠনটি তার রাজনৈতিক কাজ, রিপাবলিকান পার্টির জন্য মাঠপর্যায়ে সক্রিয়তা এবং স্থানীয় পর্যায়ে দলকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরে।

সোফিয়ার রাজনৈতিক অবস্থানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো ইসরায়েল প্রশ্নে তার প্রকাশ্য অবস্থান। কাব কাউন্টি রিপাবলিকান অ্যাসেম্বলির প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এক প্রার্থী ফোরামে সোফিয়া স্পষ্টভাবে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন জানান এবং সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করার কথা বলেন। সংগঠনটি আরও জানায়, তিনি হামাসের নিন্দা করেছেন এবং সন্ত্রাসবাদ থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ইসরায়েলের অধিকার রয়েছে বলে মত দিয়েছেন।

সোফিয়ার প্রকাশিত ছবিতেও তার পোশাকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের পতাকার প্রতীকযুক্ত ল্যাপেল পিন দেখা যায়। এ কারণে তার রাজনৈতিক অবস্থান ও ইসরায়েলপন্থী অবস্থান নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তবে ছবিতে থাকা প্রতীক দেখে তার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে অতিরিক্ত কোনো দাবি করা ঠিক হবে না। ২০২৫ সালের নির্বাচনী প্রচারে সোফিয়ার মুসলিম পারিবারিক পরিচয় নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। কাব কাউন্টি রিপাবলিকান অ্যাসেম্বলি জানায়, সোফিয়া নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেন। একই সঙ্গে সংগঠনটি তার বিরুদ্ধে ধর্মীয় পরিচয়কে কেন্দ্র করে আক্রমণের সমালোচনা করে এবং জানায়, সোফিয়া হামাস ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করেছেন।

শেষ পর্যন্ত কাব কাউন্টি রিপাবলিকান পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচনে জয়ী হন মেরি ক্ল্যারিস হ্যাথাওয়ে। সোফিয়া ফারুক জয় না পেলেও নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জর্জিয়ার স্থানীয় রিপাবলিকান রাজনীতিতে তার পরিচিতি আরও বাড়ে। বর্তমানে কাব কাউন্টি রিপাবলিকান পার্টির নেতৃত্বসংক্রান্ত প্রকাশ্য তালিকায় সোফিয়ার নাম হাউস ডিস্ট্রিক্ট ৪১-এর চেয়ার হিসেবে রয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটি সাবওয়েতে বিলম্ব

৫৮ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশ করে জানান, প্রতিদিন এই যানজট পেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছানো অত্যন্ত কষ্টকর একটি অভিজ্ঞতা।

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি

(এমটিএ) জানিয়েছে, সবগুলো সংস্কারের কাজ রাতারাতি শেষ হবে না। তবে তাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে ট্র্যাকের সুইচ আধুনিকীকরণ, ইন্টারলকিং সিস্টেমের উন্নয়ন এবং ব্যস্ত জংশনগুলোতে সাবওয়ে ট্রেনের চলাচল ব্যবস্থা নতুন করে সাজানো।

মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বা এমটিএ-এর সিনিয়র প্ল্যানার লিয়াম ওকনেল সিনিয়র জানান, টাওয়ার অপারেটররা এখনও কয়েক দশকের পুরোনো ম্যানুয়াল ইন্টারলকিং সিস্টেম ব্যবহার করে কাজ করছেন। জংশনে কোনো একটি ট্রেন মাত্র এক বা দুই মিনিট আগে-পরে পৌঁছালে, ছোট এই সমস্যাটিই অন্যান্য ট্রেনের ক্ষেত্রেও ধারাবাহিক বিলম্বের (ক্যাসকেডিং ডিলে) কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সাবওয়ে সিস্টেমের ইতিহাসও এই সমস্যার অন্যতম একটি কারণ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিউ ইয়র্ক সিটির আজকের এই সাবওয়ে ব্যবস্থা মূলত তিনটি আলাদা কোম্পানির তৈরি করা ভিন্ন ভিন্ন রেললাইন জোড়া লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছিল।

ননপ্রফিট সংগঠন রাইডার্স অ্যালায়েন্স-এর পলিসি অ্যান্ড কমিউনিকেশন ডিরেক্টর ড্যানি পার্লস্টেইন এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এমটিএ শুরু থেকেই এই পরিস্থিতি সামলাতে এবং আধুনিক ব্যবস্থার সাথে তাল মেলাতে হিমশিম খাচ্ছে। মানুষের মধ্যে

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি

(এমটিএ)র কার্যক্রম নিয়ে নানা সন্দেহ থাকলেও, প্রতিদিন যাতায়াতে যাত্রীদের যে সময়টা নষ্ট হয়, তা ফিরিয়ে দেওয়াই এই সংস্কার কর্মসুচির মূল লক্ষ্য। এমটিএ কর্মকর্তারাও জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় সাফল্য নতুন ট্র্যাক নির্মাণের মাধ্যমে পরিমাপ করা হবে না, বরং যাত্রীদের বেঁচে যাওয়া সময়ের মাধ্যমেই এর সার্থকতা প্রমাণিত হবে। ইতোমধ্যে ডিকালব এবং নস্ট্রান্ড জংশনের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

‘কোণঠাসা’ ইনফান্তিনো, চেষ্টা

১৬ পৃষ্ঠার পর

দুজনকে একসঙ্গে দেখা গেছে। সম্পর্কের সেই ঘনিষ্ঠতা ফুটে ওঠে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে, যখন ট্রাম্পের হাতে প্রথমবারের মতো প্রবর্তিত ‘ফিফা শান্তি পুরস্কার’ তুলে দেন ইনফান্তিনো। তবে বিষয়টি নিয়ে তখন হয়েছিল তীব্র আলোচনা-সমালোচনা।

ভেস্তে যাওয়া প্রস্তাবটি ঘিরেও তাদের সম্পর্ক নিয়ে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ শেয়ার বিক্রি ও বিনিয়োগকারী খোঁজার মূল দায়িত্বে রাখা হয়েছিল মার্কিন বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ‘থ্রাইভ ক্যাপিটাল’কে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা জশুয়া কুশনার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনারের ভাই।

নিউ ইয়র্ক পোস্ট আরও জানিয়েছে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গেও একান্ত আলাপের উদ্যোগ নিয়েছিলেন ইনফান্তিনো। দুটি সূত্রের মতে, এই শীর্ষ মার্কিন কূটনীতিকের বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যায় এই ফোনালাপ হওয়ার কথা ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের গ্লোবাল পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিলান জনসন সামাজিক মাধ্যম এক্সে অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ৫৬ বছর বয়সী ইনফান্তিনোর সঙ্গে রুবিওর কথা বলার ‘কোনো পরিকল্পনা নেই’ এবং ‘এমন কোনো ফোনালাপের কথাও ছিল না’।

উল্লেখ্য, প্রথম দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ইনফান্তিনোর ওপর থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ওয়েলস। এরপর তার পুনর্নির্বাচনের সমর্থনে না হাঁটার পথ বেছে নিয়েছে ইংল্যান্ড। সব মিলয়ে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার অন্দরমহলে এখন প্রবল ঝড় বইছে।

৯০ মিনিটের খেলা যখন বিলিয়ন

১৬ পৃষ্ঠার পর

খেলাধুলার দৃষ্টিতে দেখি, তাহলে ছবির একটি অংশই দেখা হবে। এর পেছনে রয়েছে টেলিভিশন সম্প্রচার স্বত্ব, ডিজিটাল স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম, বহুজাতিক স্পন্সর, ক্রীড়া সরঞ্জাম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, পর্যটন শিল্প, টিকিট বিক্রি, মার্চেন্ডাইজ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, গেমিং, বেটিং মার্কেট এবং অসংখ্য বাণিজ্যিক চুক্তি। সব মিলিয়ে ফুটবল এখন এমন একটি শিল্প, যেখানে প্রতি বছর শত শত বিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হয়।

এই বিশাল অর্থনীতির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কী? স্টেডিয়াম নয়, ট্রফিও নয়। সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো মানুষের মনোযোগ।

আজকের পৃথিবীতে মনোযোগই নতুন মুদ্রা। কোটি কোটি মানুষ যদি একটি ম্যাচ একসঙ্গে দেখে, তাহলে সেই ম্যাচের বিজ্ঞাপনের মূল্য বেড়ে যায়। সম্প্রচার স্বত্বের দাম বাড়ে। স্পন্সররা আরও বেশি অর্থ বিনিয়োগ করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এনগেজমেন্ট বাড়ে। ফলে ফুটবলে সবচেয়ে বড় সম্পদ হয়ে ওঠে সেই ব্যক্তি, যিনি কোটি মানুষের মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন।

সেই কারণেই কিছু ফুটবলার কেবল খেলোয়াড় নন; তারা একেকটি বৈশ্বিক ব্র্যান্ড। তাদের নাম শুনেই টিকিট বিক্রি হয়, জার্সি বিক্রি হয়, স্টেডিয়াম পূর্ণ হয়, টেলিভিশনের দর্শকসংখ্যা বাড়ে এবং স্পন্সরদের বিনিয়োগের যৌক্তিকতা আরও শক্তিশালী হয়। একজন সুপারস্টারের উপস্থিতি কখনো কখনো একটি পুরো টুর্নামেন্টের বাণিজ্যিক মূল্যকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে।

অর্থনীতিবিদরা এই বাস্তবতাকে অনেক সময় ‘স্টার ইকোনমি’ বলে ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ এমন একটি বাজার, যেখানে একজন ব্যক্তির জনপ্রিয়তা পুরো শিল্পের আয় বাড়িয়ে দেয়। ফুটবলে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট, কারণ এখানে আবেগ এবং ব্যবসা একসঙ্গে কাজ করে।

বাংলাদেশে ‘রিকনসিলিয়েশন’

২৩ পৃষ্ঠার পর

করার জন্য কমিশনটি সরাসরি বিচার বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়গুলোতে ব্যাপক প্রমাণপত্র সরবরাহ করে এবং সেখানে শুদ্ধি অভিযানের ও চিহ্নিত কর্মকর্তাদের অপসারণের সুপারিশ প্রস্তাব করে। কিন্তু পুরোনো শাসনের অবশিষ্টাংশের রাজনৈতিক বাধার কারণে পরবর্তী সময়ে এসব সুপারিশের পূর্ণ বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়।

তিউনিসিয়ায় যেমন একটি নির্দিষ্ট শাসনামলকে বিচারের আওতায় আনতে বিভিন্ন ক্রান্তিকালীন পদক্ষেপের উদাহরণ রয়েছে, অপর দিকে কেনিয়ায় ১৯৬৩ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ২০০৮ সালের নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা পর্যন্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন, অর্থনৈতিক অপরাধ এবং রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের ঘটনা তদন্তের লক্ষ্যে একটি ‘ট্রুথ, জাস্টিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন’ কমিশন গঠন করা হয় ২০০৮ সালেই।

বিচার বিভাগ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কমিশনটি তার প্রতিবেদনে ‘জুডিশিয়াল ভেটিং বোর্ড’ বা বিচারক যাচাই-বাছাই বোর্ডের জন্য সুনির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি করে। এই বোর্ড দুর্নীতি ও অতীতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে কর্মরত বিচারকদের যাচাই-বাছাই করে এবং এর ফলে হাইকোর্টের বেশ কয়েকজন বিচারককেও অপসারণ করা হয়।

কাজেই আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, ‘রিকনসিলিয়েশন’ বা পুনঃসমঝোতার প্রক্রিয়ায় অভিযুক্ত পক্ষ ও ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষড়উভয়েরই তুলনামূলকভাবে বেশি সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ থাকে।

একদিকে ফৌজদারি অপরাধ করেননিড়এমন বিতর্কিত ব্যক্তিদের সুনির্দিষ্ট একটি কাঠামোর মাধ্যমে বিকল্প শাস্তির প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসা যায়; আবার অন্যদিকে সুবিধাভোগী না হয়েও বছরের পর বছর হয়রানির শিকার হওয়া থেকে রেহাই পেতে পারেন অভিযুক্ত রাজনৈতিক দলের অনেক কর্মী-সমর্থকেরা। এমনকি অভিযুক্ত সুবিধাভোগী ব্যক্তিরাও জানবেন তাঁদের নির্দিষ্ট অপরাধ কী এবং এর জন্য তাঁরা কী শাস্তি পেতে যাচ্ছেন। অনির্দিষ্টকালের জন্য আতঙ্ক ও আশঙ্কায় থাকার চেয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া তাদের জন্য শ্রেয় হবে বলে ধারণা করা যায়।

আমাদের মনে রাখতে হবে, পেশাজীবীদের রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করা কোনো অপরাধ নয়, তবে অন্যায় সুবিধা লাভ ও দলীয় অপরাধ দমনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা না রাখাকে প্রচলিত আইনি কাঠামোতে অপরাধ হিসেবে প্রমাণ করা যায় না। প্রমাণ করা না গেলেও এ ধরনের কমিশনগুলো ‘ভেটিং’ বা ‘লাস্ট্রেশন’-এর মাধ্যমে অনেকটাই জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারে, যা শুধু এক শাসনামলের জন্য নয়, বরং পরবর্তী প্রতিটি সরকারের আমলেই জবাবদিহির সংস্কৃতি নিশ্চিত করতে একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪.

রিকনসিলিয়েশন বা পুনঃসমঝোতা নিয়ে প্রথম পর্বের লেখার দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর খোঁজাও ভীষণ জরুরি। বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির নির্বাচনী ইশতেহারে শুধু আওয়ামী লীগের সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলের গুম-খুনের বিচার এবং সেই আমলের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে পুনঃসমঝোতা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশের গত ৫৫ বছরের রাজনৈতিক বিভাজনের ইতিহাস থেকে এই সাড়ে ১৫ বছরের ‘হিসাব’ কষলেই কি সমাজের নানা স্তরে বিস্তৃত বিভাজনের রেখাকে মুছে ফেলা সম্ভব? বাংলাদেশ কি শুধু গত সাড়ে ১৫ বছরেই বিভাজিত হয়েছে, নাকি এই বিভাজনের শিকড় আরও অনেক আগেই গেড়ে বসেছে? এটা খুঁজতে আমরা ১৯৭১ সালে ফিরে যেতে পারি, যে একাত্তর একটি নতুন স্বাধীন একটি দেশের জন্ম দিয়েছে, তা একই সঙ্গে এটাও বুঝিয়ে দিয়েছে যে সেই সময় থেকেই মতে-বিশ্বাসে-ভাবাদর্শে আমরা কতটা বিভাজিত!

সৈয়দ আবুল মকসুদ ‘বাঙালি জাতি, বাঙালি মুসলমান, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশ’ প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘কট্টর পাকিস্তানবাদীরা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য জীবন উৎসর্গ করে, হত্যা করতে থাকে প্রগতিশীলদের।

কিন্তু স্বাধীনতার পক্ষের মানুষের সংখ্যা পঁচানব্বই শতাংশের বেশি হওয়ায় তাদের নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়নি।’ এই মানুষগুলো এত বছরে নানা তরিকায় সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত হয়েছে, কিন্তু তারা কখনো মুক্তিযুদ্ধকালীন তাদের ভূমিকার জন্য খুব স্পষ্টভাবে দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে ক্ষমা চায়নি।

মুক্তিযুদ্ধের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে, যা বিভিন্ন শাসনামলে বিভাজনকে জনগণের সামনে নিয়ে এসেছে, জনগণকেও বিভাজিত করেছে। বর্তমান সংসদের প্রথম অধিবেশনেও একাত্তরে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক দেখতে পেয়েছি। কিন্তু জনগণ ফলপ্রসূ কোনো মীমাংসা দেখতে পায়নি।

৫.

শুধু একাত্তরের অমীমাংসিত অধ্যায় নয়, একাত্তর-পরবর্তী নানা ঘাত-প্রতিঘাত এসে আমাদেরকে বারবার নাড়িয়ে দিয়ে গেছে প্রবলভাবে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যসহ হত্যা করা হয়। এ ছাড়া একই বছরে নভেম্বর মাসের ৩ তারিখে জাতীয় চার নেতা ও ৭ নভেম্বরে খালেদ মোশাররফ হত্যাকাণ্ডের কথাও আমরা জানি। এই প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনারই পক্ষ-বিপক্ষ আছে, আছে বিজয়ী আর পরাজিতের বয়ান। ‘৭ নভেম্বর কারও কাছে মুক্তিযোদ্ধা হত্যা দিবস, কারও কাছে সিপাহি, জনতার অভ্যুত্থান দিবস, আবার কারও কাছে বিপ্লব ও সংহতি দিবস’। (মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথম আলো, ১৫ মে ২০২৩)

এ ছাড়া ১৯৮১ সালের ৩০ মে ভোরে চট্টগ্রামে এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। তদন্ত প্রতিবেদনে এ হত্যাকাণ্ডকে ‘নিরাপত্তা ও গোয়েন্দাব্যবস্থার গুরুতর ব্যর্থতার ফল’ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল সে সময় গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন। (ডেইলি স্টার, ৩০ জুলাই ২০২৬)

এই প্রতিটি হত্যাকাণ্ডেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামরিক বাহিনীর কিছু সদস্যের সংশ্লিষ্টতা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা কি কোনো আমলেই সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা জানতে পেরেছি? আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে ক্রমশ গভীরে প্রোথিত হওয়া বিভাজনে কি এই অসমাপ্ত অধ্যায়গুলোর দায় একটুও নেই?

এটা মানতেই হবে যে ১৯৯০, ২০০৭ ও ২০২৪-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে সেনাবাহিনীর ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। তবে একই সঙ্গে বর্তমান প্রেক্ষাপটে পুনঃসমঝোতার আলাপে বিভিন্ন আমলে সামরিক বাহিনীসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিতর্কিত ঘটনায় সম্পৃক্ততা এবং তাদের পক্ষ থেকে পরিষ্কার ব্যাখ্যাও আলোচনায় আসা উচিত।

৬.

বাংলাদেশের মতো একটি গভীরভাবে বিভক্ত সমাজে রিকনসিলিয়েশন বা পুনঃসমঝোতা সহজ কিছু নয়। এক দিনে বা একটি কমিশন গঠনেও সমাজ থেকে সব বিভাজন দূর হয়ে যাবে না। কিন্তু যেটি হতে পারে, তা হলো রাজনৈতিক-সামাজিক পরিসরে বিভিন্ন দলের-মতের মানুষের মধ্যে সহাবস্থান ও সহনশীলতার চর্চার সূচনা।

এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোরও দায় রয়েছে। শুধু নির্বাচনী ইশতেহারে পুনঃসমঝোতার প্রতিশ্রুতি দিয়েই দলগুলো নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে পারে না; বরং তাদের পক্ষ থেকে পুনঃসমঝোতা বিষয়ে গঠনমূলক পরিকল্পনা ও দৃশ্যমান প্রচেষ্টাই বিভাজিত বাংলাদেশকে আরেকবার ঘুরে দাঁড়ানোর পথ দেখাতে পারে।

উম্মে ওয়ারা সহযোগী অধ্যাপক, ক্রিমিনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মতামত লেখকের নিজস্ব

মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে যে কারণে

২১ পৃষ্ঠার পর

নৌ ও বিমান শক্তি মোতায়েন রেখেছে, তবু আঞ্চলিক দেশগুলো ক্রমেই নিজেদের স্বনির্ভর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে ঝুঁকছে।

মক্কা চুক্তি এর আগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা উদ্যোগের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তার একটি হলো ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে স্বাক্ষরিত ‘স্ট্র্যাটেজিক মিউচুয়াল ডিফেন্স অ্যাগ্রিমেন্ট’ (এসএমডিএ)।

এর ফলে ২০২৬ সালের মাঝামাঝি নাগাদ হাজারো পাকিস্তানি সেনা, যুদ্ধবিমান ইউনিট এবং আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সৌদি আরবে মোতায়েন করা হয়। মক্কা চুক্তি সেই এসএমডিএর সম্প্রসারণ।

এ ছাড়া আঙ্কারা ও ইসলামাবাদ বহু বছর ধরে যৌথ সামরিক কর্মসূচি বাড়িয়ে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে এমআইএলজেম প্রকল্পের আওতায় নৌ যুদ্ধজাহাজ (করভেট) যৌথভাবে তৈরি, যৌথ প্রশিক্ষণ এবং বিমান রপ্তানি। এর বাইরে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার পর সৌদি আরব তুরস্কের সঙ্গে বড় আকারের প্রতিরক্ষা ক্রয়চুক্তি করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তুরস্কের তৈরি বায়রাকতার আকিঞ্চি ড্রোন কেনা।

এখন মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি তিন ধরনের সামরিক শক্তি ও প্রভাবকে একত্র করেছে। এটি পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে একটি শক্তিশালী কৌশলগত ত্রিভুজ তৈরি করছে।

বিশ্বের অন্যতম বড় তেল রপ্তানিকারক এবং আরব বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে সৌদি আরব এই জোটে অর্থনৈতিক শক্তি, অবকাঠামো এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিচ্ছে।

গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি) এবং বৃহত্তর মুসলিম বিশ্বের মধ্যে রিয়াদের প্রভাব এই জোটকে কূটনৈতিক গুরুত্বও দিচ্ছে।

অন্যদিকে ন্যাটোর সদস্য এবং জোটটির দ্বিতীয় বৃহত্তম সেনাবাহিনীর অধিকারী তুরস্ক উন্নত সামরিক অভিজ্ঞতা, আধুনিক কমান্ড ব্যবস্থা এবং শক্তিশালী দেশীয় প্রতিরক্ষাশিল্প নিয়ে এই জোটে যুক্ত হয়েছে।

তুরস্কের প্রতিরক্ষাশিল্পড়আধুনিক সাঁজোয়া যান, নৌযুদ্ধ জাহাজ, ইলেকট্রনিক যুদ্ধব্যবস্থা এবং যুদ্ধ ড্রোন তৈরিতে সক্ষমড়এই জোটকে পশ্চিমা রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই উন্নত নিজস্ব সামরিক প্রযুক্তি দিচ্ছে।

অন্যদিকে পাকিস্তান দিচ্ছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ স্থায়ী সেনাবাহিনী, আরব উপদ্বীপে দীর্ঘদিনের সামরিক অভিজ্ঞতা এবং মুসলিম বিশ্বের একমাত্র পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসেবে তার বিশেষ অবস্থান।

এই যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি নয়াদিল্লির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তারা চুক্তিটির বিভিন্ন কৌশলগত দিক গভীরভাবে মূল্যায়ন করছে।

এটি ভারতের জন্য বড় ধরনের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে। কারণ, সৌদি আরব ও তুরস্কের সঙ্গে বাধ্যতামূলক পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তিতে যুক্ত হয়ে পাকিস্তান তার আঞ্চলিক অবস্থানকে নতুনভাবে শক্তিশালী করছে।

এই চুক্তি ইসলামাবাদকে কূটনৈতিক সুরক্ষা, আর্থিক স্থিতি এবং অতিরিক্ত প্রভাব দেবে। ভবিষ্যতে কোনো সংকট তৈরি হলে পাকিস্তান তার অংশীদার দেশগুলোর কূটনৈতিক বা কৌশলগত সমর্থন চাইতে পারে। এটি দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে।

নয়াদিল্লির জন্য সবচেয়ে তাৎক্ষণিক উদ্বেগের একটি হলো তুরস্ক ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্রুত বাড়তে থাকা প্রতিরক্ষাপ্রযুক্তি সহযোগিতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তুরস্ক পাকিস্তানের জন্য উন্নত সামরিক সরঞ্জামের বড় সরবরাহকারী হয়ে উঠেছে।

এর মধ্যে রয়েছে সশস্ত্র ড্রোন, নিখুঁত লক্ষ্যভেদী অস্ত্র, আধুনিক করভেট যুদ্ধজাহাজ এবং ইলেকট্রনিক প্রতিরক্ষাপ্রযুক্তি।

মক্কা চুক্তির যৌথ উৎপাদন কাঠামোর আওতায় সৌদি অর্থায়ন যুক্ত হলে তুরস্ক-পাকিস্তান প্রতিরক্ষা প্রকল্পগুলো আরও দ্রুত এগোতে পারে।

এতে পাকিস্তানের সামরিক আধুনিকায়ন ত্বরান্বিত হবে, যা ভারতের পশ্চিম সীমান্তের সামরিক ভারসাম্যে প্রভাব ফেলতে পারে।

গত দুই দশকে ভারত সৌদি আরবের সঙ্গে শক্তিশালী কৌশলগত, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

এর পেছনে ভারতীয় নেতৃত্ব ও যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের মধ্যে ব্যক্তিগত কূটনৈতিক সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এই সম্পর্কের পেছনে কয়েকটি দিক কাজ করেছে।

প্রথমত, সৌদি আরব ভারতের অন্যতম প্রধান অপরিশোধিত তেল ও এলপিজি সরবরাহকারী। এটি ভারতের অভ্যন্তরীণ জ্বালানি চাহিদা পূরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান, অর্থ পাচার রোধ এবং উগ্রবাদ দমনে রিয়াদ ও নয়াদিল্লির মধ্যে উচ্চপর্যায়ের কার্যকর গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা রয়েছে।

তৃতীয়ত, ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডরের (আইএমইসি) একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হলো সৌদি আরব।

এর মাধ্যমে ভারতীয় বন্দরগুলোকে উপসাগরীয় রেলপথ এবং ইউরোপের বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ভারতীয় কূটনৈতিক মহল চেষ্টা করছে, যাতে মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তির আওতায় সৌদি আরবের প্রতিশ্রুতিগুলো শুধু পশ্চিম এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং নয়াদিল্লির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ওপর কোনো প্রভাব না ফেলে।

ভারতের আরেকটি চিন্তার কারণ হলো, ভারতের বাণিজ্য অনেকটাই নির্ভর করে আরব সাগর, হরমুজ প্রণালি এবং বাব আল-মানদেব দিয়ে নির্বিঘ্ন সমুদ্রপথে চলাচলের ওপর।

নতুন এই চুক্তির আওতায় সৌদি আরব ও উপসাগরীয় অঞ্চলে পাকিস্তান তার নৌ ও বিমান উপস্থিতি বাড়ালে, নয়াদিল্লিকে নিশ্চিত করতে হবে যে ভারতের বাণিজ্যিক জাহাজ, জ্বালানি ট্যাংকার এবং নৌ চলাচলের স্বাধীনতা কোনোভাবেই ব্যাহত না হয়।

অনমোল সিংলা পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষাবিষয়ক বিশ্লেষক।

ফার্স্টপোস্ট থেকে নেওয়া। অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ

রাজনীতি: কারও পৌষ মাস, কারও

২৩ পৃষ্ঠার পর

নতুন কুঁড়িও জন্ম নেয়ড়তেমনি রাজনৈতিক ঝড় সমাজকে ভেঙে আবার গড়ে তোলে।

ইতিহাসের পাতা খুললেই দেখা যায়, রাজনৈতিক ঝড়ঝাপটা কখনো স্বাধীনতার জন্ম দিয়েছে, কখনো আবার বিভেদের দেয়াল তুলেছে। আন্দোলন, বিপ্লব, নির্বাচনড়সবই এই ঝড়ের অংশ। মানুষের কণ্ঠস্বর যখন জোরে ওঠে, তখন পুরোনো কাঠামো ভেঙে যায়, নতুন পথ তৈরি হয়।

তবে ঝড়ের মতোই রাজনীতির ঝাপটা সাময়িক। ঝড় শেষে আকাশ যেমন পরিষ্কার হয়, তেমনি রাজনৈতিক অস্থিরতার পর সমাজে আসে স্থিতি। কিন্তু সেই স্থিতি কতটা টেকসই হবে, তা নির্ভর করে মানুষের স্বভাব আর চেতনার ওপর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও নৃশংসতা দেখে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। লিখেছিলেন ‘সভ্যতার সংকট’ নামে একটি প্রবন্ধ, যার দুটি লাইন এ রকম: আজ মানবতার মহাসমুদ্রের মহাসংকটের দিনে আমাদের আশা, আমাদের বেদনা এক সুতোয় বাঁধা।

একটা বড় রকমের পালাবদল ঘটে গেলে কী হয়, তা আমরা আজ চোখের সামনে দেখছি। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট একদল জমি হারিয়েছিল। তাদের ফেলে যাওয়া জমিটি ফলবাগানে ভরে ওঠেনি। বছরের পর বছর জমে থাকা হিংসা, বিদ্বেষ, দলান্ধতা এখনো থিকথিক করছে। একটা দল পালিয়েছে, লুকিয়েছে, ধরা পড়ে পিটুনি খাচ্ছে, আর আরেকটা দল তাদের দখলে থাকা সবকিছুতে হানা দিচ্ছে, যা পারছে দখল করছেড়বাগান, ব্যাংক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ, টিভি চ্যানেল, মসজিদের দানবাক্স, সরকারি সংস্থার চেয়ার।

এ প্রসঙ্গে রফিক আজাদের ‘ভাত দে হারামজাদা’ কবিতার কটি লাইন উদ্ধৃত না করে পারছি না:

দৃশ্য থেকে দ্রষ্টা অবধি ধারাবাহিকতা খেয়ে ফেলে
অবশেষে যথাক্রমে গাছপালা, নদী-নালা,
গ্রাম-গঞ্জ, ফুটপাত, নর্দমার জলের প্রপাত,
চলাচলকারী পথচারী, নিতম্ব-প্রধান নারী,
উড্ডীন পতাকাসহ খাদ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীর গাড়িড়
আমার ক্ষুধার কাছে কিছুই ফেলনা নয় আজ।

সমাজের একটি অংশ অনেক দিন লুটে খেয়েছে। আজ তারা নেই। তার জায়গায় এসেছে আরেক দল। একটা বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বলি।

আমার এক বন্ধু ব্যবসা করে খায়। একসময় ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিল। ব্যবসা করলেও সংস্কৃতি বিসর্জন দেয়নি। তার সততা নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন তোলেনি। তার কাছে একজন একটা কার্ড পাঠিয়েছে। তথাকথিত বিজনেস কার্ড। কার্ডে পেশার উল্লেখ নেই। আছে কোনো একটি দলের সদস্য পরিচয়। বন্ধুটি খোঁজ নিয়ে দেখল, সে একটি দলের জেলা কমিটির ৪৪ নম্বর সদস্য। লোক দিয়ে কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছে। চাঁদা চায়।

বন্ধুটি বলল, চাঁদা দিয়ে ব্যবসা করব না। দরকার হলে ব্যবসা বন্ধ করে দেব। বললাম, আপনি এলাকার কোনো নেতা-মন্ত্রীকে বলুন। তাঁদের চেনেন নিশ্চয়ই। জবাবে সে বলল, বলে লাভ নেই। তারা কিছু করবে না। এই রাজনীতিটাই দাঁড়িয়ে আছে চাঁদাবাজির ওপর।

তারপর সে আক্ষেপ করে বলতে লাগল, এ কেমন দেশে বাস করছি আমরা। আমার শ্রম আর পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করব। সে জন্য চাঁদা দিতে হবে? আমার জমিতে আমার টাকায় বাড়ি বানাব। সে জন্য চাঁদা দিতে হবে? তারপর সে মোক্ষম কথাটা বললড়এরা হচ্ছে সমাজের বর্জ্যড়বায়োলজিক্যাল ওয়েস্ট। কথাটা আমার মনে ধরল। এরা পঙ্গপালের মতো জন্মায়। এদের নির্মূল করা যায় না। তারপর সে এমন একটা সমাধানের কথা বলল, শুনে আমার এত দিনের পূর্বধারণা ধাক্কা খেল। বলল, আমাদের দরকার একজন ক্রুয়েল অনেস্ট ডিক্টেটর। সে নিষ্ঠুর হবে, কিন্তু চোর, বদমাশ, লুটেরা হবে না। সে এসব জঞ্জাল ধ্বংস করবে। এ ছাড়া আর উপায় নেই।

আমি তো থ। আমার মগজেমননে আছে টেমস নদীর পাড় থেকে তুলে আনা ওয়েস্টমিনস্টার ডেমোক্রেসি। আমার মুখে জবাব ছিল না।

মহিউদ্দিন আহমদ লেখক ও গবেষক

মতামত লেখকের নিজস্ব

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

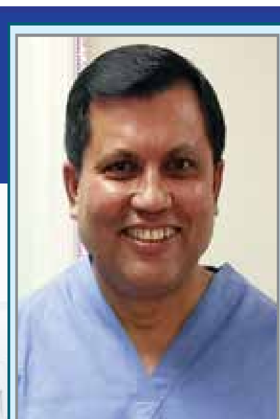

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ক্ষেপণাস্ত্র ফুরিয়ে যাওয়ার তথ্য

৭ পৃষ্ঠার পর

ক্ষেপণাস্ত্র এবং ১,০০০টিরও বেশি প্যাট্রিয়ট এবং থাড সিস্টেম নিক্ষেপ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের এক সামরিক কর্মকর্তা ওয়াপোস্ট-কে জানিয়েছেন, যুদ্ধের শুরুর সপ্তাহগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর ১,৩০০টিরও বেশি ট্যাকটিক্যাল ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে। সংশ্লিষ্ট একজন জানিয়েছেন, ইউক্রেনের কাছে অত্যন্ত চাহিদাসম্পন্ন স্বল্পপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র “এটাকমস”-এর মার্কিন মজুত এখন এতটাই ফুরিয়ে গেছে যে কার্যত আর কোনো ক্ষেপণাস্ত্র অবশিষ্ট নেই; যা চলতি সপ্তাহের শুরুতে রয়টার্সের প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা হয়েছিল।

প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্রের এই তীব্র ঘাটতি মধ্যপ্রাচ্যের বাইরেও প্রভাব ফেলেছে। ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ফুরিয়ে আসছে এবং পশ্চিমা দেশগুলোর নিজেদের অস্ত্রের মজুত শেষ হয়ে আসায় ইউক্রেনকে দেওয়ার মতো আর কোনো বিকল্প নেই, যা দেশটিকে রাশিয়ার দূরপাল্লার হামলার মুখে চরম অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে দিয়েছে।

এক মার্কিন কর্মকর্তা পোস্ট-কে জানিয়েছেন, ইন্টারসেপ্টর বা প্রতিরোধকারী ক্ষেপণাস্ত্রের অভাবের কারণে শত্রুপক্ষের ধেয়ে আসা হামলা মোকাবিলা করার নীতি পরিবর্তন করেছে যুক্তরাষ্ট্র। কোনো হুমকি ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে এবং তা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ বা “একটি বড় ফ্যাক্টর”, তার ওপর ভিত্তি করেই কেবল এখন পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। রণকৌশলের এই পরিবর্তনটি প্রথম এনবিসি নিউজ রিপোর্ট করেছিল।

ক্যাম্প ডেভিডে ট্রাম্পের মুখোমুখি হয়ে অস্ত্রের মজুত ফুরিয়ে যাওয়া নিয়ে কঠিন প্রশ্নের মুখে পড়েন হেগসেথ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, হেগসেথ এ সময় নিজের পক্ষে সাফাই গান এবং এই ঘাটতির জন্য তাঁর ডেপুটি স্টিভেন ফেইনবার্গ-কে দায়ী করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে ফেইনবার্গ ট্রাম্পকে এই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অবহিত করেননি।

এই ঘটনাটি তার প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রতি ট্রাম্পের বাড়তে থাকা ক্ষোভকেই ফুটিয়ে তোলে। বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার মতে, হেগসেথই মূলত প্রথম দিকে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নেওয়ার অন্যতম বড় সমর্থক ছিলেন এবং তিনি ট্রাম্পকে বুঝিয়েছিলেন যে এই যুদ্ধে একটি দ্রুত এবং তুলনামূলকভাবে সহজ জয় আসবে।

অবশ্য ওয়াশিংটন পোস্টের প্রশ্নের জবাবে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বলেন, “এটি ১০০% ভুয়া খবর । আক্ষরিক অর্থেই এমন কিছু ঘটেনি। এবং সেক্রেটারি হেগসেথের ওপর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।”

সংঘাত শুরু হওয়ার পাঁচ মাসেরও বেশি সময় পর এবং ১৮ জন মার্কিন সেনা নিহত ও শত শত আহত হওয়ার পরও ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক অচলাবস্থার মধ্যে রয়েছে। একই সাথে এই যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রভাব এবং হরমুজ প্রণালী বন্ধের কারণে আরব প্রতিবেশীদের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে।

পেন্টাগনের প্রধান মুখপাত্র শন পার্নেল বলেন, “সেক্রেটারি হেগসেথ আমাদের গোলাবারুদের মজুত নিয়ে কাউকে বিভ্রান্ত করেননি এবং তিনি ডেপুটি সেক্রেটারি ফেইনবার্গকে দোষারোপ করেননি। ক্ষয়প্রাপ্ত মজুত, অভ্যন্তরীণ দ্বিমত, ইরানের ওপর সেক্রেটারির অবস্থান সম্পর্কে এই দাবিগুলো সম্পূর্ণ কাল্পনিক।”

গত জুলাইয়ে সিনেটের এক শুনানিতে হেগসেথ ডেমোক্র্যাটদের সাথে তর্কে জড়িয়েছিলেন যে তিনি ট্রাম্পকে ইরান যুদ্ধের বাস্তব পরিস্থিতি এবং দীর্ঘমেয়াদি অভিযানের ফলে মার্কিন সামরিক মজুত ফুরিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি সম্পর্কে সৎ মূল্যায়ন দিয়েছিলেন কি না। শুনানির সময় হেগসেথ প্রেসিডেন্টকে দেওয়া তাঁর পরামর্শের বিষয়ে আলোচনা করতে অস্বীকৃতি জানান এবং যেকোনো ঘাটতির জন্য ট্রাম্পের অধীনে হওয়া অভিযানগুলোকে বাদ দিয়ে বাইডেন প্রশাসনের সামরিক ব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেন।

হেগসেথ, ফেইনবার্গ এবং জয়েন্ট চিফসের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন ইরান যুদ্ধের খরচ মেটাতে আইনপ্রণেতাদের কাছে ৬ হাজার ৭০০ কোটি (৮৬৭ বিলিয়ন) ডলারের অতিরিক্ত সামরিক তহবিলের অনুরোধ জানিয়েছেন। গত মাসে আইনপ্রণেতাদের কাছে দেওয়া সাক্ষ্যে হেগসেথ বলেছিলেন, সামরিক বাহিনীর মজুত পুনরায় পূরণ করতে এই অনুরোধটি একটি “জরুরি ও প্রয়োজনীয়” চাহিদা।

তবে সিনেটের রিপাবলিকানরা এখনও এই প্যাকেজটি নিয়ে কাজ করার বিষয়ে কোনো কৌশলে একমত হতে পারেননি।

আগামী অর্থবছরের জন্য প্রশাসনের সামগ্রিক প্রতিরক্ষা বাজেটের অনুরোধ হলো রেকর্ড ১.৫ ট্রিলিয়ন (১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি) ডলার, যার মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির জন্য হাজার হাজার কোটি ডলার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু ডেমোক্র্যাটরা এই বিশাল বাজেট বৃদ্ধির বিরোধিতা করায় প্রস্তাবটি আটকে গেছে, যা পেন্টাগনকে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রশস্ত্র পুনরায় পূর্ণ করার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছে।

‘মেসি পুরো ম্যাচে ক্রীড়াসুলভ ছিল,’

১৬ পৃষ্ঠার পর

আরেকজনের চিন্তা, অনুভূতি ও সিদ্ধান্ত খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি। এটাই আমাদের সাফল্যের ভিত্তি। অসংখ্য দিন আমরা একসঙ্গে হোটেলে থেকেছি, সেমিনারে অংশ নিয়েছি, প্রস্তুতি নিয়েছি। তারা আমার দ্বিতীয় পরিবারের মতো। তাদের ছাড়া এই পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব হতো না,’ বলেন তিনি। বিশ্বকাপ ফাইনালের মতো ম্যাচ পরিচালনার সবচেয়ে কঠিন দিক কী ছিল, এমন প্রশ্নের জবাবে ভিনচিচ বলেন, সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল খেলাটির আবেগ ও চাপ সামলানো। ‘এটি বিশ্বকাপের ফাইনাল। এমন ম্যাচে খেলোয়াড়দের মানসিকতা ও প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হয়। ম্যাচের গুরুত্ব বিবেচনায় সবকিছু বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল,’ বলেন তিনি। ফাইনালের সবচেয়ে আলোচিত সিদ্ধান্ত ছিল আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া।

গাজা নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

১৪ পৃষ্ঠার পর

এদিকে হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য বাসেম নাঈম বলেন, ‘আমরা এই রোডম্যাপের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ তিনি বলেন, মধ্যস্থতাকারী দেশগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্র নেতানিয়াহুর ওপর চাপ সৃষ্টি করবে বলে হামাস আশা করছে। অবশ্য হামাস ‘নিরস্ত্রীকরণ’ শব্দটি ব্যবহার করছে না। গোষ্ঠীটি জানিয়েছে, তারা অস্ত্রগুলো হস্তান্তর করে সংরক্ষণে রাখতে সম্মত হয়েছে। এসব অস্ত্র গাজা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত ফিলিস্তিনি টেকনোক্র্যাট প্রশাসনের অধীনে সংরক্ষিত থাকবে। ওই প্রশাসন ট্রাম্পের গঠিত ‘বোর্ড অব পিস’-এর তত্ত্বাবধানে কাজ করবে।

হামাস বলেছে, যুদ্ধ আবার শুরু হওয়া ঠেকাতেই তারা এ পরিকল্পনায় সম্মত হয়েছে। তবে গোষ্ঠীটি জানিয়েছে, চুক্তির বাস্তবায়ন নির্ভর করবে ইসরায়েল আগে তার নিজস্ব প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করছে কিনা, যার মধ্যে রয়েছে সেনা প্রত্যাহার এবং হামলা বন্ধ করা।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বে ইসরায়েলে হামলা করা হয়। এরপর গাজায় আগ্রাসন শুরু করে ইসরায়েল। এতে ৭৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হন, যাদের বেশির ভাগ নারী ও শিশু। এছাড়া ধ্বংস হয়ে গেছে দেশটির বেশির ভাগ অবকাঠামো।

গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলি হামলায় ১ হাজার ২৫০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। গাজার স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, নিহতদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক। ইসরায়েল জানিয়েছিল, ২০২৩ সালের অক্টোবরের হামলায় অংশ নেয়া যোদ্ধাদের খুঁজে বের করে হত্যা করবে। সোমবার লক্ষ্যভিত্তিক হামলা বন্ধ করার আগে তারা এ অভিযান চালিয়ে যায়।

ইসরায়েলি সেনারা গাজার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা দখল করে জনশূন্য করে ফেলেছে। ফলে ২০ লাখের বেশি বাসিন্দার প্রায় সবাই গাজার উপকূলের পাশে হামাসের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি ছোট্ট ভূখণ্ডে আটকা পড়েছেন। তাদের অধিকাংশই অস্থায়ী তাঁবু বা ক্ষতিগ্রস্ত ভবনে বসবাস করছেন।

শিশুদের বিপদ সম্পর্কে

৬ পৃষ্ঠার পর

রোধ করতে হবে। ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ও থ্রেডসের মূল কোম্পানি মেটার একজন মুখপাত্র বৃহস্পতিবার বলেন, “আমরা এই রায়ের সাথে একমত নই; এর বিরুদ্ধে আপিল করব।”

“আমাদের প্ল্যাটফর্মগুলোতে মানুষকে নিরাপদ রাখতে আমরা কঠোর পরিশ্রম করি। পাশাপাশি ক্ষতিকর কনটেন্ট ও দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করে তা অপসারণের চ্যালেঞ্জগুলোর বিষয়েও আমরা স্বচ্ছতা বজায় রেখেছি।”

এই মামলার আগের ৩৭৫ মিলিয়ন ডলারের রায়ের বিষয়েও আপিল করার কথা জানিয়ে একই ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছিল মেটা। শিশু সুরক্ষা ইস্যুতে মেটার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অঙ্গরাজ্যের মামলা জয়ের ঘটনা এটিই প্রথম। একই ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রে মেটা বর্তমানে হাজার হাজার মামলার মুখে রয়েছে। নিউ মেক্সিকোর রায়ের পাশাপাশি একই ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতে এ বছরের শুরুতে লস অ্যাঞ্জেলেসেও একটি মামলায় হেরেছে মেটা। ২০২৩ সালে অঙ্গরাজ্যের আইনজীবীরা একটি অভিযোগ দায়ের করার পর নিউ মেক্সিকোর এই মামলার সূত্রপাত। তাদের অভিযোগ ছিল, মেটার প্ল্যাটফর্মগুলো যেভাবে শিশুদের বিপদে ফেলেছে এবং তাদেরকে যৌন উত্তেজক কনটেন্ট ও যৌন নিপীড়নকারীদের সংস্পর্শে এনেছে, তার জন্য কোম্পানিটিকেই দায়বদ্ধ করা উচিত।

মামলার প্রথম ধাপের বিচারে দেখা যায়, মেটা বারবার নিউ মেক্সিকোর আনফেয়ার প্র্যাকটিসেস অ্যাক্ট, অর্থাৎ অন্যায্য বাণিজ্যিক চর্চা আইন লঙ্ঘন করেছে। কারণ এর রিকমেন্ডেশন অ্যালগরিদমগুলো মূলত কম বয়সি ব্যবহারকারীদের ক্ষতিকর কনটেন্ট ও ক্ষতিকর যোগাযোগের দিকে “পরিচালিত” করেছে।

রিকমেন্ডেশন অ্যালগরিদম হলো এমন একটি টুল, যার মাধ্যমে মেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারণ করে একজন ব্যবহারকারী তার প্ল্যাটফর্মে কী ধরনের কনটেন্ট দেখতে পাবেন।

মামলার এই দ্বিতীয় ধাপের রায়ে বিচারক বিডশেইড দেখতে পেয়েছেন, মেটার ক্ষতিকর প্রভাবগুলো “জনদুর্ভোগ”-এর পর্যায়ে পৌঁছেছে। স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাজনিত এই সমস্যা এতটাই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে তা সাধারণ মানুষের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

শিশু সুরক্ষা ইস্যুতে এটি মেটার সবচেয়ে বড় জরিমানা তো বটেই, পাশাপাশি সম্ভবত এবারই প্রথম কোনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কোম্পানিকে জনদুর্ভোগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হলো।

বিচারক বিডশেইড বলেন, মেটাকে যে তহবিল গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেটি “ক্ষয়ক্ষতির সুদূরপ্রসারী প্রভাব” প্রশমিত করার প্রচেষ্টায় ব্যয় করা হবে।

নির্দেশনা অনুযায়ী, এই অর্থের বড় একটি অংশ (৪২০ মিলিয়ন ডলার) মেটার প্ল্যাটফর্মগুলো ইতিমধ্যে যে ক্ষতি করেছে, তার চিকিৎসায় ব্যয় করা হবে। এটি করা হবে “উপযুক্ত ক্লিনিক্যাল বা অন্যান্য আচরণগত স্বাস্থ্য কর্মসূচি ও পেশাজীবীদের” অর্থায়নের মাধ্যমে।

অর্থের আরেকটি অংশ সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় করা হবে। এর মধ্যে শিক্ষক ও স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের জন্য শিশুদের ওপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, সে বিষয়ক প্রশিক্ষণও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

বিচারক মেটাকে আরও বেশ কিছু পদক্ষেপ কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে—১৮ বছরের কম বয়সি কোনো ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট যেন কোনো প্রাপ্তবয়স্কের কাছে রিকমেন্ড করা না হয় তা নিশ্চিত করা, কোনো প্রাপ্তবয়স্ক যেন অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যবহারকারীকে মেসেজ পাঠাতে না পারে তার ব্যবস্থা করা, অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যবহারকারীদের নগ্ন ছবি বা ভিডিও আদান-প্রদান নিষিদ্ধ করা এবং “শিশু যৌন নিপীড়নে যুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যবহারকারীদের জন্য ওয়ান-স্ট্রাইক পলিসি (একবার অপরাধ করলেই ব্যবস্থা গ্রহণের নীতি) কার্যকর করা।

এর পাশাপাশি মেটাকে যেসব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

- ১৮ বছরের কম বয়সি ব্যবহারকারীদের জন্য “লাইক” গণনা সরিয়ে ফেলা।
- এ ধরনের ব্যবহারকারীদের জন্য প্রতিদিন রাত ১০টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত পুশ নোটিফিকেশন নিষিদ্ধ করা এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলো বাদে সাধারণ স্কুল চলাকালীন সময়ে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত এ ধরনের নোটিফিকেশন বন্ধ রাখা।
- এ ধরনের ব্যবহারকারীদের জন্য ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকে সর্বমোট ব্যবহারের বাধ্যতামূলক সীমা নির্ধারণ করা, যা মাসে ৯০ ঘণ্টা বা প্রতিদিন প্রায় তিন ঘণ্টার সমান হবে।

আগামী সপ্তাহে ক্যালিফোর্নিয়ায় মেটার বিরুদ্ধে আরেকটি বড় মামলার বিচার শুরু হতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় তিন ডজন অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলরা শিশুদের গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে কোম্পানিটির বিরুদ্ধে মামলা করছেন।

ক্রিকেটার সাকিবের বাড়িতে হামলার

১২ পৃষ্ঠার পর

আসেন না। গত বছর ১৮ ডিসেম্বর শহীদ ওসমান হাদীর মৃত্যুর খবরের পর এই ভবনে হামলা ও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে।

দিল্লির সেই সংবাদ সম্মেলনে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ও জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক সাকিব আল হাসানও শ্রীলঙ্কা থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়েছিলেন। তারপর তার মাগুরার বাড়িতে হামলা হয়। বৃহস্পতিবার সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসানের বাড়িতে আগুনের ঘটনার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জাহেদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। মাস্ক পরা কয়েকজন এসে ভবনের বেরিয়ে থাকা অংশে আগুন দেয়। পরে একটি পটকা ফাটায়। স্থানীয় লোকজন বেরিয়ে এলে তাঁরা অন্য রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’- জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

ফ্রিল্যান্সিংয়ে বদলে যাচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি, কিন্তু বাড়ছে ক্রিপ্টোকারেন্সির ঝুঁকি

তিনি। তাঁর ভাষ্যমতে, তিনি মূলত কেনিয়া ও ভিয়েতনামের গ্রাহকদের কাছ থেকে গুগলের সার্চ র্যাঙ্কিং বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ওয়েবসাইট প্রমোশনের কার্যাদেশ পান। কাজগুলো তিনি দলের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেন, যারা ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইনের জন্য অনলাইন অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন।

তিনি জানান, তৈরি করা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য তিনি ৭ থেকে ৮ টাকা পান, যার মধ্যে ২ থেকে ৩ টাকা কর্মীদের দেন।

এই ফ্রিল্যান্সার ইতিমধ্যেই প্রায় ৩০ লাখ টাকা মূল্যে ১০ শতক জমি কিনেছেন এবং ভাড়ায় চালানো দুটি মাইক্রোবাসের মালিক হয়েছেন।

“বায়ারদের সাথে আরও ভালোভাবে দরকষাকষির জন্য আমি এখন অনলাইনে ইংরেজি শিখছি,” বলেন তিনি।

গাড়ি চালানো থেকে ফ্রিল্যান্সিংয়ে তাঁর এই পদার্পণ, কেবল তাঁর নিজের জীবনকেই পরিবর্তন করেনি, বরং পুরো গ্রামের অর্থনৈতিক দৃশ্যপটও বদলে দিয়েছে। গ্রামের তরুণ-তরুণীরা এখন অনলাইনে ফ্রিল্যান্সিং করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছেন, যা তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করছে। গ্রামের অনেক টিনের ঘরের জায়গায় এখন শোভা পাচ্ছে পাকা দালান। কলেজ শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি আয় করে পরিবারে অবদান রাখছেন। বাসা-বাড়িতে কম্পিউটার এখন নিত্যদিনের চিত্র, যেখানে শিক্ষার্থী ও বেকার যুবকেরা দীর্ঘ সময় অনলাইন ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করে বাড়তি আয় করছেন।

নার্সিংয়ে ডিপ্লোমা শেষ করেও পেশায় না গিয়ে ফ্রিল্যান্সিং বেছে নেওয়া এক নারী ফ্রিল্যান্সার জানান, তিনি অনলাইন অ্যাকাউন্ট তৈরি করে মাসে ১২-১৫ হাজার টাকা আয় করেন।

তিনি এবং তাঁর স্বামী—যিনি আগের ঠিকাদারি ব্যবসা ছেড়ে ফ্রিল্যান্সিংয়ে যুক্ত হয়েছেন—নবজাতক সন্তানের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি দুজনে মিলে ঘরে বসে কাজ করে মাসে প্রায় ২৫ হাজার টাকা আয় করছেন।

অপ্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যমে মিলছে বাড়তি আয়

তবে এসব অপ্রাতিষ্ঠানিক ফ্রিল্যান্সারদের কাজের ক্ষেত্রে একটি বড় ঝুঁকিও রয়েছে—তারা যেসব পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছেন, তা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং চ্যানেলের আওতাভুক্ত নয়।

অনেকেই জানান, তাঁরা বায়ন্যান্স (Binance), বিটমার্ট (BitMart) এবং কুকয়েন (KuCoin)-এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করেন; কারণ আনুষ্ঠানিক বা বৈধ চ্যানেলের চেয়ে এসব প্ল্যাটফর্মে ডলারের বিনিময় হার বেশি পাওয়া যায়।

লালমনিরহাটের ওই ফ্রিল্যান্সার জানান, তিনি বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেল এড়িয়ে চলেন কারণ ক্রিপ্টোকারেন্সিতে অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে ডলারের দর ভালো পাওয়া যায় এবং তাঁর মতে, এতে কাগজপত্র জমার ঝামেলাও কম থাকে। তবে আমানত ছড়িয়ে রাখা এবং তহবিলের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ এড়াতে—তিনি প্রায় ১০টি ব্যাংকে হিসাব বজায় রাখার কথা স্বীকার করেছেন। লেনদেনের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাওয়ায় তিনি সম্প্রতি একটি ট্যাক্স ফাইল খুলেছেন এবং কর সংক্রান্ত বিষয়গুলো পরিচালনার জন্য একজন আইনজীবী নিয়োগ করেছেন।

অন্য এক ফ্রিল্যান্সার জানান, অপ্রাতিষ্ঠানিক পেমেন্ট চ্যানেলগুলোতে সাধারণত অনুমোদিত ব্যাংকিং চ্যানেলের চেয়ে প্রতি মার্কিন ডলারে ৩ থেকে ৪ টাকা বেশি পাওয়া যায়।

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

KARNAFULLY
HOME CARE

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

ট্রাম্পের ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের আর্থিক

৭ পৃষ্ঠার পর

করেছেন, তখন সেই দাবির ভিত্তি যাচাই করতে আর্থিক নথি অপরিহার্য। তাদের মতে, প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন রেখে এত বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দাবি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এখন আদালত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জরুরি আবেদন গ্রহণ করবেন কি না, সেটিই এই মামলার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। আদালত আবেদন খারিজ করলে ট্রাম্পকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তার আর্থিক নথি জমা দিতে হতে পারে, যা মামলার গতিপথে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

সবুজ কারখানা গড়েও বাড়তি দাম

১৯ পৃষ্ঠার পর

তবে সেই প্রত্যাশা এখনো অপূর্ণ রয়ে গেছে।

গত এক দশকে রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির ক্ষত কাটিয়ে বিশ্বমঞ্চে নিজের ভাবমূর্তি ফেরাতে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করে বিশ্বের বৃহত্তম পরিবেশবান্ধব পোশাক কারখানার হাব গড়ে তুলেছে বাংলাদেশ। বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ ১০০টি লিড সার্টিফাইড কারখানার মধ্যে ৫২টিই বাংলাদেশে। তবে উদ্যোক্তারা দেখছেন, এই “সবুজ” স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের বাড়তি দাম পাওয়ার ক্ষেত্রে তেমন কোনো ভূমিকা রাখছে না।

একটি লিড সার্টিফাইড বা পরিবেশবান্ধব পোশাক কারখানা নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। শিল্প সংশ্লিষ্টদের প্রাক্কলন অনুযায়ী, কারখানার আকার ও মানভেদে এমন একটি আধুনিক কারখানা গড়তে ৮০ লাখ থেকে ১ কোটি ৫০ লাখ ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ প্রয়োজন। সাধারণ কারখানার তুলনায় এর নির্মাণ খরচ ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বেশি। এই বাড়তি অর্থ মূলত ব্যয় হয় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ভবন নকশা, পানি পুনর্ব্যবহারযোগ্য ব্যবস্থা, উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, আধুনিক ভেন্টিলেশন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের পেছনে।

বাংলাদেশি পোশাক প্রস্তুতকারকদের প্রত্যাশা ছিল, এই বিশাল বিনিয়োগ ক্রেতাদের আস্থা বাড়াবে এবং বিশ্ববাজারে তারা প্রতিযোগিতামূলক ও ভালো দাম পাবেন। তবে সেই প্রত্যাশা এখনো অপূর্ণ রয়ে গেছে।

স্প্যারো গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোভন ইসলাম বলেন, “লিড বর্তমানে বাণিজ্যিক সুবিধার চেয়ে একটি ‘মার্কেটিং গিমিক’ বা বিপণন কৌশলে পরিণত হয়েছে। একটি কারখানা কেবল লিড সার্টিফাইড বলেই ক্রেতারা এক পয়সাও বাড়তি দাম দিতে রাজি হয় না। আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের তুলনায় আমরাই লিড সনদকে অনেক বেশি বাণিজ্যিক গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছি।”

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ২৮৪টি লিড সার্টিফাইড পোশাক কারখানা রয়েছে, যার মধ্যে ১২১টি প্ল্যাটিনাম এবং ১৪৪টি গোল্ড রেটেড। এই বিশাল অর্জন রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের পোশাক খাতের ওপর বিশ্ববাসীর আস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং দেশকে টেকসই উৎপাদনের বিশ্বনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ভাবমূর্তি ফিরলেও আসেনি ‘প্রিমিয়াম’ দাম

অনেক উদ্যোক্তার কাছেই ‘সবুজ’ বা পরিবেশবান্ধব হওয়ার লক্ষ্যটি কেবল তাৎক্ষণিক আর্থিক মুনাফা ছিল না। বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)-র সাবেক সভাপতি ফজলুল হক বলেন, রানা প্লাজার পর শিল্পের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ক্ষতিগ্রস্ত ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনা এবং আমাদের কারখানাগুলো যে বিশ্বমানের তা প্রমাণ করা। সেই লক্ষ্য অনেকাংশেই অর্জিত হয়েছে।

তবে বাণিজ্যিক দিক থেকে চিত্রটি ভিন্ন। ফজলুল হকের মতে, পরিবেশবান্ধব কারখানার কারণে বড় আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোর কাছে পৌঁছানো সহজ হয়েছে এবং ক্রেতাদের সাথে সম্পর্কের পরিধি বেড়েছে। কিন্তু কারখানা নির্মাণে যে বিপুল পরিমাণ বাড়তি বিনিয়োগ হয়েছে, তা পুষিয়ে নিতে ব্র্যান্ডগুলো কোনো বাড়তি দাম বা আর্থিক প্রণোদনা দিচ্ছে না।

তিনি বলেন, “আমাদের সুযোগ বেড়েছে, কিন্তু আর্থিক প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। ক্রেতারা অর্গানিক কটনের মতো পণ্যের জন্য সানন্দে বাড়তি দাম দিলেও পরিবেশবান্ধব কারখানার মালিকদের ক্ষেত্রে তেমন কোনো স্বীকৃতি বা প্রিমিয়াম দিচ্ছে না। এটি ছিল মূলত উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগ, ক্রেতারা আমাদের গ্রিন ফ্যাক্টরি করতে বাধ্য করেনি।”

বিনিয়োগের সুফল কেবল পণ্যের দামে নয়

তবে সবাই কেবল পণ্যের বাড়তি দাম দিয়ে লিড সনদের মূল্যায়ন করার পক্ষে নন। বিজিএমইএ-র সাবেক পরিচালক এবং বাংলাদেশ অ্যাপারেল ভয়েসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহিউদ্দিন রুবেল মনে করেন, উদ্যোক্তাদের উচিত বিদ্যুৎ, পানি এবং পরিচালন ব্যয়ের দীর্ঘমেয়াদী সাশ্রয় দিয়ে এই বিনিয়োগের সার্থকতা বিচার করা।

তিনি বলেন, লিড সার্টিফাইড কারখানাগুলো সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং এমন কর্মপরিবেশ তৈরি করে যেখানে তাপের চাপ কম থাকে। তিনি যোগ করেন, “লিড নেওয়া একটি ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত। কোনো ক্রেতা কাউকে এটি নিতে বাধ্য করে না। যদি জ্বালানি ও পানির সাশ্রয় এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগ উঠে আসে, তবেই একজন প্রস্তুতকারকের জন্য এটি লাভজনক হবে।”

ক্রেতাদের নজর এখন লিড সনদের বাইরে

কিছু কারখানা মালিকের মতে, বৈশ্বিক টেকসই উৎপাদনের আলোচনা এখন কেবল পরিবেশবান্ধব ভবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। শোভন ইসলাম জানান, আন্তর্জাতিক ক্রেতারা এখন সনদের চেয়ে নিয়মিতভাবে যাচাইযোগ্য পারফরম্যান্স বা কর্মক্ষমতার ওপর বেশি জোর দিচ্ছেন।

তিনি ‘হিগ ইনডেক্স’-এর উদাহরণ টেনে বলেন, ক্রেতারা এখন জ্বালানি ব্যবহার, পানি সাশ্রয় এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার স্বাধীন ও প্রকৃত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সরবরাহকারীদের মূল্যায়ন করেন। এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন আইন অনুযায়ী সাপ্লাই চেইনের স্বচ্ছতা এবং টেকসই উৎপাদনের প্রমাণের গুরুত্ব বাড়ছে।

শোভন ইসলাম বলেন, “লিড সনদ এখন আর ক্রেতাদের আবশ্যিক শর্ত নয়। আজ ক্রেতারা যাচাইকৃত তথ্য চান। তারা দেখতে চান আপনি কতটা বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহার করছেন এবং আপনার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেমন। ইন্ডাস্ট্রি এখন সেদিকেই যাচ্ছে।” তার মতে, ইয়াংওয়ান-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো লিড সনদ ছাড়াও বিশ্বজুড়ে শক্তিশালী সুনাম বজায় রেখেছে, কারণ তাদের কাজের গুণগত মানই মূল পরিচয়।

বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব কারখানার সংখ্যা ক্রমাগত বাড়লেও ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পোশাক রপ্তানি ১.৬৪ শতাংশ কমে ৩৮.৭০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এলডিসি উত্তরণের প্রস্তুতি নেওয়ার এই সময়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পোশাক খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সেপা চুক্তি

১৯ পৃষ্ঠার পর

হবে, আবার অন্যদিকে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ বাজারে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়বে। যেসব দেশের সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার এমন চুক্তি নেই, সেসব প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের চেয়ে কম দামে পণ্য সরবরাহের সুযোগ পাবেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা।

তবে তারা মনে করছেন, বাণিজ্যের চেয়ে বিনিয়োগ থেকেই সবচেয়ে বড় সুফল আসতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ার মূলধন, উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক উৎপাদন দক্ষতা রয়েছে; অন্যদিকে বাংলাদেশের রয়েছে বিশাল তরুণ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী এবং তুলনামূলক কম উৎপাদন খরচ।

সেপা চুক্তির ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার উৎপাদনকারীদের জন্য বাংলাদেশে কারখানা স্থাপন, স্থানীয়ভাবে পণ্য উৎপাদন এবং অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধার আওতায়, নিজ দেশে তা পুনরায় রপ্তানি করার বড় সুযোগও তৈরি হয়েছে।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বাংলাদেশ যখন এলডিসি উত্তরণের কারণে বিদ্যমান বাণিজ্য সুবিধাগুলো হারানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে এই ধরনের বিনিয়োগ প্রযুক্তি হস্তান্তরকে ত্বরান্বিত করবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, তৈরি পোশাকের বাইরে রপ্তানি ঝুড়ি বৈচিত্র্যময় করবে এবং আঞ্চলিক সরবরাহ ব্যবস্থার (সাপ্লাই চেইন) সঙ্গে দেশের সংযোগ আরও জোরদার করবে।

তবে সেপা প্রদত্ত বাজার সুবিধার পূর্ণ সুযোগ নিতে হলে বাংলাদেশকে অভ্যন্তরীণ সংস্কারে মনোযোগ দিতে হবে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। এর মধ্যে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, লজিস্টিক ব্যবস্থার উন্নতি, কাস্টমস বিলম্ব কমানো এবং শ্রমিশক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান টিবিএসকে বলেন, “দ. কোরিয়ার সাথে অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি অবশ্যই ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য ইতিবাচক অগ্রগতি।”

রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র‍্যাপিড)- এর চেয়ারম্যান এম এ রাজ্জাক বলেন, জাপানের পর দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে চুক্তিটি অন্য দেশগুলোর কাছে “খুবই ইতিবাচক বার্তা” পাঠাবে। তিনি বলেন, “এটি প্রমাণ করবে যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রস্তুত।”

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান এবং কোরিয়া-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির উপদেষ্টা মোস্তফা কামালও এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, “এটি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াবে।”

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির বলেন, এই চুক্তি বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়াবে। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী হান-কু ইয়ো জানান, চুক্তিটি বাংলাদেশে আরও কোরিয়ান বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে।

সেপা: মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) চেয়েও বেশি কিছু

প্রথাগত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) মূলত পণ্যের ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহারের ওপর জোর দেয়। কিন্তু সেপা পণ্য ছাড়াও সেবা খাত, বিনিয়োগ, ডিজিটাল বাণিজ্য, মেধাস্বত্ব, কাস্টমস সহযোগিতা, সরকারি কেনাকাটা, প্রতিযোগিতা নীতি এবং পেশাদারদের চলাচলসহ বিস্তৃত ক্ষেত্র কভার করে; যা অর্থনৈতিক সংহতিকে আরও সুদৃঢ় ও গভীর করে তোলে। এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সেবা খাতের বাণিজ্যের প্রসার এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশি পেশাজীবীদের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চুক্তিটি কার্যকর হলে ৮,৪২৮টি বাংলাদেশি পণ্য দক্ষিণ কোরিয়ার বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে। এর মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, জুতা, ওষুধ ও হোম টেক্সটাইল। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ার সেবা খাতের ১১১টি উপখাতেও প্রবেশাধিকার পাবে বাংলাদেশ।

বর্তমানে এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট (আপটা) এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) সুবিধার আওতায়, ৪ হাজারের বেশি বাংলাদেশি পণ্য দক্ষিণ কোরিয়ায় শুল্কমুক্ত সুবিধা পায়; যা বাংলাদেশের মোট শুল্কলাইনের প্রায় ৯৫ শতাংশ। এর বিনিময়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়ার ১,০৫৪টি পণ্যকে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করবে।

অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কথা তুলে ধরলেন দুই মন্ত্রী

চুক্তি স্বাক্ষর পরবর্তী ব্রিফিংয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির বলেন, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতির একটি দেশের সঙ্গে মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে উচ্চমানের এই বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ।

২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ১ ট্রিলিয়ন (১ লাখ কোটি) ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করতে সরকার কাজ করছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, রপ্তানি প্রসার এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়াতে সেপা চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী হান-কু ইয়ো বলেন, দীর্ঘ ৫৬ বছর ধরে দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান এবং তৈরি পোশাক খাত এই সম্পর্কের কেন্দ্রে রয়েছে।

তিনি বলেন, “এখন সময় এসেছে প্রযুক্তি, সাপ্লাই চেইন, শিল্প সহযোগিতা এবং বিনিয়োগের মতো নতুন নতুন খাতে আমাদের সম্পর্ক সম্প্রসারিত করার।” চুক্তিটি আরও বেশি দক্ষিণ কোরিয়ান কোম্পানিকে বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

ব্যবসায়ী নেতাদের মতে, দক্ষিণ কোরিয়া প্রতি বছর ৬০০ বিলিয়ন (৬০ হাজার কোটি) ডলারেরও বেশি মূল্যের পণ্য আমদানি করে, যা বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল সম্ভাবনাময় রপ্তানি বাজার।

তারা মনে করেন, এই চুক্তি বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনাকে সংহত করবে এবং এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতিতে সহায়তা করবে। তারা আরও বলেন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশের সঙ্গে চুক্তি হওয়ায় অন্যান্য দেশও এখন বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহী হবে।

ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ১.৩৯ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রায় ৪৯১.৭৩ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করে এবং আমদানির পরিমাণ প্রায় ৯০২. ৯০ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ বাণিজ্যে বাংলাদেশের ঘাটতি রয়েছে প্রায় ৪১১ মিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশে উৎপাদিত তৈরি পোশাক, হোম টেক্সটাইল, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ফুটওয়্যার, ওষুধ, পাট ও পাটজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য এবং সিরামিক পণ্য দক্ষিণ কোরিয়ায় রপ্তানি হয়। অপরদিকে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বাংলাদেশে শিল্পকারখানার যন্ত্রপাতি, লোহা ও ইস্পাত, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, প্লাস্টিক, রাসায়নিক দ্রব্য এবং কাগজজাত পণ্য আমদানি করা হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দুই দেশই তাদের সেবা খাতের বড় অংশ উন্মুক্ত করতে সম্মত হয়েছে। চার ধরনের সেবা বাণিজ্যের আওতায় বাংলাদেশ ৯৫টি উপখাত উন্মুক্ত করবে, আর দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে ১১১টি সাব-সেক্টরে প্রবেশাধিকার দেবে।

সরকার আশা করছে, এই চুক্তি প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি এবং বিনিয়োগ সহযোগিতা বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখবে।

সিউলে বাংলাদেশ দূতাবাসের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) চতুর্থ বৃহত্তম উৎস হলো দক্ষিণ কোরিয়া। ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ান মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১.৪৯৩ বিলিয়ন ডলারে।

কোরিয়ান এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনসহ (কেইপিজেড) বাংলাদেশে ২০০টিরও বেশি দক্ষিণ কোরীয় প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তৈরি পোশাক ছাড়াও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, জ্বালানি, অবকাঠামো এবং চিকিৎসা সরঞ্জামের মতো খাতে তাদের বিনিয়োগ দিন দিন বাড়ছে।

এছাড়া ২০০৮ সালে চালু হওয়া এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেমের (ইপিএস) মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ১৩ হাজার বাংলাদেশি চুক্তিভিত্তিক কর্মী দক্ষিণ কোরিয়ার উৎপাদন খাতের কর্মসংস্থান পেয়েছেন।

স্বাগত জানিয়েছেন শিল্প মালিকরা

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান জানান, এই চুক্তি পোশাক রপ্তানি বাড়াতে সহায়ক হবে।

টিবিএস-কে তিনি বলেন, “বর্তমানে কিছু পোশাক পণ্য দক্ষিণ কোরিয়ায় শুল্কমুক্ত সুবিধা পায়, আর কিছু পণ্যে শুল্ক দিতে হয়। চুক্তিটি কার্যকর হলে সব ধরণের পোশাক পণ্যই শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে, যা রপ্তানি বাড়াবে।” তিনি আরও বলেন, কোরিয়ান বায়াররাও দীর্ঘদিন ধরে এমন একটি চুক্তির অপেক্ষায় ছিলেন।

তিনি বলেন, “বাংলাদেশ বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ায় ৫০ থেকে ৬০ কোটি (৫০০–৬০০ মিলিয়ন) ডলারের পোশাক রপ্তানি করে। অথচ বিশ্ববাজার থেকে প্রতি বছর প্রায় ১২ বিলিয়ন (১,২০০ কোটি) ডলারের পোশাক আমদানি করে দক্ষিণ কোরিয়া। চুক্তি বাস্তবায়নের পাশাপাশি লিড টাইম (পণ্য পৌঁছানোর সময়) কমানো গেলে এই বিশাল বাজারে বাংলাদেশ বড় অবস্থান তৈরি করতে পারবে।”

বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির (বিএপিআই) মহাসচিব এবং হেলথকেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের সিইও মুহাম্মদ হালিমুজ্জামান বলেন, প্রযুক্তি ও সক্ষমতার দিক থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার ওষুধ শিল্প অনেক বেশি উন্নত। তিনি বলেন, “বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধা হবে প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা উন্নয়ন এবং কারিগরি সহায়তা।”

তিনি মনে করেন, কেবল ওষুধ রপ্তানি বাড়ানোর চেয়ে উন্নত প্রযুক্তি—বিশেষ করে ‘বায়োলজিক্স’ (জৈব ওষুধ) উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন করা বাংলাদেশের জন্য অনেক বেশি মূল্যবান। তিনি আরও জানান, দক্ষ জনশক্তি প্রশিক্ষণ এবং বায়োলজিক্স উৎপাদনে প্রযুক্তিগত সহায়তাসহ নানা খাতে ইতোমধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে, যা দেশের ওষুধ শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

অভ্যন্তরীণ সংস্কার এখনও অপরিহার্য

চুক্তির বিষয়ে সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, এই চুক্তি বাজার সুবিধা বাড়াবে, বিনিয়োগ উৎসাহিত করবে, প্রযুক্তি হস্তান্তর সহজ করবে এবং মেধাস্বত্ব সুরক্ষাকে শক্তিশালী করবে; যা এলডিসি উত্তরণের পরও টেকসই বাজার সুবিধা নিশ্চিত করবে।

তবে তিনি সতর্ক করে বলেন যে, শুধুমাত্র চুক্তিতে সই করাই যথেষ্ট নয়। “এর পূর্ণ সুফল পেতে হলে বাংলাদেশকে সাশ্রয়ী ও নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে, বিনিয়োগ পরিবেশ সহজ করতে হবে এবং বাজেটে ঘোষিত অর্থনৈতিক বা মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগকারীদের কাজ করা সহজ করতে হবে। তাহলে এটি বাজার সুবিধা বাড়াবে, রপ্তানি বহুমুখী করবে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে।”

র‍্যাপিড-এর চেয়ারম্যান এম এ রাজ্জাক উল্লেখ করেন, এলডিসি উত্তরণের পরও শুল্কমুক্ত সুবিধা বজায় রাখার পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়ান বিনিয়োগের বিশাল সুযোগ তৈরি করবে সেপা; তবে শর্ত হলো বাংলাদেশকে গ্যাস ও বিদ্যুতের সংকট সমাধান করে বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতি ঘটাতে হবে।

ইরানের আপসহীন নেতৃত্বকে বুঝতে

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রয়োগ করলেই দ্রুত একটি সমঝোতা হবে। ২৮ ফেব্রুয়ারির বিমান হামলায় প্রায় চার দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনি নিহত হওয়ার পর তিনি ইরানের জনগণকে সরকার উৎখাতের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, “নিজেদের সরকার নিজেদেরই দখলে নিন” এরপর তিনি আরও বলেন, “আমি তারপর ইরানের পরবর্তী নেতা বেছে নেব”

ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলায় ইরানের আরও কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিহত হলেও দেশটিতে কোনো গণঅভ্যুত্থান হয়নি। বরং বর্তমান নেতৃত্ব আরও কঠোর অবস্থান নেয়। মার্চে আলি খামেনির ছেলে মোজতবা খামেনিকে নতুন সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত করা হয়। মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে, তিনি তার বাবার চেয়েও কঠোর এবং পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনে বেশি আগ্রহী।

ট্রাম্প আগেই মোজতবা খামেনির নেতৃত্বকে “গ্রহণযোগ্য নয়” বলে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু ইরান তা উপেক্ষা করে। একইভাবে, ট্রাম্পের সরাসরি বৈঠকের প্রস্তাবেও সাড়া দেননি মোজতবা।

তারপরও এপ্রিলের শেষ দিকে ট্রাম্প আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, “ইরান যদি একটি চুক্তি করে, তাহলে তারা নিজেদের খুব ভালো অবস্থানে নিয়ে যেতে পারবে” তিনি আরও বলেন, ইরান “মৃত্যু ও আতঙ্কের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা দেশ নয়, বরং একটি বৈধ রাষ্ট্রে” পরিণত হতে পারে।

ইরানের কর্মকর্তারা বলছেন, হরমুজ প্রণালি ও পারমাণবিক কর্মসূচির মতো বিষয় নিয়ে তারা ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের অনেক মূল দাবি তারা মানতে রাজি নন। যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত দেশটির রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ওয়াশিংটনের সঙ্গে বৃহত্তর সমঝোতারও তেমন কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না।

পুরো সংঘাতজুড়ে ট্রাম্পও ইরানের নেতৃত্ব সম্পর্কে বারবার নিজের মূল্যায়ন বদলেছেন। কখনও তাদের “পাগল”, কখনও “যুক্তিসঙ্গত”, কখনও “উন্মাদ”, কখনও “খুব বুদ্ধিমান”, আবার কখনও “পুরোপুরি উন্মাদ” বলেছেন।

ওয়াশিংটনের ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট সুজান ম্যালোনি বলেন, “দশকের পর দশক ধরে মার্কিন নীতিনির্ধারকেরা ইসলামি প্রজাতন্ত্রের আদর্শিক অঙ্গীকার এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গড়ে ওঠা ক্ষমতা কাঠামোর গুরুত্ব ধারাবাহিকভাবে খাটো করে দেখেছেন”

তিনি বলেন, যুদ্ধ ইরানের ধর্মীয় ও সামরিক নেতৃত্বকে আরও শক্তিশালী করেছে। ফলে সেখানে “কার্যকর কোনো বিকল্প ক্ষমতার কেন্দ্র” আর দেখা যাচ্ছে না।

মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক অভিজ্ঞ কূটনীতিক ডেনিস রসের মন্তব্য, “ইরানিরা আমাদের যতটা বোঝে, আমরা তাদের ততটা বুঝি না”

“চরম মাত্রায় হতাশাজনক”

১৯৮০ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার তেহরানে মার্কিন দূতাবাস থেকে জিম্মি করা ৫২ জন মার্কিন নাগরিককে মুক্ত করতে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে গোপন আলোচনা শুরু করেন।

কার্টারের ডায়েরি থেকে জানা যায়, ট্রাম্পের মতো তিনিও ইরানের জটিল রাজনৈতিক সমীকরণ ও শীর্ষ নেতাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বোঝার চেষ্টা করতেন।

১৯৮০ সালের শুরুতে কার্টার মনে করেছিলেন, জব্দ করা ইরানি সম্পদের কয়েক বিলিয়ন ডলার ছাড় এবং ইরানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে একটি সমঝোতা হয়েছে।

কিন্তু কার্টারের ভাষায়, এটি ছিল “চরম মাত্রায় হতাশাজনক”। কারণ, আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এটি শুধু মার্কিন কর্মকর্তাদেরই নয়, তার নিজের অধীনস্থ কর্মকর্তাদেরও বিস্মিত করে।

পরে কার্টার জিম্মিদের উদ্ধারে সামরিক অভিযান চালানোর নির্দেশ দেন, তবে সেই অভিযান ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব ছাড়ার শেষ দিনেই তিনি এমন একটি চুক্তি চূড়ান্ত করতে সক্ষম হন, যার মাধ্যমে জিম্মি মার্কিন নাগরিকরা মুক্তি পান।

গোপন অস্ত্র চুক্তি

১৯৮৫ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান তার সহযোগীদের একটি বার্তা যাচাই করতে বলেন। এক ইরানি অস্ত্র ব্যবসায়ী দাবি করেছিলেন, বয়স্ক আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির মৃত্যুর পর ইরানের মধ্যপন্থী কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়তে আগ্রহী হবেন।

রিগ্যান পরে এটিকে “কৌশলগত সুযোগের সন্ধান” বলে উল্লেখ করেন। সেই লক্ষ্যেই তিনি লেবাননে জিম্মি মার্কিন নাগরিকদের মুক্তির বিনিময়ে গোপনে ইরানের কাছে মার্কিন অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দেন।

পরে এই গোপন চুক্তিই ইরান-কন্ট্রা কেলেঙ্কারি নামে পরিচিত হয়। কারণ, অস্ত্র বিক্রির অর্থের একটি অংশ কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই গোপনে নিকারাগুয়ার কমিউনিস্টবিরোধী বিদ্রোহী গোষ্ঠী কন্ট্রাস-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল।

ঘটনাটি প্রকাশ্যে এলে রিগ্যান প্রশাসন বড় ধরনের রাজনৈতিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে। কয়েকজন মার্কিন কর্মকর্তা দোষ স্বীকার করেন বা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন। আর রিগ্যানের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা আত্মহত্যার চেষ্টাও করেন।

শেষ পর্যন্ত ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের সেই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। তেহরানে প্রত্যাশিত কোনো মধ্যপন্থী নেতৃত্বের উত্থান ঘটেনি। পরে সিআইএও মনে করে, পুরো উদ্যোগের সূচনা করা ওই অস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন একজন প্রতারক।

রিগ্যান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ঘটনার বিষয়ে নিজের অজ্ঞতার কথা জানিয়ে জাতির উদ্দেশে ভাষণে ক্ষমা চান। তবে ইরানের মধ্যপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার মূল লক্ষ্যের প্রতি তিনি তখনও সমর্থন জানিয়েছিলেন।

আশার একটি সুযোগ হাতছাড়া

১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সম্পর্ক উন্নয়নের একটি বাস্তব সুযোগ তৈরি হয়েছিল। সে বছর ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন সংস্কারপন্থী নেতা মোহাম্মদ খাতামি। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ার আহ্বান জানান এবং তেহরানে মার্কিন দূতাবাস জিম্মি সংকট নিয়েও দুঃখ প্রকাশ করেন।

এর জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেন। তিনি ইরান থেকে পেস্তা বাদাম ও কার্পেট আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করেন এবং ইরানের কিছু ঐতিহাসিক অভিযোগের প্রতি সহানুভূতিশীল মন্তব্য করেন।

১৯৫৩ সালে ইরানের প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করার অভ্যুত্থানে সিআইএর ভূমিকার জন্য প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশও করেন। ওই অভ্যুত্থানটি ঘটেছিল পশ্চিমা দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকা তেলশিল্প জাতীয়করণের পর।

তবে খাতামির মধ্যপন্থী অবস্থানের বিরোধিতা করেন ইরানের ক্ষমতাধর কট্টরপন্থীরা। তাদের আশঙ্কা ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে তাদের পশ্চিমবিরোধী আদর্শ দুর্বল হয়ে পড়বে।

অলব্রাইটের বক্তব্যের কয়েক দিনের মধ্যেই ১৯৮৯ সালে খোমেনির মৃত্যুর পর সর্বোচ্চ নেতা হওয়া আলি খামেনি তার বক্তব্য এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে সংলাপের সম্ভাবনা নাকচ করে দেন।

ওয়াশিংটনের কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসএর ইরান বিশেষজ্ঞ করিম সাদজাদপুরের তথ্য অনুযায়ী, পরে ব্যক্তিগতভাবে খাতামি বলেছিলেন: খামেনির বিশ্বাস ছিল, ইরান কখনোই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্থায়ী শান্তিতে পৌঁছাতে পারবে না।

ওয়াশিংটনকে কৌশলে ছাপিয়ে যাওয়া

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টদের মধ্যে কেবল বারাক ওবামাই ইরানের সঙ্গে বড় ধরনের একটি কূটনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছাতে সক্ষম হন। ২০১৫ সালের ওই পারমাণবিক চুক্তির আওতায় অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা শিথিলের বিনিময়ে ইরান ১৫ বছর পর্যন্ত তার পারমাণবিক কর্মসূচিতে সীমাবদ্ধতা মেনে নেয়। ওবামা প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তার আশা ছিল, তৎকালীন ইরানি প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানির সঙ্গে হওয়া এই চুক্তি দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের প্রথম ধাপ হবে। তবে তা আর এগোয়নি। সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনি চুক্তিতে সম্মতি দিলেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক আরও এগিয়ে নেওয়ার কোনো আগ্রহ দেখাননি।

এরপর ২০১৮ সালে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পরমাণু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নেন এবং আগের চেয়েও কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এতে ইরানের সেই ধারণাই আরও জোরালো হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ভরসা করা যায় না।

জবাবে ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি আরও দ্রুত এগিয়ে নেয়। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তেজনা বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প যুদ্ধ শুরু করেন।

মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক অভিজ্ঞ কূটনীতিক ডেনিস রসের মতে, এরপরও ইরান কৌশলে যুক্তরাষ্ট্রকে বারবার ছাপিয়ে গেছে। ট্রাম্পের দ্রুত যুদ্ধ শেষ করার অস্থিরতা তাদের জন্য বিষয়টি আরও সহজ করে দিয়েছে।

রস বলেন, “তারা আমাদের তাড়াহুড়ো করার প্রবনতাকে নিজেদের জন্য চাপ তৈরির হাতিয়ার হিসেবে দেখে। আমরা সব সময় দ্রুত ফল চাই। আর তারা ধরে নেয়, সময় আমাদের চেয়ে তাদের পক্ষেই বেশি কাজ করে” -

১৯৫৩ সালে ইরানের প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করার অভ্যুত্থানে সিআইএর ভূমিকার জন্য প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশও করেন। ওই অভ্যুত্থানটি ঘটেছিল পশ্চিমা দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকা তেলশিল্প জাতীয়করণের পর।

তবে খাতামির মধ্যপন্থী অবস্থানের বিরোধিতা করেন ইরানের ক্ষমতাধর কট্টরপন্থীরা। তাদের আশঙ্কা ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে তাদের পশ্চিমবিরোধী আদর্শ দুর্বল হয়ে পড়বে।

অলব্রাইটের বক্তব্যের কয়েক দিনের মধ্যেই ১৯৮৯ সালে খোমেনির মৃত্যুর পর সর্বোচ্চ নেতা হওয়া আলি খামেনি তার বক্তব্য এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে সংলাপের সম্ভাবনা নাকচ করে দেন।

ওয়াশিংটনের কার্নেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসএর ইরান বিশেষজ্ঞ করিম সাদজাদপুরের তথ্য অনুযায়ী, পরে ব্যক্তিগতভাবে খাতামি বলেছিলেন: খামেনির বিশ্বাস ছিল, ইরান কখনোই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্থায়ী শান্তিতে পৌঁছাতে পারবে না।

রস বলেন, “তারা আমাদের তাড়াহুড়ো করার প্রবনতাকে নিজেদের জন্য চাপ তৈরির হাতিয়ার হিসেবে দেখে। আমরা সব সময় দ্রুত ফল চাই। আর তারা ধরে নেয়, সময় আমাদের চেয়ে তাদের পক্ষেই বেশি কাজ করে।-

--দ্য নিউইয়র্ক টাইমস

ওমানের সঙ্গে চুক্তি হলেও হরমুজ

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রশাসন আলোচনার বিষয়ে আশাবাদ প্রকাশ করার পর তেলের দাম প্রায় ৮ শতাংশ কমে গিয়েছিল।

বিশ্বের মোট তেলের এক-পঞ্চমাংশ যে প্রণালি দিয়ে পরিবহন করা হয়, সেই হরমুজ প্রণালির বর্তমান অবস্থা ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়গুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে।

পারস্য উপসাগরকে ভারত মহাসাগর ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করা এই জলপথ ইরান কার্যত বন্ধ করে দেয়। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ফেব্রুয়ারিতে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার কয়েক দিন পরই তেহরান এই পদক্ষেপ নেয়।

এখন ট্রাম্প প্রশাসন ইরানকে চাপ দিচ্ছে, যাতে এই গুরুত্বপূর্ণ সংকীর্ণ জলপথ দিয়ে যুদ্ধের আগের মাত্রায় জাহাজ চলাচল আবার শুরু হয়। কিন্তু তেহরান এই নিয়ন্ত্রণকে কাজে লাগিয়ে আরও কিছু ছাড় আদায়ের চেষ্টা করছে।

জুন মাসে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র যখন যুদ্ধ বন্ধ এবং শান্তি আলোচনা শুরুর বিষয়ে সম্মত হয়েছিল, তখন চুক্তির অস্পষ্ট ভাষার কারণে হরমুজ প্রণালির বিষয়টি শেষ পর্যন্ত সেই সমঝোতা ভেঙে যাওয়ার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইরান জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশ ওমানের সঙ্গে তারা এমন একটি বিষয়ে একমত হয়েছে যে, প্রবেশকারী জাহাজগুলো ইরানের আঞ্চলিক জলসীমা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বের হয়ে যাওয়া জাহাজগুলো ওমানের জলসীমা ব্যবহার করবে।

এই ধরনের ব্যবস্থা কার্যকর হলে জলপথটির ওপর ইরানের নিয়ন্ত্রণ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে ট্রাম্প প্রশাসন এই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করবে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তা ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেছেন, “যেকোনো অস্থায়ী পথ কোনো ধরনের বাধা ছাড়াই পরিচালিত হবে—অর্থাৎ এর জন্য কোনো অনুমোদন বা অনুমতি লাগবে না এবং কোনো টোল বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হবে না”

তিনি আরও বলেন, “হরমুজ প্রণালি একটি আন্তর্জাতিক জলপথ। কোনো পক্ষই এর চলাচলের পথ বা এর মধ্য দিয়ে যাতায়াতের অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে না”

প্রশাসনের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা এই মন্তব্য করেন।

রোববার ট্রাম্প তেহরানকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় হামলার হুমকি দিয়েছিলেন। তবে পরদিন তিনি জানান, কূটনীতিকে আরও সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সোমবার ট্রাম্প বলেন, এই আলোচনা ইরানের জন্য “চুক্তির শেষ সুযোগ”। মঙ্গলবার তিনি বলেন, “অনেক অগ্রগতি হয়েছে”

ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। তেহরানের দাবি, ওমানের সঙ্গে চলমান আলোচনা ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এবং এটি আলাদা একটি প্রক্রিয়া।

ইরানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম ঘারিবাবাদি বুধবার বলেন, আলোচনা “চূড়ান্ত পর্যায়ের কাছাকাছি” পৌঁছেছে। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, তেহরানের এখনো কিছু দাবি পূরণ হওয়ার বাকি রয়েছে।

ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইসলামিক রিপাবলিক নিউজ এজেন্সির (আইআরএনএ) বরাতে ঘারিবাবাদি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের বন্দর অবরোধ বন্ধ করতে হবে, যুদ্ধবিরতি ভেঙে যাওয়ার পর আরোপ করা নিষেধাজ্ঞাগুলো নিয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে, ইরানের আটকে থাকা সম্পদ নিয়ে আলোচনা পুনরায় শুরু করতে হবে এবং লেবাননে চলমান সহিংসতার বিষয়টি সমাধান করতে হবে।

লেবাননে ইরানের সমর্থিত গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত।

ঘারিবাবাদি বলেন, “এই সমঝোতার অর্থ হরমুজ প্রণালি পুরোপুরি খুলে দেওয়া নয়, বরং এটি একটি নতুন ও ভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা”

তিনি বলেন, নতুন ব্যবস্থায় “জাহাজ চলাচলের একটি বড় অংশ” ইরানের জলসীমা দিয়ে পরিচালিত হবে।

ঘারিবাবাদি আরও বলেন, ইরান ও ওমান “সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচল পরিচালনার জন্য একটি যৌথ সমন্বয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা” নিয়েও আলোচনা করেছে। এই ব্যবস্থায় দুই দেশ প্রবেশ ও প্রস্থান করতে চাওয়া জাহাজগুলোর কাছ থেকে “প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে”।

আইআরএনএ প্রকাশিত ঘারিবাবাদির বক্তব্যের সারাংশে কোনো ফি বা টোল নেওয়ার বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক আইন অনুযায়ী, প্রাকৃতিকভাবে গঠিত কোনো প্রণালি ব্যবহারের জন্য কোনো দেশ টোল আরোপ করতে পারে না।

তবে সংঘাতের আগের বিভিন্ন পর্যায়ে ইরানের কর্মকর্তারা বলেছিলেন, তারা এই পথ ব্যবহারের জন্য সেবা ফি নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করবে।

বুধবার রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ওমানের সঙ্গে আলোচনায় ইরান জাহাজের পণ্যের মূল্যের ৫ থেকে ৭ শতাংশ পর্যন্ত ফি নেওয়ার দাবি জানাচ্ছে।

যদি যুদ্ধের আগের মাত্রায় জাহাজ চলাচল ফিরে আসে, তাহলে এই ধরনের ব্যবস্থা থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫ কোটি ২০ লাখ ডলার আয় হতে পারে। ইউরেশিয়া গ্রুপের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক গ্রেগরি ব্রিউয়ের হিসাব অনুযায়ী, প্রথম বছরেই এই আয় প্রায় ১৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে।

তবে ব্রিউ উল্লেখ করেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পথ দিয়ে চলাচল কমে যেতে পারে। কারণ আরও বেশি দেশ এমন পাইপলাইন ও অবকাঠামো তৈরি করছে, যার মাধ্যমে তারা হরমুজ প্রণালি এড়িয়ে তেল পরিবহন করতে পারবে।

তেহরান ও ওয়াশিংটন—দুই পক্ষই একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর চাপের মধ্যে রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা ইরানের বন্দর অবরোধ দেশটির অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে বাধাগ্রস্ত করছে। ইরানে ইতোমধ্যে অর্থনৈতিক সংকট বাড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা সামাজিক অস্থিরতার ঝুঁকি তৈরি করছে। অন্যদিকে, হরমুজ প্রণালি যত বেশি সময় বন্ধ থাকবে, যুক্তরাষ্ট্রেও বড় ধরনের অর্থনৈতিক ক্ষতির ঝুঁকি তত বাড়বে।

সর্বশেষ সংঘাতের পর যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানির দাম প্রতি গ্যালনে ৪ ডলারের বেশি হয়ে গিয়েছিল।

বিশ্লেষকরা সতর্ক করে বলেছেন, বাজারে সরবরাহ সংকট মোকাবিলার সুযোগ কমে গেলে ভবিষ্যতে তেলের দাম আরও বড় ধরনের বৃদ্ধি পেতে পারে।-ওয়াশিংটন পোস্ট

গত বছর নিউ ইয়র্ক সিটি

৫৮ পৃষ্ঠার পর

এতকিছুর পরেও, নিউ ইয়র্ক সিটির পর্যটন শিল্প এমন এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি যা কেবল জনাকীর্ণ ফুটপাত বা গ্রীষ্মকালীন আকর্ষণগুলোর গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত: শহরের বিমানবন্দর ও সীমান্ত দিয়ে আসা আন্তর্জাতিক পর্যটকের সংখ্যা কমে গেছে।

স্টেট বা স্টেটের কর্মকর্তা ও পর্যটন শিল্পের নেতৃবৃন্দের মতে, ফেডারেল অভিবাসন নীতি, সীমান্ত বিধিনিষেধ, বাণিজ্য-সংক্রান্ত উত্তেজনা এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাড়এসব কারণেই নিউ ইয়র্ক এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশিদের ভ্রমণের হার কমেছে।

পর্যটক আগমনের এই ধীরগতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের তুলনায় আন্তর্জাতিক পর্যটকরা অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করেন। নিউ ইয়র্ক স্টেট কম্পট্রোলার অফিসের তথ্য অনুযায়ী, একজন মার্কিন পর্যটক যেখানে প্রতি ভ্রমণে গড়ে ৪৫৮ ডলার খরচ করেন, সেখানে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের ক্ষেত্রে এই গড় ব্যয় ১,৭০৯ ডলার।

ওনিউ ইয়র্ক সিটি ট্যুরিজম + কনভেনশনস্থ (ঘবি িড়ৎশ ঈরঃু এড়ঁৎরংস + ঈড়হাবহঃরড়হং)ওপ্যাচ্ছ (চধঃপয)-কে জানিয়েছে যে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় তারা অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা বাড়াচ্ছে এবং পর্যটকদের প্রথাগত দর্শনীয় স্থানগুলোর বাইরে শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখার জন্য উৎসাহিত করছে।

সংস্থাটিওপ্যাচ্ছ-কে দেওয়া এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে, “আমাদের লক্ষ্য কেবল পর্যটক সংখ্যা বাড়ানোই নয়, বরং পর্যটন কার্যক্রমকে দায়িত্বশীলভাবে পরিচালনা করা।চ

নিউ ইয়র্কে কেন কম সংখ্যক আন্তর্জাতিক পর্যটক আসছেন?

সারা দেশজুড়ে ভ্রমণের ধরনে পরিবর্তনের ফলে এই সংখ্যা কমেছে।

নিউ ইয়র্ক স্টেট কম্পট্রোলার-এর কার্যালয় জানিয়েছে যে, “উচ্চ শুল্ক এবং অভিবাসন সংক্রান্ত বিধিনিষেধচ-সহ বিভিন্ন ফেডারেল নীতির কারণে নিউ ইয়র্ক এবং সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

কম্পট্রোলারের উদ্ধৃতওইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্থ-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বিদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আগত পর্যটকদের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৪৩ লাখ (৩৪.৩ মিলিয়ন); যা ২০২৪ সালের তুলনায় ৮ লাখ ৭০ হাজার বা ২.৫ শতাংশ কম।

কানাডা থেকে আগত পর্যটকদের সংখ্যা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

কানাডার সাথে সীমান্ত থাকায়, নিউ ইয়র্ক স্টেট গাড়ি ও অন্যান্য স্থলপথে আসা কানাডিয়ান পর্যটকদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

ইউ.এস. কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে নিউ ইয়র্কে প্রবেশকারী কানাডিয়ান পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৩৬ লাখ (৩.৬ মিলিয়ন) কমেছে, যা ২১.২ শতাংশ হ্রাসের সমান।

ঐতিহাসিকভাবেই কানাডা নিউ ইয়র্ক সিটির অন্যতম বৃহত্তম আন্তর্জাতিক পর্যটন বাজার হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

নিউ ইয়র্ক সিটি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?

নিউ ইয়র্ক এখনও দেশের অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে টিকে থাকলেও, এখানে পর্যটক সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস দেখা গেছে।

স্টেট কম্পট্রোলার জানিয়েছেন যে, ২০২৫ সালে শহরে বিদেশ থেকে আগত পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৭৬ হাজার ৬৫০ জন কমেছে, যা ৩ শতাংশ হ্রাসের সমান।

শুধুমাত্র ক্যালিফোর্নিয়াতেই এর চেয়ে বড় ধরনের পতন দেখা গেছে।

এই প্রভাব শহরের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও পরিচিত পর্যটন কেন্দ্রগুলোর ওপরও পড়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত স্ট্যাচু অফ লিবার্টিতে দর্শনার্থীর সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৮৩ হাজার ৮০০ জন কমেছে, যা ৪.৯ শতাংশ হ্রাসের সমান।

তবে পর্যটকদের ব্যয়ের ওপর নির্ভরশীল ছোট ব্যবসাগুলোকেই সম্ভবত এর বড় ধকল সইতে হচ্ছে।

রেস্তোরাঁ, স্যুভেনির বা স্মারক সামগ্রীর দোকান, ট্যুর অপারেটর এবং হোটেলগুলো পর্যটন শিল্পের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল; এই শিল্পটি ২০২৫ সালে নিউ ইয়র্ক সিটি জুড়ে ৩ লাখ ৯৭ হাজার কর্মসংস্থান এবং হাজার হাজার ক্ষুদ্র ও সংখ্যালঘু-মালিকানাধীন ব্যবসাকে টিকিয়ে রেখেছিল।

নিউ ইয়র্কের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

ওব্যুরো অফ ইকোনমিক অ্যানালাইসিস্থ-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক পর্যটকরা নিউ ইয়র্কে প্রায় ১৭ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছেন। পর্যটক আকর্ষণের ক্ষেত্রে শহরটি যখন তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি, তখন পাঁচটি বরোর (নড়ৎড়ঁময) প্রেসিডেন্টইওএনওয়াইসি ট্যুরিজম অ্যান্ড কনভেনশনস্থ-এর একটি প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছেন। এই প্রস্তাবে ২০২৭ অর্থবছরের বাজেটে সংস্থাটির জন্য শহরের বরাদ্দ বাড়িয়ে ৩৫ মিলিয়ন ডলার করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বরো প্রেসিডেন্টরা যুক্তি দেখান যে, ২০০৬ সালের পর থেকেওএনওয়াইসি ট্যুরিজম অ্যান্ড কনভেনশনস্থ-এর জন্য শহরের বরাদ্দ আর বাড়ানো হয়নি। অথচ বিপণন খরচ বেড়েছে এবং লস অ্যাঞ্জেলেস ও বোস্টনের মতো শহরগুলোর কাছ থেকে প্রতিযোগিতা তীব্র হয়েছেড়যে শহরগুলো পর্যটক, কনভেনশন এবং বড় বড় ইভেন্ট আকর্ষণে অনেক বেশি অর্থ ও প্রচেষ্টা ব্যয় করে থাকে।

এক যৌথ চিঠিতে তাঁরা উল্লেখ করেন যে, পর্যটন খাত ২০২৫ সালে ৮৪.৭ বিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে পর্যটকদের সরাসরি ৫৫.৬ বিলিয়ন ডলার ব্যয় এবং অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় পর্যায়ে ৭.৫ বিলিয়ন ডলারের কর রাজস্ব; পাশাপাশি এই খাতটি পাঁচটি বরো জুড়ে প্রায় ৪ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করেছে।

জুন মাসে পাঠানো সেই যৌথ চিঠিতে বলা হয়, “পর্যটন নিউ ইয়র্ক শহরের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি এবং এর সুফল প্রতিটি বরোতেই পৌঁছায়।চ

চিঠিতে আরও বলা হয়, “যে শিল্প খাত থেকে এমন প্রত্যক্ষ সুফল পাওয়া যায়, তাতে বিনিয়োগ কম রাখার ঝুঁকি নিউ ইয়র্ক শহর নিতে পারে না।চ

অভ্যন্তরীণ পর্যটকরা কি শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবেন?

পর্যটন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীরা এখন ঘরের কাছের বা স্থানীয় পর্যটকদের আকৃষ্ট করার ওপর বেশি জোর দিচ্ছেন।

ওএনওয়াইসি ট্যুরিজম্থ (ঘণঈ এড়ঁৎরংস)-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালে শহরটিতে মোট ৬ কোটি ৫৪ লাখ পর্যটক সমাগমের আশা করা হচ্ছে; এর মধ্যে ৫ কোটি ২৬ লাখ অভ্যন্তরীণ এবং ১ কোটি ২৮ লাখ আন্তর্জাতিক পর্যটক থাকবেন।

সংস্থাটি জানিয়েছে, নিউ ইয়র্কের সারা বছর ধরে পর্যটকদের আকর্ষণ করার সক্ষমতা থাকায় পর্যটন মৌসুমের ওপর একক নির্ভরতা কমেছে।

এক বিবৃতিতেওএনওয়াইসি ট্যুরিজম্থ উল্লেখ করেছে, “গ্রীষ্মকাল নিঃসন্দেহে একটি ব্যস্ত সময়, তবে সাধারণত আমাদের বার্ষিক পর্যটক সমাগমের মাত্র ১৭ শতাংশই এই সময়ে হয়ে থাকে।চ

পর্যটনের জন্য সাধারণত ধীরগতির বা কম ব্যস্ত সময়গুলোতে ভ্রমণকে উৎসাহিত করতে সংস্থাটিওএনওয়াইসি উইন্টার আউটিন্থ (ঘণঈ ডরহঃবৎ ঙঁঃরহম) এবংওএনওয়াইসি রেস্টুরেন্ট উইক্ত (ঘণঈ জবংঃধঁৎধহঃ ডববশ)-এর মতো কর্মসূচিও পরিচালনা করেছে।

পাশাপাশি, পর্যটকদের ওপর নির্ভরশীল কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখন অভ্যন্তরীণ পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে।

নিউ ইয়র্ক, শিকাগো ও ওয়াশিংটন ডি.সি.-র মতো শহরগুলোতে যারা পায়ে হেঁটে ভ্রমণ (ওয়াকিং ট্যুর), খাবার ও সাংস্কৃতিক ভ্রমণের আয়োজন করে থাকে, সেইওএম্পায়ার ট্যুরস অ্যান্ড প্রোডাকশনস্থ (উসঢ়রৎব এড়ঁৎং_ চৎড়ফঁপঃরড়হং) জানিয়েছে যে নিউ ইয়র্কে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের চাহিদা কিছুটা কমেছে।

কোম্পানিটির চিফ মার্কেটিং অফিসার ও চিফ টেকনোলজি অফিসার আনন্দ মহাপাত্র জানান, সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ বাজারের গতি কিছুটা মন্থর হয়েছে।

মহাপাত্র বলেন, “পর্যটকের সংখ্যার বিচারে আমেরিকায় সামগ্রিক পরিস্থিতি কিছুটা নিম্নমুখী।চ

তবে প্রত্যাশার চেয়েও নিউ ইয়র্কে কোম্পানিটির কার্যক্রম ভালো হয়েছে; এর একটি কারণ হলো তারা নিকটবর্তী এলাকার গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার ওপর জোর দিয়েছে।

মহাপাত্র বলেন, “আমরা আমাদের বিপণন ও প্রচার কার্যক্রম এমনভাবে সাজিয়েছি যাতে স্থানীয় বাসিন্দা এবং অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের যথাসম্ভব সক্রিয় বা আকৃষ্ট করা যায়।চ

এর অর্থ হলোড়নিউ জার্সি, লং আইল্যান্ড এবং নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন বরো বা এলাকার বাসিন্দাদের লক্ষ্য করা, যারা হয়তো কাছেই থাকেন কিন্তু শহরের নির্দিষ্ট কিছু এলাকা বা পাড়া আগে কখনো ঘুরে দেখেননি।

নিউ ইয়র্কে এখন পর্যটকরা কী খুঁজছেন?

মহাপাত্র জানান, পর্যটকরা এখন এমন অভিজ্ঞতা বা কার্যক্রম বেশি পছন্দ করছেন যা তাদের স্থানীয় ইতিহাস, খাবার এবং ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সংযুক্ত করে।

কোম্পানিটিরওলিটল ইতাল্থি ওওচায়নাটাউন্থ ফুড ট্যুরে পর্যটকদের চারটি ভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়ড়যেখানে ডাম্পলিং, পিৎজা ও ক্যানোলির মতো খাবারের স্বাদ নেওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর পেছনের গল্পও তুলে ধরা হয়।

মহাপাত্র বলেন, “আমরা সেই গল্পগুলোই তুলে ধরতে চাই। আমরা ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সবার সামনে নিয়ে আসতে চাই।চ কোম্পানিটি সম্প্রতি ক্যাটজ’স ডেলিকেটসেন-কে নিয়ে লোয়ার ইস্ট সাইড ফুড ট্যুর চালু করার মাধ্যমে তাদের নিউ ইয়র্কের পরিষেবা আরও প্রসারিত করেছে, যেখানে একটি বিশেষওলাইন এড়িয়ে যাওয়াহ্ন অংশীদারিত্বের ব্যবস্থা রয়েছে, যা ১৫ই আগস্ট থেকে শুরু হবে।

মহাপাত্র বলেছেন, দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব পর্যটকদের শহরের এমন কিছু অংশ উপভোগ করতে সাহায্য করে যা তারা অন্যথায় হয়তো দেখতে পেতেন না।

এনওয়াইসি পর্যটনের জন্য এরপর কী হবে?

এনওয়াইসি ট্যুরিজম + কনভেনশনস জানিয়েছে যে নিউ ইয়র্কের দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের বিস্তৃত মিশ্রণ থেকে পর্যটকদের আকর্ষণ করার উপর নির্ভর করে।

আন্তর্জাতিক ভ্রমণ কমে যাওয়ায়, কর্মসংস্থান এবং স্থানীয় অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার জন্য একটি বৈশ্বিক গন্তব্য হিসেবে শহরের অবস্থান বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংস্থাটি লিখেছে, “একসাথে, আমাদের বছরব্যাপী আকর্ষণ এবং কৌশলগত বিপণন পদ্ধতি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে পর্যটনের অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো সম্প্রদায়, ব্যবসা এবং পাঁচটি বরো জুড়ে আরও ব্যাপকভাবে ভাগ করে নেওয়া হয়।”

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে রোমান্টিক শহর

৫৮ পৃষ্ঠার পর

গবেষণার ভিত্তি: ৩০টি বড় শহরে ২৮টি ভালোবাসা-সংক্রান্ত শব্দ যেমন “রোমান্টিক রেস্তোরাঁচ, “প্রস্তাবের স্থানচ এবং “ডেট নাইট আইডিয়াচ খোঁজার হার। শীর্ষ স্থান: প্রতি ১ লক্ষ বাসিন্দা পিছু ২১২টি রোমান্টিক সার্চ নিয়ে নিউ ইয়র্ক সিটি সবার উপরে রয়েছে। অন্যান্য শহর: ন্যাশভিল, অস্টিন, শিকাগো এবং জ্যাকসনভিলি এই তালিকার শীর্ষ পাঁচে রয়েছে। জনপ্রিয় স্থান ও তথ্য: শহরের অসংখ্য পার্ক, রুফটপ ভিউ এবং বিশ্বমানের খাবার দাবার একে জনপ্রিয়

শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান:

২১ পৃষ্ঠার পর

এসেছে, পেঁয়াজ এসেছে, চিনি এসেছে। বিদ্যুৎ আমদানিও এখনও দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জ্বালানি সহযোগিতার বিষয়েও আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। অর্থাৎ রাজনৈতিক বক্তব্য আর অর্থনৈতিক বাস্তবতা সব সময় একই পথে হাঁটে না। এখানেই বড় প্রশ্নটি উঠে আসে। যদি ভারতকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে খাদ্য, জ্বালানি, শিল্পের কাঁচামাল ও বিদ্যুতের ক্ষেত্রে তার ওপর নির্ভরতার ব্যাখ্যা কী? আবার উল্টো প্রশ্নও করা যায়ড়যদি ভারত বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক অংশীদার হয়, তাহলে ঢাকার নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক সংবেদনশীলতাকে নয়াদিল্লি আরও গুরুত্ব দেবে না কেন? এই দুই প্রশ্নের উত্তর পরস্পরবিরোধী নয়; একই বাস্তবতার দুটি দিক।

বিশ্ব রাজনীতিতে বহুল উদ্ধৃত একটি কথা রয়েছে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টনের নামে যা পরিচিতড়রাষ্ট্রের কোনো স্থায়ী বন্ধু নেই, স্থায়ী শত্রুও নেই; স্থায়ী কেবল জাতীয় স্বার্থ। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গতিপথ আজও মূলত এই নীতিতেই চলে। ভারত তার স্বার্থ দেখবে, চীন তার স্বার্থ দেখবে, যুক্তরাষ্ট্রও তাই করবে। বাংলাদেশও যদি নিজের স্বার্থকে সর্বাগ্রে না রাখে, তাহলে অন্য কেউ এসে তা রক্ষা করবেড়এমন আশা করার কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোরও এখানে আত্মসমালোচনার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বিরোধী দলে থাকলে ভারতবিরোধী বক্তব্য, আর ক্ষমতায় গেলে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাড় এই দ্বৈত অবস্থান নতুন কিছু নয়। গত তিন দশকের রাজনীতি দেখলে বোঝা যায়, প্রায় সব বড় দলই কোনো না কোনো সময় এই বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে। এতে ক্ষণিকের রাজনৈতিক লাভ হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতা। কারণ পররাষ্ট্রনীতি যদি নির্বাচনি স্লোগানে পরিণত হয়, তাহলে বিদেশি অংশীদাররাও বুঝতে পারেন না বাংলাদেশের স্থায়ী অবস্থান আসলে কী।

একটি প্রবাদ আছে, এক মুখে দুই কথা দীর্ঘদিন চলে না। ব্যক্তি জীবনের মতো রাষ্ট্রনীতিতেও এই কথার প্রাসঙ্গিকতা কম নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে অতি নির্ভরতা এবং অতি বৈরিতাড়দুটিই দুর্বল কৌশলের লক্ষণ। পরিণত রাষ্ট্রের পরিচয় হলো, প্রয়োজন হলে কঠোরভাবে নিজের স্বার্থের কথা বলা, আবার প্রয়োজন হলে বাস্তবতার নিরিখে সহযোগিতার হাতও বাড়ানো। কারণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আবেগের নয়, ভারসাম্যের শিল্প।

আরও একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি। বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়নি, তার মধ্যে শেষও হবে না। এই সম্পর্কের ভিত্তি ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং পারস্পরিক নিরাপত্তা। নানা টানাপড়েন সত্ত্বেও প্রতিবছর লক্ষাধিক বাংলাদেশি চিকিৎসা, শিক্ষা, ব্যবসা ও ভ্রমণের জন্য ভারতে যান। কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই, বেঙ্গালুরুসহ ভারতের অনেক শহর বহু বাংলাদেশির কাছে পরিচিত গন্তব্য। অন্যদিকে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীরাও বাংলাদেশকে গুরুত্ব দেন। সাংস্কৃতিক যোগাযোগও দুই দেশের মানুষের মধ্যে একটি স্বাভাবিক সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। রাজনৈতিক উত্তেজনা যতই বাড়ুক, মানুষের এই যোগাযোগ পুরোপুরি থেমে থাকে না। এ কারণেই বলা হয়, রাষ্ট্রের সম্পর্ক কেবল সরকারের নয়, মানুষেরও। আজ বাংলাদেশের প্রয়োজন পরিণত রাষ্ট্রের মতো আচরণ করা। প্রতিবেশীর অন্যায়ের প্রতিবাদ অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু সেই প্রতিবাদ যেন তথ্যনির্ভর, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং কূটনৈতিক হয়। আবার সহযোগিতার ক্ষেত্রেও জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। ভারতের প্রতি অন্ধ সমর্থন যেমন বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর, তেমনি অন্ধ বিদ্বেষও কোনো সুফল বয়ে আনবে না। বিষ পান করে যেমন শত্রুর মৃত্যুর অপেক্ষা করা যায় না, তেমনি অযৌক্তিক বিদ্বেষ লালন করেও কোনো দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। শক্তিশালী রাষ্ট্র নিজের স্বার্থ রক্ষা করে যুক্তি দিয়ে, দুর্বল রাষ্ট্র তা করে স্লোগান দিয়ে।

শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান নিঃসন্দেহে দুই দেশের সম্পর্কে একটি অস্বস্তিকর অধ্যায় তৈরি করেছে। এই অস্বস্তি যত দীর্ঘ হবে, ততই অবিশ্বাস বাড়বে। কিন্তু এই একটি ইস্যুকে কেন্দ্র করে যদি পুরো বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে সংঘাতের পথে ঠেলে দেওয়া হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে দুই দেশই, বিশেষ করে বাংলাদেশ। কারণ ভৌগোলিক বাস্তবতা থেকে পালানোর কোনো উপায় নেই। বাংলাদেশের সামনে তাই সংকট একটাইড়আবেগ নয়, আত্মবিশ্বাস; স্লোগান নয়, রাষ্ট্রনীতি; মুখোমুখি সংঘাত নয়, মর্যাদাপূর্ণ দরকষাকষির মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা। একটি পুরোনো বাংলা প্রবাদ আছে, ‘হাঁড়ি ভাঙলে ভাতও নষ্ট হয়।’ প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কও তেমন। অহেতুক সংঘাতের মূল্য শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষকেই দিতে হয়।

শেখ হাসিনা একদিন বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসের অংশ হয়ে যাবেন। আজকের সরকারও একদিন অতীত হবে। কিন্তু বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক থাকবে। তাই ব্যক্তি, দল কিংবা সাময়িক রাজনৈতিক লাভের ঊর্ধ্বে উঠে এই সম্পর্ককে দেখতে হবে রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের আলোকে। কারণ পররাষ্ট্রনীতিতে আবেগের আয়ু ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু জাতীয় স্বার্থের আয়ু রাষ্ট্রের সমান দীর্ঘ। *চিররঞ্জন সরকার লেখক ও কলামনিস্ট*

ডাঃ ইফাজ চৌধুরীর সাথে ডাঃ সাবরিনা চৌধুরীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির পরিচিত মুখ ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব দেওয়ান শাহেদ চৌধুরীর ছোট ছেলে ডাঃ ইফাজ চৌধুরীর সাথে যুক্তরাষ্ট্র জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি শফিউদ্দীন চৌধুরীর কন্যা ডাঃ সাবরিনা চৌধুরীর শুভ বিবাহ গত রবিবার ৩ আগস্ট লং আইল্যান্ডের লিওনার্ডস পালাজ্জো ব্যাংকুয়েট হলে অনুষ্ঠিত হয়। নব দম্পতির প্রতি অশেষ দোয়া ও শুভকামনা জানাতে আসা পরিচিতজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের উপস্থিতিতে আনন্দঘন বিয়ের অনুষ্ঠানটি পরিনত হয় কমিউনিটির এক মিলন মেলায়।

চলে গেলেন নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির পরিচিত মুখ মির্জা আলী আজম

পরিচয় ডেস্ক: চলে গেলেন নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট ট্রাভেল এজেন্ট মির্জা আলী আজম। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

পরিবার এর ঘনিষ্ঠ সুত্রে জানা গেছে গত শুক্রবার ৭ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টার কিছু পরে তিনি বাসা থেকে বের হয়ে প্রচন্ড বৃষ্টির সময় একটি সিটি বাসে উঠেন এবং বাসের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন। পরে তাঁকে নিউইয়র্কের মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মরহুম মির্জা আলী আজমের দেশের বাড়ি বাংলাদেশের মাগুরা জেলায়। তিনি

দীর্ঘদিন ধরে নিউ ইয়র্কের এস্টোরিয়ার বাসিন্দা ছিলেন ।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক বিবাহিত কন্যা ও দুই পুত্র রেখে গেছেন।

গত শনিবার ৮ আগস্ট বাদ জোহর এসটোরিয়া ইসলামিক সেন্টার মসজিদে জানাজার নামাজের পর মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)র তত্ত্বাবধানে নিউ জার্সির মার্লবরো মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা হয়।

তাঁর মৃত্যুতে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

লং আইল্যান্ড সাফোক কাউন্টির ক্যালভারটনে মসজিদ, ফিউনারেল হোম ও কমিউনিটি সেন্টার সহ ৩৬০০ কবরের প্রকল্পের ৮০% কাজ শেষ

পরিচয় ডেস্ক: লং আইল্যান্ড সাফোক কাউন্টির ক্যালভারটনে মসজিদ, ফিউনারেল হোম ও কমিউনিটি সেন্টার সহ আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মুসলিম কবরের সুবিধাসহ ৩৬০০ কবরের প্রকল্প "আখিরা ইসলামিক সেন্টার" প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির পরিচিত দুই মুখ জাহিদ আলম ও ফুয়াদ হোসেন এর উদ্যোগে গৃহীত ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল কবরস্থান থেকে মাত্র ১০ মিনিটের ড্রাইভিং দুরত্বে অবস্থিত এ সুবিশাল প্রকল্পে থাকছে কেবল মুসলিমদের জন্য কবর, তাছাড়া একটি মসজিদ, মরদেহ রাখার জন্য ৪টি ফ্রীজ সহ ফিউনারেল

হোম, নিকটজনদের অপেক্ষার জন্য একটি কমিউনিটি হল। "আখিরা ইসলামিক সেন্টার" ও কবরস্থান প্রকল্পের অন্যতম উদ্যোক্তা জাহিদ আলম পরিচয়-কে জানিয়েছেন, প্রকল্পের সব সেক্টরের কাজ ইতোমধ্যে ৮০% শেষ হয়েছে এবং তাঁরা আগামী ২০২৭ এর জানুয়ারি থেকে কবর বিক্রি শুরু করতে সক্ষম হবেন বলে আশাবাদী। কমিউনিটিকে আরো বিস্তারিত অবগত করার লক্ষ্যে আগামী ২৯ আগস্ট প্রকল্প প্রাঙ্গণে এক কমিউনিটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে এবং সকলে আমন্ত্রিত।

গ্লেন আইল্যান্ড পার্কের নয়নাভিরাম পরিবেশে উপভোগ্য আয়োজনে বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ'র 'ভুলকা ভাত' সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক: ওয়েশচেষ্টারের গ্লেন আইল্যান্ড পার্কের নয়নাভিরাম পরিবেশে, উপভোগ্য আয়োজনে গত ২ আগস্ট, রবিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ'র বার্ষিক 'ভুলকা ভাত'।

অসংখ্য বগুড়াবাসীসহ নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন পেশাজীবী, ব্যবসায়ী এবং বাংলাদেশি কমিনিটির বিভিন্ন শ্রেণীর নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত হয়েছিলেন।

বগুড়া সোসাইটির সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলামের পরিচালনায় লাল ফিতা কেটে ভুলকা ভাত এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের ট্রাষ্টি বের্ডের সম্মানিত সদস্য আব্দুল মান্নান। ভুলকা ভাত এ প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট রিয়েলটর আদেল বিন ইমানী।বিশেষ অতিথি ছিলেন এস এস ব্রোকারেজ'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও শ্যামল তালুকদার ও জমজম ট্রাভেলসের কর্ণধার তৌহিদ মাহবুব মুন্না।

অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত হয়েছিলেন বগুড়া জেলার মাদলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ মন্ডল।

বনভোজন প্রাঙ্গণে সকালের নাস্তা আর দুপুরের সুস্বাদু খাবার ছিলো ভুলকা ভাত এর অন্যতম দিক। মুড়ি মাখা, তরমুজ, আর খিলি পান নিয়ে মেতে ছিল সবাই।ছোট বাচ্চাদের দৌড় প্রতিযোগীতা, মহিলাদের মাথায় থালা আর বল রেখে ব্যালান্সিং ও পুরুষদের জন্য ছিল বল মেরে গোল করা। খেলাখুলা পরিচালনা করেছেন একেএম আব্দুর রশিদ।

এবারের ভুলকা ভাত আয়োজনের সার্বিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি মহব্বত আলী আকন্দ।

আহবায়কের দায়িত্বে ছিলেন গোলাম রব্বানী রাজু, সদস্য সচিবের দায়িত্বে ছিলেন নাফিউস সাদিক এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন জুয়েল আহমেদ, যুগ্ন আহবায়কের দায়িত্বে ছিলেন জাহাঙ্গীর আলম রিপন, রাশেদ আল হেলাল রতন, মোঃ হেলাল উদ্দিন (জুনিয়র), শাপিনুর রহমান, যুগ্ন সদস্য সচিব ছিলেন মুরাদ মোরশেদ হায়দার বিপ্লব, শফিকুল ইসলাম, লিটন আলী, আপ্যায়নে ছিলেন কামরুজ্জামান লালু, রফিকুল ইসলাম রফিক, এনামুল হক, মোঃ আব্দুল মালেক।

সার্বিক সহযোগীতায় ছিলেন ট্রাষ্টি বের্ডের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা বাবু পাইকার (বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাইফুর রহমান ভান্ডারী (রাজ), ফারুখ হোসেন মিঠু, রোকুনুজ্জামান নয়ন, অধ্যক্ষ আজিজুল হক মুন্না, বগুড়া সোসাইটির উপদেষ্টা মো: আতোয়ারুল আলম,বগুড়া সোসাইটির সাবেক সভাপতি রাফেল তালুকদার, প্রধান সমন্বয়কারী আলী সৈয়দ টিপু (বীর মুক্তিযোদ্ধা), সমন্বয়কারী ডঃ জাকিরুল ইসলাম, মোহাম্মাদ আলী, প্রধান উপদেষ্টা টি এম আব্দুস সালাম, উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য একেএম আব্দুর রশিদ, শফিক দেওয়ান, মোঃ মর্তুজা আলী বুলবুল, মোঃ হাসান মামুন, মোস্তফা আলমগীর, ড.শাহজাহান (বীর মুক্তিযোদ্ধা), শফিকুল আলম জাষ্টিস, আনছার আলী শেখ,বজলুর রহমান আকন্দ, কামরুল হাসান, লিটন আলী, মোঃ আব্দুস সবুর, নাহিদ হায়দার, মোঃ জাহিদুর রহমান, আবুল কে এম আজাদ, আলমগীর হোসেন। এই আয়োজনের অন্যতম স্পনসর হিসেবে সহযোগীতা করেছে নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন।

এবারের ভুলকা ভাত এ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আশরাফুজ্জামান আশরাফ, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মুনিরুল ইসলাম মনির, পাবনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমূখ ।

অনুষ্ঠানে র‍্যাফেল ড্র বিজয়ী ও বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের মাঝে আকর্ষনীয় সব পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সংগঠনের সভাপতি সাইফুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক খাদেমুল ইসলাম রুবেল এবারের ভুলকা ভাত আয়োজনে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

বেদারুল ইসলাম বাবলা ফ্লোরিডার অর্ল্যান্ডোতে অনুষ্ঠিতব্য ৪০তম ফোবানা সম্মেলনে চিফ ইলেকশন কমিশনার নির্বাচিত

পরিচয় ডেস্ক: ফেডারেশন অব বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা বা ফোবানার এক্সিকিউটিভ কমিটির গুরুত্বপূর্ণ এক সভা গত ৩ আগস্ট, রবিবার দুপুর ১টায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ফোবানার চেয়ারম্যান জনাব জাহিদ হোসেন সভাপতিত্ব করেন এবং এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি নিহাল রহিম সভাটি পরিচালনা করেন।

সভায় এক্সিকিউটিভ কমিটির অধিকাংশ সদস্যসহ হোস্ট কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে অন্যতম হলোড় ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান ও বোর্ড অব ডিরেক্টর বেদারুল ইসলাম বাবলাকে সর্বসম্মতিক্রমে চিফ ইলেকশন কমিশনার হিসেবে নির্বাচিত করা।

এছাড়াও ফ্লোরিডার অর্ল্যান্ডোতে অনুষ্ঠিতব্য ফোবানা পরবর্তী কমিটির নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন ফি, এক্সিকিউটিভ কমিটির মেয়াদকাল, মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন, স্কলারশিপসহ বিভিন্ন এজেন্ডাভিত্তিক বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভায় হোস্ট কমিটির নেতৃবৃন্দ ফ্লোরিডার অর্ল্যান্ডোতে আগামী ৪০তম ফোবানা কনভেনশনের সার্বিক প্রস্তুতির বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। নেতৃবৃন্দ জানান, ৪০তম ফোবানা কনভেনশনে উত্তর আমেরিকা ছাড়াও বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিটি লিডার, পেশাজীবী, উদ্যোক্তা, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং তরুণ নেতৃত্ব অংশগ্রহণ করবেন। কনভেনশনের প্রধান আকর্ষণগুলোর মধ্যে থাকবে ফোবানার ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, মূলধারায় কমিউনিটি নেতৃত্ব ও মতবিনিময় সভা, যুব ও নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব উন্নয়ন কার্যক্রম, ব্যবসা, বিনিয়োগ ও নেটওয়ার্কিং সেশন, ইমিগ্রেশন বিষয়ক আলোচনা, কাব্য জলসা, নারী অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সেমিনার। কনভেনশনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মার্কিন কংগ্রেসম্যান ড্যারেন সোটো, স্থানীয় সিটি মেয়রসহ আরও অনেকে। এছাড়াও বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র সদস্য শেখ মুজিবর রহমান ইকবাল এমপি এবং বিশিষ্ট লেখক, চলচ্চিত্র প্রযোজক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ফরিদুর রেজা সাগরকে কনভেনশনে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হককথা সম্পাদকের শাশুড়ীর ইন্তেকাল, দোয়া কামনা

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক হককথা ও আজকেরটেলিগ্রাম সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ ও সিটির রিচমন্ডহীলেবসবাসকারী মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম খানের শাশুড়ী হাবিবা খাতুন ইন্তেকালকরেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শনিবার (১ আগষ্টবাংলাদেশ সময় অপরাহ্ন ৩টা ৪০ মিনিটে টাঙ্গাইল শহরের বেড়াডোমায় নিজবাসায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক নানা সমস্যায়ভুগছিলেন। তার বয়স হয়েছিলো ৭৬ বছর। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র ও দুইকন্যা এবং নাতি-নাতনী সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

মরহুমা হাবিবা খাতুনের নামাজে জানাজা শেষে পরদিন রোববার (২ আগষ্ট) সকালে টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার মাহমুদপুর গ্রামের কবরস্থানেতার মরদেহ দাফন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মরহুমার দুই কন্যা নিউইয়র্কে বসবাসকরেন। অপর দুই পুত্র টাঙ্গাইলে বসবাস করেন। এদিকে মরহুমার বিদেহীআত্মার মাগফেরাত কামনায় তার পরিবারের পক্ষ থেকে সবার কাছে দোয়াকামনা করা হয়েছে।

অপরদিকে সাংবাদিক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ-এর শাশুড়ী হাবিবাখাতুনের ইন্তেকালে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব, প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীইউএসএ ও টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ’র পক্ষ থেকে কর্মকর্তারা গভীর শোকও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

এছাড়াও নিউইয়র্কের বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক/পরিচালক ও সাংবাদিক এবংকমিউনিটি নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমার বিদেহীআত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন খবরইউএনএ’র।

১৪ বছরে বাংলাদেশের জন্য সর্বনিম্ন বৈদেশিক ঋণের

১৯ পৃষ্ঠার পর

ছিল ৫.২৫৮ বিলিয়ন ডলার, যা সদ্য বিদায়ী অর্থবছরের প্রায় সমান।

প্রতিশ্রুতি কমলেও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করেছে। এই সময়ে পরিশোধিত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪.৪৯৪ বিলিয়ন ডলার। এর আগের অর্থবছরে ঋণ পরিশোধের এই পরিমাণ ছিল ৪.০৮৭ বিলিয়ন ডলার। ইআরডি নিয়মিতভাবে উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে ঋণের এই প্রবাহ ও পরিশোধের তথ্য পর্যবেক্ষণ ও প্রকাশ করে থাকে।

আগস্টের প্রথম ৫ দিনে বাংলাদেশে এল ৬০২ মিলিয়ন

১৯ পৃষ্ঠার পর

পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। যেখানে গত বছরের আগস্টের প্রথম ৫ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ৩২৮ মিলিয়ন ডলার। এই হিসাবে বছর ব্যবধানে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ।

এর আগে সদ্য বিদায়ী জুলাই মাসে বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে প্রায় ২৮৬ কোটি ডলার রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছিল। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৩৫ হাজার ৪০০ কোটি টাকা।

হজ পালনে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশীদের জন্য ‘কাবার পথে ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস লিমিটিড’র বিশেষ প্যাকেজ অফার

পরিচয় ডেস্ক: পবিত্র হজ পালনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য বিশেষপ্যাকেজ অফার নিয়ে এসেছে বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান ‘কাবার পথে ট্যুরস এন্ডট্রাভেলস লিমিটিড’। বিশেষ করে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী প্রবাসীদের মধ্যেযারা বাংলাদেশ হয়ে পবিত্র হজ পালন করতে চান তাদের জন্য সহজেই হজপালন করার সুযোগ রয়েছে। কেনোনা কোঠার নিয়ম সহ নান কারণে যুক্তরাষ্ট্রথেকে হজ পালন করতে চাইলে নানা সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়। তাই প্রবাসীবাংলাদেশীদেও কথা বিবেচনা করেই প্রতিষ্ঠানটি এমন উদ্যোগ নিয়েছেন বলেএর চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান জানিয়েছেন।

সিটির জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে সোমবার (৩ আগষ্ট) সন্ধ্যায়আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ‘কাবার পথে ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলসলিমিটিড’-এর চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান এসব কথা বলেন। এসময় মুফতিমোহাম্মদ ইসমাইল, মাওলানা মঞ্জুরুল করীম ও আবাদুর রহিম সহ আরোঅনেকই উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে মিজানুর রহমান বলেন, তার প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সরকারঅনুমোদিত একটি প্রতিষ্ঠান। পবিত্র হজের সময় তার প্রতিষ্ঠান থেকে জিরোমিটার হোটেলে-এর জন্য ১০ লাখ ৫৫ হাজার টাকা, স্পেশাল প্যাকেজের জন্য৬ লাখ ৫৫ হাজার টাকা, প্যাকেজ এ-তে ৭ রাখ ৯৫ হাজার টাকা এবংভিআইপি প্যাকেজে ১৬ লাখ ৫০ হাজার টাকার বিশেষ অফার রয়েছে। এইঅফারের মধ্যে কোরবানী সহ অন্যান্য সুবিধা রয়েছে।

মিজানুর রহমান বলেন, যারা আমেরিকান পাসপোর্টধারী বাংলাদেশী তারাওবিশেষ অফার গ্রহণ করতে পারবেন, তবে তাদেরকে বাংলাদেশে গিয়েবাংলাদেশী হিসেবে হজ পালনের আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে তারাআমেরিকান নন, বাংলাদেশী হাজী হিসেবে পরিচিত হবেন।

তিনি বলেন, হজ পালনে তার প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ সেবা দেয়ার চেষ্টা করবেন এবংহজ কাফেলার সাথে বিশেষ মুয়াল্লেম এবং গাইড থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রে তারপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে দেখভাল করবেন নিউইয়র্কের রহমানিয়া ট্রাভেলস। সংবাদসম্মেলনে রহমানিয়া ট্রাভেলসের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনিউপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

মুফতি মোহাম্মদ ইসমাইল বলেন, সৌদী সরকার হজের নিয়ম কারণ নতুন করেকরায় বিশেষ করে অনলাইনে আবেদনের নিয়ম করায় বাংলাদেশীআমেরিকানদের অনেকের জন্যই হজ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। কেননা, অনলাইনে এতো নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয় যে তাতে সহজেই আবেদন করাহয়ে উঠে না। তবে বাংলাদেশ থেকে হজ পালন করা অনেকটাই সহজ।সেক্ষেত্রে একটু বেশী সময় লাগবে। খবর ও ছবি ইউএনএ’র।

জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জনের বিষয়টি লক্ষ্য করে নতুন নির্বাহী আদেশ জারি করেছেন প্রেসিডেন্ট

৯ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নন এবং বাবা-মায়ের মধ্যে অন্তত একজনড়কোনো বিদেশি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সদস্য, বিদেশি সরকারের কর্মী, প্রতারণামূলক উপায়ে নাগরিকত্ব লাভের চেষ্টাকারী

অথবা যুক্তরাষ্ট্রের এমন কোনো অঞ্চলে বসবাসকারী যেখানে ফেডারেল আইনের আওতায় নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় না।

পুয়ের্তো রিকোর মতো যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারীদের নাগরিকত্বের বিষয়টি ফেডারেল আইনের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং তাঁর প্রশাসনের কর্মকর্তারা বারবার‘বার্থ ট্যুরিজম’ বা সন্তান জন্মদানের উদ্দেশ্যে বিদেশিদের যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন;

এমনকি তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে, রাশিয়া ও চীনের মতো প্রতিপক্ষ দেশগুলো‘বার্থরাইট সিটিজেনশিপ’ বা জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের সুযোগ কাজে লাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করছে।

গত বৃহস্পতিবার ৬ আগস্ট ওভাল অফিস থেকে নির্বাহী আদেশগুলো ঘোষণার সময় ট্রাম্প বলেন যে,‘বার্থ ট্যুরিজম’-এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক লাখ শিশুর জন্ম হয়েছে।

হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ স্টিফেন মিলার জানান,

প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরিত একটি আদেশের লক্ষ্য হলো বাণিজ্যিক‘বার্থ ট্যুরিজম’ বা সন্তান জন্মদানের উদ্দেশ্যে বিদেশিদের যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ রোধ করা;

আর অন্য আদেশটি জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার অযোগ্য ব্যক্তিদের পরিধি বা সংজ্ঞাকে আরও বিস্তৃত করছেড়

যার আওতায় এমন সব বিদেশি নাগরিকের সন্তানরাও পড়বে যারা বিদেশি সরকারের পক্ষে তদবির বা লবিংয়ের কাজে জড়িত।

মিলার বলেছেন, ‘ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট’-এর একটি ধারার অধীনে ‘বার্থ ট্যুরিজম’ বা সন্তান জন্মদানের উদ্দেশ্যে বিদেশিদের দেশটিতে ভ্রমণের বিষয়টি নিষিদ্ধ করার এখতিয়ার প্রেসিডেন্টের রয়েছে;

এই ধারাটি তাঁকে কারা দেশে প্রবেশ করতে পারবে, সে বিষয়ে বিভিন্ন ব্যতিক্রম ও সীমাবদ্ধতা নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদান করে।

এদিকে একটি নিরপেক্ষ গবেষণা সংস্থা ‘মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউট’ জানিয়েছে যে,

আদমশুমারির ওপর ভিত্তি করে করা সবচেয়ে বিস্তৃত হিসাব অনুযায়ী,

প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে ‘বার্থ ট্যুরিজম’ বা সন্তান জন্মদানের উদ্দেশ্যে ভ্রমণের মাধ্যমে প্রায় ২২,০০০ থেকে ২৬,০০০ শিশুর জন্ম হয়।

সংস্থাটির মতে, সরকারি তথ্যে দেখা গেছে যে ২০২৪ সালে এমন সব মায়ের ঘরে ৯,৬০০টি শিশুর জন্ম হয়েছে যাদের ঠিকানা ছিল দেশের বাইরে।

নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ‘নিউইয়র্ক গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্ট ২০২৬’

পরিচয় ডেস্ক : বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিল্পী, কলাকুশলী ও অতিথিদের অংশগ্রহণে নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ‘নিউইয়র্ক গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্ট ২০২৬’-এর প্রথম আসর। গত ৮ আগস্ট, শনিবার নিউইয়র্কের দুটি ভেন্যুতে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্রের এই উৎসব।

এবারের উৎসবে ৩৮টি দেশ থেকে ২৮২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র জমা পড়ে। দীর্ঘ বাছাই ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে সেখান থেকে নির্বাচিত ৩০টি চলচ্চিত্র উৎসবের দুই ভেন্যুতে প্রদর্শিত হয়। ১১টি বিভাগে পুরস্কারের পাশাপাশি একটি বিশেষ পুরস্কারসহ মোট ১২টি পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিল্পী, কলাকুশলী এবং চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ উৎসবকে আন্তর্জাতিক মিলনমেলায় পরিণত করে। আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিও পুরো আয়োজনে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা।

পুরস্কার পেল যেসব চলচ্চিত্র

এবারের উৎসবে সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের Banana Triangle Six। চলচ্চিত্রটির পরিচালক মার্ক ই. ক্র্যান্ডাল।

সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্র হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের Back to One – Return to Ground Zero, পরিচালক

সিলভেস্টার পি. লুকাসিয়েভিচ।

ফ্রান্সের স্তেফান মার্তিনে তাঁর A BRUSHSTROKE (UN COUP DE PINCEAU) চলচ্চিত্রের জন্য সেরা পরিচালকড়স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের মার্জ ক্লেইনম্যান Stoop Chat with Aleathea & Ariam চলচ্চিত্রের জন্য পেয়েছেন সেরা পরিচালকড়প্রামাণ্যচিত্র পুরস্কার।

ব্রাজিলের সান্তিয়াগো হোসে আসেফ পরিচালিত ও Learned to Cry পেয়েছে সেরা চিত্রগ্রহণ পুরস্কার। বাংলাদেশের রাহাতুদ জামান পরিচালিত Maybe, ThatÕs Why… পেয়েছে সেরা সম্পাদনা এবং চীনের গুওজং লু পরিচালিত Spring in a Bottle পেয়েছে সেরা পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র পুরস্কার।

তুরস্কের জিন আতাশ পরিচালিত Nemesis পেয়েছে সেরা চিত্রনাট্য পুরস্কার। ভারতের অরুণা আর্য গুপ্তা পরিচালিত One Rupee Sky পেয়েছে সেরা সামাজিক প্রভাববিষয়ক চলচ্চিত্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের পলি রবিনোভিৎজ পরিচালিত What LoveÕs Worth পেয়েছে সেরা শিক্ষার্থী চলচ্চিত্র পুরস্কার।

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাডাম বালজেভিচ পরিচালিত The Red Letter পেয়েছে সেরা অপেশাদার চলচ্চিত্র নির্মাতা পুরস্কার। আর বিশেষ ফেস্টিভ্যাল স্পিরিট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ঝেংদি লি ও খ্রিস্টিনা অরলেটস্কা পরিচালিত In Your Shoes। স্কুল বুলিং এবং সচেতনতা বিষয়ক চমৎকার এই ফিল্মটি নির্মাণ ও অভিনয় করেছেন ব্রুকলিনের মিড উড হাই স্কুলের শিক্ষার্থীরা।

ব্রাজিল, তুরস্ক, ফ্রান্স ও চীনের পুরস্কারজয়ীরা সশরীরে উপস্থিত হতে না পারলেও উৎসবের জন্য শুভেচ্ছা পাঠান। অন্য বিজয়ী এবং তাঁদের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ট্রফি ও সনদ গ্রহণ করেন। নিউইয়র্ক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য স্টেট থেকে বিজয়ী ও চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ভারত ও বাংলাদেশের পুরস্কারজয়ীদের উপস্থিতিও উৎসবের আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্যকে আরও সমৃদ্ধ করে।

সেরা অপেশাদার চলচ্চিত্র নির্মাতা পুরস্কারজয়ী The Red Letter-এর পরিচালক অ্যাডাম বালজেভিচের পরিবর্তে চলচ্চিত্রটির অভিনেতা জ্যাক গাসকি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন।

কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রথম সেশন

দিনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় সকালে কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিড়সেন্ট্রাল মিলনায়তনে। সকালের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা ও প্রযোজক সুশনা চৌধুরী।

স্বাগত ও পরিচিতি পর্বের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ফিল্ম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং নিউইয়র্ক গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্ট ২০২৬-এর ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর শামীম আল আমিন এবং কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি সেন্ট্রালের প্রোগ্রামিং অ্যান্ড আউটরিচ বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক চিত্রা দেওদাত। উৎসব আয়োজনে সহযোগিতার স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা হিসেবে কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরির চিত্রা দেওদাতের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন শামীম আল আমিন।

এরপর শুরু হয় চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। সকালের অধিবেশনে বিভিন্ন দেশের ১৮টি নির্বাচিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীতে উপস্থিত কয়েকজন নির্মাতা তাঁদের চলচ্চিত্র ও নির্মাণের অভিজ্ঞতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত অনুভূতি প্রকাশ করেন।

প্রথম অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্য দেন উৎসবের ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর ইশতিয়াক আহমেদ।

জেক্যালে জমকালো সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ

উৎসবের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকেল ৪টায় জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্টস অ্যান্ড লার্নিং (জেসিএল) মিলনায়তনে। শুরুতেই ছিল চলচ্চিত্র নির্মাতা, অতিথি ও দর্শকদের অংশগ্রহণে ‘মিট অ্যান্ড গ্রিট’ পর্ব।

এই পর্বের অন্যতম আকর্ষণ ছিল জমকালো রেড কার্পেট আয়োজন। বিভিন্ন দেশ ও ভাষার চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিল্পী, অতিথি এবং চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে জেসিএলের লবি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। পারস্পরিক পরিচয়, শুভেচ্ছা বিনিময় এবং ছবি তোলার মধ্য দিয়ে উৎসবের এই পর্বটি চলচ্চিত্র নির্মাতা ও অতিথিদের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে নিউইয়র্ক গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্টের প্রথম আসরটি আমেরিকাকে উৎসর্গ করা হয়। এবারের উৎসবের থিম কান্ট্রি ছিল আমেরিকা।

মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় আমেরিকার ২৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে নির্মিত একটি বিশেষ ভিডিওচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে। এরপর পরিবেশিত হয় বিশ্বখ্যাত গান ‘নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক’। লিজা মিনেলি ও ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার পরিবেশনায় জনপ্রিয়তা পাওয়া গানটি অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন আলভান চৌধুরী।

পুরস্কারজয়ী গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব জেনিফার রামপারসাউডের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় এগিয়ে চলে মূল অনুষ্ঠান।

স্বাগত বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক ফিল্ম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর শামীম আল আমিন। উদ্বোধনী বক্তব্য দেন উৎসবের আহ্বায়ক এবং ডায়াসপোরা ইউএসএ-এর প্রতিষ্ঠাতা ডা. প্রতাপ দাস।

২০২৬ সালের আট সদস্যের জুরি বোর্ডের প্রধান, খ্যাতিমান আমেরিকান চলচ্চিত্র নির্মাতা ও ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফার লিয়ার লেভিন অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত হতে না পারলেও ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য ও শুভেচ্ছা তুলে ধরা হয়।

আরও বক্তব্য দেন উৎসবের লিড ফেস্টিভ্যাল কো-অর্ডিনেটর এবং ডায়াসপোরা ইউএসএ-এর সাধারণ সম্পাদক এজাজ আলম।

এই অধিবেশনে পুরস্কারজয়ী চলচ্চিত্রসহ আরও ১২টি নির্বাচিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। বিজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাতা ও তাঁদের প্রতিনিধিদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রফি ও সনদ তুলে দেওয়া হয়।

পুরস্কার ও সনদ তুলে দেন চিত্রনাট্যকার ক্রিস মুর; ফেস্টিভ্যাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর আশরাফুন নাহার লিউজা; নিউইয়র্ক ফিল্ম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর শামীম আল আমিন; শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবা পেশাজীবী ফিলিপ এস্তানিসলাস; ফেস্টিভ্যাল আহ্বায়ক ও ডায়াসপোরা ইউএসএ-এর প্রতিষ্ঠাতা ডা. প্রতাপ দাস; কুইন্স ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের নির্বাহী পরিচালক কাথা ক্যাটো; কুইন্স ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের আর্টিস্টিক ডিরেক্টর ডোনাল্ড প্রেস্টন ক্যাটো; অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন (আসো) এর নির্বাহী পরিচালক রুবাইয়া রহমান; সিপিএ সারোয়ার চৌধুরী; সাপ্তাহিক বাঙালির সম্পাদক কৌশিক আহমেদ; বিশিষ্ট শিল্পী তাজুল ইমাম; সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব আতিয়া সীমা; লিড ফেস্টিভ্যাল কো-অর্ডিনেটর ও ডায়াসপোরা ইউএসএ-এর সাধারণ সম্পাদক এজাজ আলম এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা কিথ পাওয়েল।

অটিজম সচেতনতায় বিশেষ পর্ব

অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্ব সঞ্চালনা করেন শারমিন মুনমুন। এই পর্বে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি অটিজম সচেতনতা নিয়ে একটি বিশেষ আয়োজন রাখা হয়।

অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন (আসো)-এর উদ্যোগে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে নির্মিত একটি পাপেট কার্টুন সিরিজের একটি পর্ব অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করা হয়। অটিজম সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির বার্তা ছিল এই বিশেষ পরিবেশনায়।

প্রদর্শনীর পর আসো-এর নির্বাহী পরিচালক রুবাইয়া রহমান অটিজম সচেতনতার গুরুত্ব এবং সংগঠনটির কার্যক্রম নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

আয়োজক, অংশীদার ও পৃষ্ঠপোষক

আন্তর্জাতিক এই চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান নিউইয়র্ক ফিল্ম ফাউন্ডেশন। উৎসবের অন্যতম অংশীদার ছিল ডায়াসপোরা ইউএসএ।

এ ছাড়া অংশীদার হিসেবে যুক্ত ছিল ফিল্মফ্রিওয়ে, কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি, অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন (আসো) এবং ওয়ান ওয়ান অর্গানাইজেশন।

উৎসবের পৃষ্ঠপোষক ছিল ট্রু-মেড ফার্মা, স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস, বিএ এক্সপ্রেস এবং সিপিএ সারোয়ার চৌধুরী।

উৎসবের কারিগরি অংশীদার ছিল থ্রিএম স্টুডিও এবং ক্রিয়েটিভ পার্টনার ছিল দ্য লেন্স নিউইয়র্ক।

বিশ্ব চলচ্চিত্রের মিলনমেলা

প্রথম আয়োজনেই ৩৮টি দেশের ২৮২টি চলচ্চিত্র জমা পড়া নিউইয়র্ক গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্টকে একটি বৈচিত্র্যময় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সামনে নিয়ে এসেছে। নিউইয়র্কের দুটি ভেন্যুতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, মিট অ্যান্ড গ্রিট, রেড কার্পেট, সংগীত পরিবেশনা, পুরস্কার বিতরণ, অটিজম সচেতনতামূলক আয়োজন এবং বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতা ও অতিথিদের অংশগ্রহণ পুরো দিনটিকে একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মিলনমেলায় রূপ দেয়।

আয়োজকদের প্রত্যাশা, নিউইয়র্ক গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্ট ভবিষ্যতেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নতুন ও প্রতিভাবান চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাজ তুলে ধরার পাশাপাশি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ, সংস্কৃতি, ভাষা ও মানুষের মধ্যে সংযোগ তৈরির একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ হিসেবে এগিয়ে যাবে।প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

কমিউনিটি

আমেরিকা মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় আন্তর্জাতিক সীরাত কনভেনশন ১৬ আগষ্ট রোববার

পরিচয় ডেস্ক: আমেরিকা মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে বিগতবছরগুলোর মতো এবছরও নিউইয়র্কে 'আন্তর্জাতিক সীরাতকনভেনশন-২০২৬' অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী ১৬ আগষ্ট রোববার নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় "অঙ্গন পার্টি" হলে বিকেল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এইকনভেনশনের কর্মকান্ড চলবে। এবারের কনভেনশনের

প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে- 'মুহাম্মদ (সা:) বিশ্ব শান্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শ'। কনভেনশনেযুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আলেম-ওলামাগণ ওয়াজ করবেন। নতুনপ্রজন্মের জন্য থাকবে বিশেষ আয়োজন। এতে নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্নষ্টেট থেকে আগত নতুন প্রজন্মের স্কলারগণ ইংরেজীতে বক্তব্য রাখবেন।মুহাম্মদ (সা:) এর অনুসারী সর্বস্তরের নর-নারীগণ-কে সপরিবারে কনভেনশনেউপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন আয়োজক কমিটি।

'আন্তর্জাতিক সীরাত কনভেনশন-২০২৬' উপলক্ষ্যে বুধবার বাদ আসরজ্যামাইকার অঙ্গন পার্টি হলে (৮৯-১৬ ১৭৫ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২) আয়োজিত ব্যতিক্রমী এই সংবাদ সম্মেলনে ইমামমাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ সহ অন্যান্যরা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ রফিকুল ইসলাম।স্বাগত বক্তব্য এবং লিখিত বক্তব্যে কনভেনশনের বিস্তারিত তুলে ধরেন মুফতিআব্দুল মালেক।

এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মুফতিআব্দুল্লাহ আল আজহারী, মাওলানা আতাউর রহমান, মাওলানা মঞ্জুরুলকরীম ও আবু তাহের।

বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের পক্ষে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেনসাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশসম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান।

সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা জানান, মহানবী (সা:)-এর জীবন ও আদর্শনতুন প্রজন্মেও কাছে তুলে ধরা, ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারনা দূর করারপ্রয়াস, সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি, ন্যায় বিচার ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যবৃদ্ধি এবং আমেরিকায় বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্মকে নৈতিক, অধ্যাত্বিক ও ধর্মীয়মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করাই সীরাত কনভেনশনের মূল্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

কনভেনশনে দেশ-বিদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলেম, ইসলামীগবেষক ও চিন্তাবীদগণ উপস্থিত থেকে রাসুলুল্লাহ (সা:) এর জীবন, মানবকল্যান, নৈতিকতা, পরিবার, শিক্ষা, সামাজিক ন্যায় বিচার ও বিশ্বশান্তিবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন।

সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা আরো জানান, কনভেনশনে কোন ফান্ড রেইজকরা হবে না। মহানবী প্রেমিকদের স্বেচ্ছা প্রনোদিত উদ্যোগে এই কনভেনশনেরঅয়োজন করা হচ্ছে। তবে কনভেনশন সফল করতে অঙ্গণ পার্টি হলেনকর্ণধার মোহাম্মদ হোসেন ইশতিয়াক বিশেষ ভূমিকা রাখছেন।

সবশেষে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলনা মির্জা আবু জাফর বেগ। খবর ইউএনএ'র।

থিয়েটার সেভেন্টি ওয়ান এর আয়োজনে ‘থিয়েটার ওয়ার্কশপ’

পরিচয় ডেস্ক : গত ২ আগস্ট রোববার কুইন্সের ১৪৮- ৪৬ হিলসাইট এভিনিউতে থিয়েটার সেভেন্টি ওয়ান এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো দিনব্যাপী থিয়েটার ওয়ার্কশপ ‘ক্রিয়েটিং নিউ স্টোরি টেলার‘ শিরোনামে কর্মশালার ফেসিলিটেটর ছিলেন স্বনামধন্য অভিনয়

শিল্পী নায়লা আজাদ নুপুর। যিনি শুধু অভিনয়শিল্পী নন, একাধারে প্লে ডিরেক্টর, শিক্ষক, কোরিওগ্রাফার ইত্যাদি। কর্মশালার ব্যবস্থাপনায় ছিলেন থিয়েটার সেভেন্টি ওয়ান এর প্রেসিডেন্ট অভিনেতা ও নির্মাতা খাইরুল ইসলাম পাখি। আর কোঅর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেছেন অভিনেত্রী বন্যা মির্জা।

কুইন্স সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টার ইনক এর সহযোগিতায় এই কর্মশালায় বাংলাদেশী কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কিশোর ও তরুণেরা অংশ নেয়। আয়োজকরা জানান এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল তরুণ প্রজন্মকে আমাদের শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার সাথে সম্পৃক্ত করা ও পাশাপাশি তাদের দক্ষ করে গড়ে তোলা।

সকাল ১০ টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়ে বিকাল ৫:০০ টায় শেষ হয় কর্মশালা। এরপর অংশগ্রহণকারীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন নায়লা আজাদ নূপুর। সার্টিফিকেট বিতরণ পর্বটি উপস্থাপনা করেন সাদিয়া খন্দকার। নাট্যজন রোকেয়া রফিক বেবী ও সাপ্তাহিক বাঙালি সম্পাদক কৌশিক আহমেদ অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ দেন এবং এই আয়োজনের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

বিকেল ৫:৩০ মিনিটে শুরু হয় দিনের দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানিকতা। যে পর্বের শিরোনাম ছিল লায়লা আজাদ নুপুরের সাথে ‘আলাপন‘। এ পর্বের নিউইয়র্ক ও নিউইয়র্কের বাইরের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাট্যকর্মী অংশ নেন। যেখানে আড্ডার আবহে নিউইয়র্কের নাট্য চর্চাকে বেগবান ও সমৃদ্ধ করার জন্য করণীয় বিষয়াদি নিয়ে মতামত ব্যক্ত করা হয়। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী বক্তব্য রাখেন থিয়েটার সেভেন্টি ওয়ান এর প্রেসিডেন্ট খাইরুল ইসলাম পাখি। দু‘টি আয়োজনেই যারা অংশ নিয়েছেন এবং যারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তিনি। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ইমিগ্রেশন আইন কার্যকর অভিযান

১১ পৃষ্ঠার পর

একাধিকবার গ্রেপ্তার হওয়ার তথ্য প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। মার্কোস চার্লস বলেন, আইসিই কর্মকর্তারা প্রতিদিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় কংগ্রেস প্রণীত অভিবাসন আইন কার্যকর করতে কাজ করছেন এবং ভবিষ্যতেও দেশজুড়ে একই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। তার দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে বিক্ষোভ এবং অভিযানে বাধা দেওয়ার নানা প্রচেষ্টার কারণে আইসিই তাদের অভিযান পরিচালনার কৌশল পরিবর্তন করেছে। অতিরিক্ত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অভিযুক্তদের শনাক্ত ও আটক করার পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে।

এদিকে আইসিইর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের জুলাই মাসে সংস্থাটি প্রায় ৫১ হাজার অভিবাসীকে আটক করেছে, যা তাদের ইতিহাসে এক মাসে সর্বোচ্চ।

নিউইয়র্কে এইচআরডিবি জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণের দাবী

পরিচয় ডেস্ক: গত ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রণীত জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারনের জোর দাবী জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন ‘হিউম্যান রাইটস ফর বাংলাদেশ’(এইচআরডিবি)। গত ২ আগস্ট রবিবার নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা কাফিস অডিটরিয়ামে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় এ দাবী জানানো হয়।

জুলাই সনদের প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লাইন বাস্তবায়ন করা হবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এমন বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে বক্তারা বলেন, আমরা এমন সুন্দর শুনতে চাইনা। সরকার গঠনের এতদিন পরেও জুলাই সনদ নিয়ে তালবাহানা হচ্ছে। কবে সনদ বাস্তবায়ন হবে এর সময়সীমা নির্ধারন করুন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত বিচার সম্পন্ন করাই হচ্ছে সময়ের দাবী।

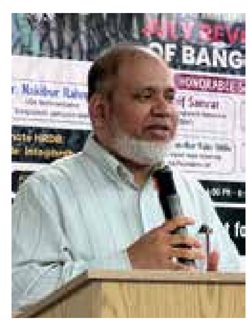

তারা বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান ছিল দীর্ঘ শোষণ, বঞ্চনা, দু:শাসন, দুর্নীতি, লুটপাট, ক্রসফায়ার, গুম-খুন, অপহরণ, নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনতার ক্ষোভের বিস্ফোরণ। বৈষম্যের বিরুদ্ধে লাখো ছাত্র-জনতা বন্দুকের নলের সামনে এসে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো। হাসিনার নির্দেশে নির্বিচারে গুলি চালানো হলো ছাত্র-জনতার ওপর। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সারি সারি লাশ পড়ে থাকলো ঢাকার রাজপথে। ঢাকার পিচঢালা কালো রাস্তা শিশুদের রক্তে লালে লাল হয়ে গেল। অকাতরে জীবন দিলো দেশের মানুষ। হাজারো ছাত্র-জনতার জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পায় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

পিলখানায় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ৫৭ জন দেশপ্রেমিক সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়। শাপলা চত্বরে ব্রাশফায়ারে অসংখ্য আলেমকে হত্যা করা হয়। গুম-খুন ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। ভিন্নমতের লোকদের ধরে নিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে নদীতে ফেলে দেয়া হতো। চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, কৃষিবিদ, শিক্ষক, ব্যাংকার থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক কর্মী- কেউ রেহাই পায়নি শেখ হাসিনার নিষ্ঠুরতা থেকে।

তারা বলেন, চব্বিশের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা ফ্যাসিস্ট শাহীকে তাড়াতে সক্ষম হয়েছি। এটা আংশিক সাফল্য। শত শহীদের আত্মত্যাগ তখনই সার্থক হবে যদি দেখা যায় ফ্যাসিবাদী শাসন ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই, দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে, আইনের শাসন কার্যকর আছে, বাকস্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আছে।

এইচআরডিবি’র পরিচালক জিয়াউল ইসলাম শামীমের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর যুক্তরাষ্ট্র মুখ্যপাত্র ড: নকিবুর রহমান নিজামী, বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক বিশিস্ট কলামিস্ট ডা: ওয়াজেদ এ খান, এনসিপি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সদস্য রওশন হক, জুলাই ফাউন্ডেশন ইউকে এর পরিচালক প্রফেসর ড. খন্দকার কবির উদ্দিন। জুলাই এর প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরেন আবরার মহসিন সামিন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নূরুল আনোয়ার। অনুষ্ঠান শুরুতে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ইমাম জুনায়েদ হোসাইন। উল্লেখ্য, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দুই বছর পূর্ণ হচ্ছে। শিক্ষার্থীসহ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যে সংগ্রাম ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই দেশবাসীকে আবেগে উদ্বেল করে তুলেছিল, তারই বিজয়ের দিন ‘৩৬ জুলাই’ বা ৫ আগস্ট। দ্বিতীয়বারের মতো সেসব স্মৃতি সবার সামনে এখন। এতে শহীদদের মাগফিরাত, আহতদের সুস্থতা কামনা করে দোয়া ছাড়াও ছিল জুলাই’র প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত আদালত শুনানিতে বাড়ছে অভিবাসীদের

৯ পৃষ্ঠার পর

অনুপস্থিত ছিলেন। চলতি বছরের জুনে সেই হার বেড়ে প্রায় ৪০ শতাংশে পৌঁছেছে। একই সময়ে বহিষ্কারের আদেশের সংখ্যাও বেড়েছে। তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রায় ৩৩ হাজার বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হলেও চলতি বছরের জুনে এই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৭৯ হাজার হয়েছে। আদালতে উপস্থিত না হলে অনেক ক্ষেত্রে অভিবাসীদের আশ্রয় আবেদন বাতিল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অভিবাসন নীতির কঠোর সমর্থকদের মতে, দ্রুত শুনানি দীর্ঘদিনের মামলার জট কমাতে সহায়তা করছে। তবে অভিবাসীদের আইনজীবী ও অধিকারকর্মীরা বলছেন, কম সময়ে বেশি মামলা পরিচালনার কারণে অনেক বৈধ দাবিও যথাযথভাবে পর্যালোচনার সুযোগ পাচ্ছে না।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের সংশ্লিষ্ট দপ্তর জানিয়েছে, বিচারকরা দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির চেষ্টা করছেন এবং একই সঙ্গে আইনি প্রক্রিয়া ও ন্যায্যতা বজায় রাখার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হচ্ছে। তাদের মতে, দীর্ঘসূত্রতা এমন অভিবাসীদের জন্যও সমস্যা তৈরি করে যাদের বৈধ দাবি রয়েছে। অন্যদিকে, সাবেক অভিবাসন বিচারক ও আইনজীবীরা সতর্ক করে বলেছেন, অতিরিক্ত সংখ্যক মামলা একসঙ্গে পরিচালনা করলে বিচারকদের ওপর চাপ বাড়ে এবং প্রত্যেকটি মামলা পর্যাপ্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখার সুযোগ কমে যেতে পারে।

টিপিএস বাতিলের পর “স্যাংচুয়ারী সিটি” হিসেবে পরিচিত নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসনের চাকরি হারালেন কয়েক ডজন হাইতিয়ান কর্মী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত রায়ের পর টেম্পোরারি প্রোটেক্টেড স্ট্যাটাস বা টিপিএস হারানো বেশ কয়েকজন হাইতিয়ান কর্মীকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়েছে নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর হাইতিয়ান নাগরিকদের এই সুরক্ষা বাতিলের পথ পরিষ্কার হওয়ায় কর্মীদের বৈধ কাজের অনুমতি আর কার্যকর না থাকায় এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বলে জানিয়েছে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ।

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানি বলেছেন, সিটি প্রশাসন নিজ উদ্যোগে এসব কর্মীকে ছাঁটাই করতে চায়নি। ফেডারেল আইনের বাধ্যবাধকতার কারণেই কর্মীদের কাজের অনুমতির বিষয়টি পর্যালোচনা করে যাদের বৈধভাবে কাজ করার অন্য কোনো অনুমতি নেই, তাদের চাকরি থেকে আলাদা করতে হয়েছে।

নিউ ইয়র্ক সিটি হলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত ২৪ জুলাই টিপিএসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর হাইতিয়ান কর্মীদের চাকরির বৈধতা পর্যালোচনা করা বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

গত বছর নিউ ইয়র্ক সিটি ৬ কোটি ৫০ লাখ পর্যটককে স্বাগত জানিয়েছিল

পরিচয় ডেস্ক: গত বছর নিউ ইয়র্ক সিটি ৬ কোটি ৫০ লাখ পর্যটককে স্বাগত জানিয়েছিল, তবে পর্যটকদের ভ্রমণের ধরনে পরিবর্তন আসায় পর্যটন-ভিত্তিক অর্থনীতিতে নতুন রূপান্তর ঘটছে। নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রতি একজন বাসিন্দার বিপরীতে সাতজন করে পর্যটক আসেন; এখন পর্যটন খাত এক নতুন পরীক্ষার মুখোমুখি। পুরো নিউ ইয়র্ক সিটি জুড়ে গ্রীষ্মকালটি যেন বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও আনন্দঘন মুহূর্তের সংমিশ্রণে ধরা দিয়েছে।

শুরুতেই, নিকস (Knicks) এনবিএ (NBA) চ্যাম্পিয়নশিপ জয় করে নিউ ইয়র্কবাসীদের কয়েক সপ্তাহ ধরে এক সুতোয় গেঁথে রেখেছিল, যার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল এক অভাবনীয় ও দুর্দান্ত জয়ের মধ্য দিয়ে। সেই জয়ের রেশ ও উদ্দীপনা যখন শহরের রাস্তায় তখনও জীবন্ত, ঠিক তখনই শহরটি বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পালন করে; এই ইভেন্টটি নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি অঞ্চলে ১০ লাখেরও বেশি পর্যটককে আকৃষ্ট করে। বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

হেলথ ইন্স্যুরেন্স না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধের খরচ কমানোর সহজ উপায়

২০০ ডলারের ওষুধ ২০ ডলারে পাওয়া যায়

পরিচয় ডেস্ক: হেলথ ইন্স্যুরেন্স না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধের খরচ কমানোর সহজ উপায় রয়েছে যে প্রক্রিয়ায় ২০০ ডলারের ওষুধ ২০ ডলারে পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

অবৈধ বসবাসে শীর্ষ দশে বাংলাদেশ কানাডা থেকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ায় প্রায় ১ হাজার বাংলাদেশী

পরিচয় ডেস্ক: কানাডায় অবৈধভাবে বসবাস, বিভিন্ন ধরনের অপরাধে জড়িত বিদেশী নাগরিকদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে তৎপরতা জোরদার করেছে কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সি (সিবিএসএ)। সংস্থাটির সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, কানাডা থেকে অবিলম্বে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এমন নাগরিকদের তালিকায় শীর্ষ ১০টি দেশের বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক সিটি সাবওয়েতে বিলম্ব নিরসনে এমটিএ’র উদ্যোগ

সংস্কারের তালিকায় ২৫ স্পট

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সাবওয়ে সিস্টেমে যাত্রীদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি ও ট্রেনের বিলম্ব কমিয়ে আনতে নতুন একটি উদ্যোগ নিয়েছে তদারকি সংস্থা মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি বা এমটিএ।

সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিশ্লেষণী প্রতিবেদনে নিউ ইয়র্ক সিটির সাবওয়েতে যানজটের প্রধান কারণ হিসেবে ৭০টিরও বেশি ‘বটেলনেক’ বা যানজটপূর্ণ স্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মূলত যেসব জায়গায় একাধিক লাইনের ট্রেন একই ট্র্যাক ব্যবহার করে বা ট্র্যাকের কাঠামোগত কারণে ট্রেনের গতি কমাতে হয়, সেখানেই এই যানজটের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সমস্যার সৃষ্টি করে এমন ২৫টি স্পটকে সংস্কারের জন্য শীর্ষ তালিকায় রাখা হয়েছে, যার বেশিরভাগই ব্রুকলিনে অবস্থিত।

শীর্ষ সংস্কার এর তালিকায় থাকা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান হলো মার্টল অ্যাভিনিউ। এখানকার যাত্রীদের কাছে ট্রেনের বিলম্ব যেন নিত্যদিনের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রিসিলা সুয়ারেজ নামের এক যাত্রী তার হতাশা বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

জর্জিয়া স্টেটের জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মওদূদীর নাতনি সোফিয়া, পোশাকে ইসরায়েলের প্রতীক! ট্রাম্পপন্থী রাজনীতিতেও সক্রিয়

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা ও আদর্শিক নেতা সাইয়্যেদ আবুল আ’লা মওদূদীর নাতনি সোফিয়া ফারুক যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান রাজনীতিতে সক্রিয়। ২০২৫ সালে জর্জিয়া স্টেটের কাব কাউন্টি রিপাবলিকান পার্টির চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয়ে তিনি আলোচনায় আসেন।

জর্জিয়া স্টেটের রিপাবলিকান রাজনীতিতে দীর্ঘদিন সক্রিয় থাকা সোফিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ‘মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন’ বা ‘আমেরিকাকে আবার বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে রোমান্টিক শহর নিউ ইয়র্ক সিটি

পরিচয় ডেস্ক: টিং অ্যাপ অ্যাজিলিস (Agilis)-এর একটি জরিপে নিউ ইয়র্ক সিটিকে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে “রোমান্টিক শহর” হিসেবে শীর্ষস্থান দেওয়া হয়েছে। ন্যাশভিল ও অস্টিনের মতো শহরগুলোকে পেছনে ফেলে এই শহরটি প্রতি ১ লাখ বাসিন্দার বিপরীতে রোমান্স-সংক্রান্ত ২১২টি সার্চ (যেমন-ডেট নাইট-এর পরিকল্পনা, বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার উপযুক্ত স্থান এবং রোমান্টিক রেস্তোরাঁ) রেকর্ড করেছে। অবশ্য এখানে একটা কৌতুকপূর্ণ বৈপরীত্যও রয়েছে: ডেটিং বা প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিউ ইয়র্ক সিটি দীর্ঘদিন ধরেই অন্যতম কঠিন জায়গা হিসেবে পরিচিত। অ্যাপে অবিরাম সোয়াইপ করা, ঠাসা সময়সূচি আর হঠাৎ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলার (বা ‘ঘোস্টিং’-এর) ব্যাপক প্রবণতা-সব মিলিয়ে এখানে প্রেম খুঁজে পাওয়াটা অনেক সময় কোনো প্রতিযোগিতামূলক খেলার মতো মনে হতে পারে। তা সত্ত্বেও, নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দারা কিন্তু এই প্রেম খুঁজে পাওয়ার উপায় বের করতে বেশ ভালোই সময় ব্যয় করেন।

নিউ ইয়র্ক পোস্ট, টাইম আউট ওয়ার্ল্ডওয়াইড এবং সিক্রেট এনওয়াইসি (Secret NYC)-র মতো গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এই জরিপের ফলাফল সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা গেছে। গবেষণার মূল বিষয়সমূহ ছিল: বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়